চিনিবাস

চরিতামৃত।

আদি লীলা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট্ বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৩।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

চিনিবাস

চরিতামৃত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজনীতি-নদী অতি তরঙ্গ-তুফান।
ভাঙ্গা তরী ভাসে তায় মাঝি জাম্বুবান॥
শ্রীচিনিবাসের প্রেম অমৃত সমান।
যেই শুনে সেই লভে, পুরা দিব্যজ্ঞান॥

গ্রামে আজ মহাপ্রলয়। লোক সব, ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও আগুন লেগেছে নাকি? পাড়ার চৌকীদার, এক প্রকাণ্ড লাঠি ঘাড়ে করিয়া, বিকট-রবে চেঁচাইতে চেঁচাইতে চলিয়াছে,—"সকলে বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের বাড়ী শীঘ্র যাও,—আর বিলম্ব নাই।" কারু গঙ্গাযাত্রা হবে নাকি? মহেশমণ্ডল, চটীজুতা পায়ে দিয়া,

মুড়িশেলাই চাদর কাঁধে ফেলিয়া আসিতেছেন। চৌকীদার তাঁহাকে বলিল,—“আরে বড়-মোড়ল, আপনা দেরী কেন? ওদিকে যে সব ফুরিয়ে বাবু ভারি ব্যস্ত হয়েছেন।” মণ্ডল ব “এই আমি মাঝের পাড়ায় খবর তাঁতিপাড়া যাচ্চি—আড়াই প্রহরের এ ত আর কর্ম্ম হবে না,—আমি বি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি,—আমি তাঁতি নিমন্ত্রণটা সেরে শীঘ্র বাবুর বাড়ী য তুই দক্ষিণপাড়া, ডেকে আয়!” কি এ, বাড়ী পিতৃশ্রাদ্ধ নয়ত?

দশ মিনিটের মধ্যে রাস্তা দিয়া, দলে লোক দৌড়িতে লাগিল। তাঁতি, (কলু, বাগ্দী, কামার, কুমার, জেলে ত কৈবর্ত্ত, সদ্গোপ—সকলেই বেগে বাবুর দিকে ধাবমান। বেলা তখন প্রায় পৌষ মাস। কেহ ধান কাটিতে ক

উঠিয়া আসিয়াছে, কাস্তেখানা কাহারও কোমরে গোঁজা আছে। কাহারও বা হাতে আট আটি ধান আছে। কোন জেলের জাল ঘাড়ে; কেহবা নূতন জাল বুনিতে বুনিতে পথ চলিতেছে। হরিহর কৈবর্ত্ত, হাটে আলু পটল বেচিয়া ঘরে আসিতেছিল,—মাথায় তার, খালি-বাজ্‌রা; তাকে আর ঘরে ঢুকিতে হইল না; সে সেই বাজ্‌রা মাথায় করিয়াই চলিল। গ্রাম্যপথে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা দিল।

দেখিতে দেখিতে বাবুর বাড়ী লোকারণ্য হইল। বাড়ীখানি অতি চমৎকার। বাহিরে একটী ভজন কুঠারি—ছিটে-বেড়ার দেওয়াল। মেজে মাটীর। তথাচ সেই ক্ষুদ্র জরাজীর্ণ, মৃত্তিকা-বাঁশ-খড়-কঞ্চি-সমন্বিত গৃহমধ্যে একটী টেবিল, এবং একখানি চেয়ার বর্ত্তমান। টেবিলের উপর দোয়াত, কলম ও কাগজ। প্রায় চারিশত লোক একত্র; তাহারা কোথায়

দাঁড়ায়, কোথায় বসে, তাহার কিছুই ঠিক হইল না। তথাচ বাবু, গ্রামের সমস্ত লোক এখনও আসিয়া পোঁছিল না বলিয়া, মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

বাবুর গড়ন পাক্‌সিটে; লম্বা ঢং; রংটা খাঁড়ি-মুসুরির ডেলের মত; চুলগুলা কোঁকড়া কোঁকড়া, চোখে চসমা। নাসিকার নিম্ন দিয়া গোঁফের রেখা ঈষৎ সমুদিত। দেহখানি বনাতের কোটে আবৃত। পায়ে ডবল এষ্টাকিন, হাতে রুমাল। শীতকালে অবশ্যই ঘাম নাই, তবু রুমাল লইয়া বাবু অনবরত মুখ মুছিতেছেন, চোখের কোল ঘষিতেছেন।

এতক্ষণে বুঝিলাম, ঘরে আগুনও নয়, গঙ্গাযাত্রাও নয়, শ্রাদ্ধও নহে, কেবল ছিটেবেড়া, বাবু, এবং লোক-পাল। এই ত্রৈরাশিতে কি ফল উৎপন্ন হইবে, জানি না।

বাবু একলাঘরের যত্নমণি। বাপ নাই, দাদা নাই, খুড়া জ্যেঠা কেহই নাই। আছে

কেবল এক বুড়ী মা—তা সে হতভাগীর বেটী না থাকারই মধ্যে। ফোক্‌লা দাঁতে তার কথা ভাল বেরোয় না, চাল্‌সেধরা চোখে সে ভাল দেখ্‌তে পায় না, পায়ে বাত ধরায় সে ভাল চল্‌তে পারে না। এমত স্থলে, মাতার কর্তৃত্ব পুত্রের উপর একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং বলা বাহুল্য, বাবু সর্ব্বতো-ভাবে স্বাধীন ;—পারিবারিক প্রথার কঠোর শাসনে প্রপীড়িত নহেন। পিতা মাতা, খুড়া জ্যেঠা প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য জীবগণকে সামাজিক বৃথা সম্মান দেখাইয়া, তাঁহাকে আর অনর্থক সময় নষ্ট করিতে হয় না। ইহাই সংসা-রের খাঁটি সুখ, অক্ষত শান্তি!

বাবুর বাপের কৃষ্ণনগরে কাপড়ের দোকান ছিল। এই দোকানে বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ থাকায়, তিনি কিছু সঙ্গতি করেন। প্রায় ষাট বিঘা নাখরাজ জমী খরিদ করেন, এবং মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে নিজগ্রামখানি

পত্তনি লয়েন। তিনি নিতান্ত মিতব্যয়ী ছিলেন;—লোকে বলে, এখনও বাবুর মায়ের হাতে নগদ দশ হাজার টাকা আছে। বুড়ী মা, কিন্তু কাট-কবুল, বলে—"হাতে আমার এক কড়া কড়িও নাই।" বাপ, বাড়ী ঘর কিছুই করিয়া যায় নাই—সেই সাবেক, সেকেলে খড়ো বাড়ী।

বাবু বহুকাল হইতে কৃষ্ণনগর কলেজে পড়িতেছেন। এবার এণ্ট্রেন্স পাস দিবার নিশ্চয় কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ কেন পাস না দিয়াই বাবু বাটী আসিলেন, এ কথা অনেকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বাবু একটু মুচ্‌কি হাসিয়া, সকলকে এইরূপ উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলেন, "তোমরা এণ্ট্রেন্স পাসের মর্ম্ম কি বুঝিবে? কৃষ্ণনগর শহরশুদ্ধ সকল লোকই এবার একবাক্যে বলিয়াছিলেন, আমি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিলে সর্ব্বপ্রথম হইব; কিন্তু বয়সের অল্পতা নিবন্ধন, কালে-

জের অধ্যক্ষ, আমাকে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে দিলেন না। তোমরা বোধ হয় কেহই জান না, ষোল বৎসরের কম বয়স হইলে এণ্ট্রেন্স দিতে নাই। আমি কি করি—কাজেই বাটী আসিলাম।”

এই গ্রামে এ পর্য্যন্ত “ইংরেজী-পড়া” প্রবেশ করে নাই; বাবুই এ বিদ্যায় প্রথম ব্রতী। এত অল্প বয়সে, এত অধিক বিদ্যা উপার্জ্জনের কথা শুনিয়া লোকে চমকিত হইল।

এই কথা শুনিয়া, দু একটা দুষ্ট লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল,—ওঁর বয়স ষোলর কম কিসে? উনি ত অনেক দিনের ছোক্‌রা—আজও কি ১৬ পূর্ণ হইল না?”

বাবুর এই বয়সের গোলযোগ লইয়া কৃষ্ণনগরে একবার দাঙ্গা হইয়াছিল। বাবু যে বাসায় থাকেন, সে বাসায় আরও পাঁচটী ছেলে থাকে। আহারাদির পর রাত্রে তর্ক

উঠিল,—“কার কত বয়স।” বাবু বলিলেন, “আমার বয়স ১৪।” এই কথা শুনিয়া সকলে হো হো রবে হাসিয়া উঠিল। একটী বালক বলিল, “আমার বয়স ৫। আমি এখ-নও কাপড় পরি না।” আর একজন বলিল, “সে কিহে, তোমার এত অধিক বয়স? আমার যে এখনও অন্নপ্রাশন হয় নাই! এই একটা ভাল দিন দেখে শীঘ্রই সকলকে আমার ভাতের নিমন্ত্রণ কর্‌বো।” বাবু তখন ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া, সেই বালকের গালে, সেই পাক্‌সিটে হাতের চড় বসাইয়া দিলেন! ক্রমে মহা গোলযোগ উঠিল—বিলক্ষণ মারা-মারি আরম্ভ হইল। লোক জড় হইল, পুলিষ আসিল। এই বিরাট দাঙ্গার পর অদ্য বাবুর কোষ্ঠী দেখিয়া বয়স বলিতে গ্রন্থকার সাহসী হইলেন না।

এই বাবুই আমাদের নায়ক—চিনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়। হঠাৎ চিনিবাস বাবুর ছিটে-

বেড়ার গৃহাভ্যন্তর হইতে, টং টং টং টং পেটা-ঘড়ি বাজিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে "চুপ্ চুপ্ চুপ্"—এইরূপ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সকলে নিস্তব্ধ। চিনিবাস দাঁড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন,—"তোমাদের জন্যই অদ্য আমার এ শ্রমস্বীকার। আমি গ্রাম্য-পথের দুর্দ্দশা দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছি; রাত্রে চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত নিষ্ঠুর, এ পর্য্যন্ত একটী পয়সাও দেন নাই। অথচ প্রতি বৎসর আমরা সকলে গবর্ণমেণ্টকে পথকর দিয়া আসিতেছি। তোমরা নিতান্ত কাপুরুষ, তাই আজও এ টাকা আদায় করিতে পার নাই। আমি ৫০০৲ টাকার জন্য রোডশেশ-কমিটীতে ইংরেজীতে এই দরখাস্ত লিখিতেছি। আপ-নারা ইহাতে সহি করিলেই টাকা পাইবেন।

"আর এক কথা। আপাতত এই পাঁচ শত টাকা আদায়ের জন্য কৃষ্ণনগর যাইয়া

আমাকে তদ্বির করিতে হইবে—এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে এ বিষয়ে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখাইতে হইবে। অতএব প্রথম তদ্বিরজন্য অন্তত ১০০৲ টাকা আবশ্যক। তোমরা অদ্য চাঁদা করিয়া এই টাকাটী তুলিয়া দিলেই কল্য আমি কৃষ্ণনগর যাত্রা করিব। এ টাকা দিলে, তোমাদের লাভ ভিন্ন লোকসান নাই;—৫০০৲ টাকা আদায় হইলে, তৎক্ষণাৎ সুদশুদ্ধ তোমাদের টাকা ফেরত দিব।• বাকি ৩৭৫৲ টাকায় এ গ্রামে সুন্দর রাস্তাঘাট হইবে। আর ঐ একশত টাকা পাইলে, আমি দেশে এরূপ রাজনৈতিক আগুন জ্বালিব, যাহা কখনই নিবিবে না। কল্য প্রাতেই আমাকে যাত্রা করিতে হইবে—অতএব আজ নাগাইদ সন্ধ্যা টাকা চাই।

"শেষ, তোমরা শ্রবণ কর ইংরেজী দরখাস্ত।"—এই বলিয়া ইংরেজীভাষা-অনভিজ্ঞ, গ্রামবাসীর নিকট চিনিবাস বাবু সেই দরখাস্ত

ইংরেজীতে কথা কয়ে, লিখে, গ্রামের পথ-ঘাট সব বাঁধিয়ে দিচ্চে,—এম্‌নি ছেলে হলেই মায়ের সুখ।”

বৃন্দা। তা বৈ কি দিদি—চিনিবাসের মা ত রত্নগর্ভা; ওবাড়ীর পরেশ, চিনিবাসের বয়সী—সে যদি আজ লেখাপড়া শিখ্‌তো—তাহলে আর ভাবনা কি?

মোহিনী। আহা, হোক্‌ হোক্‌,—বুড়ীর আর কেউ নেই—ঐ শিবরাত্রির সল্‌তেটুকু ভরসা, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, একশ বছরের হয়ে চিনিবাস বেঁচে থাকুক—

বিমলা। হ্যাঁ গা, সেদিন একটা কি কথা শুনলেম। কোম্পানী নাকি চিনিবাসকে [illegible] দেবে বলেছে—সে কি কথা গা?

মালতী। আঃ পাগল,—তা আর তুই জানিস্‌নে? চিনিবাস কেষ্টনগরে, কোম্পানীর মুলুক উল্টে দিতে চেয়েছিলো—দারোগাকে, মেজেষ্টার সাহেবকে ইংরেজীতে কথা কয়ে

মাতে গিয়েছিলো। চিনিবাস বলেছিলো,—আমি কোম্পানীর মুলুক মানি না—

মোক্ষদা। চিনিবাস, দৈত্যিকুলে প্রেহ্লাদ—

বগলা। চিনিবাসের সবই ভাল, তবে মেয়ে ছেলে, বউঝীর উপর একটু খর নজর আছে—

মালতী।—না, না, না,—সে কথা বলোনা, দুধের ছেলে,—সে দিন হ'তে দেখলুম—ওর সে সব কোন দোষ নাই—

বৃন্দা। হ্যাঁ বয়েস কচি বটে;—তবে কিনা জান, ওরা সহরের ছেলে, পাঁচটা দেখেছে, শুনেছে,—

বিমলা। ঠিক্ বলেছ, বুন। এখন কি আর দিন কাল সে রকম আছে। ইংরেজী পড়্‌লে ছেলে-পিলের চোখ মুখ শিগ্‌গির ফোটে—চিনিবাসের মাথায় টেরা-সিঁথি দেখ নাই?

বগলা। তোমরা কি ভাই কিছুই শোন নাই? তাঁতিদের রামমণির জন্ত এবার সে

সোণার চিক গড়িয়ে এনেছে!—সাবান্, তাস, পমেটম,—সব দিয়েছে—

মালতী। রামমণি আধবয়সী মাগী, কাল-পেঁচী—সে দিন বিধবা হলো,—তাকে কি ও-সব দেওয়া সম্ভব?

বগলা। তা জানিনে ভাই,—আমিত্ ও-সব কথা কর্ত্তার মুখে কাল শুনেছি—

এই কথা কহিতে কহিতে রমণীগণ নদী-জলে অবতরণ করিলেন।

রামমণি গ্রামের রাজনৈতিক এবং সমাজ-নৈতিক রমণী কি না, জানি না; তবে এটা ঠিক, চিনিবাস প্রত্যহ সন্ধ্যার পর রামমণির বাটীর দিকে চাহিয়া ব্রহ্ম-সঙ্গীত আলাপ করিতেন। এবার একখানি ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকও তিনি লইয়া আসিয়াছেন।

সেইদিন, বৈকালে ওদিকে ১০০৲ টাকা চাঁদা আদায়রূপ রাজনৈতিক কাণ্ড চলিতে লাগিল,—এদিকে ঠিক সন্ধ্যার পরই চিনিবাস,

ভাবমগ্ন মহাযোগীর ন্যায়, সামাজিক-মহাসাগরে ডুব দিলেন। সেই ভজন কুঠারির দ্বারে খিল দিয়া, জানেলার কাছে চেয়ারে বসিয়া, ঠিক রামমণির বাটীর দিকে চাহিয়া, বাবু আড়খেমটায় ব্রহ্ম-সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন,—

রাগিণী পিলু খাম্বাজ—তাল আড়খেমটা।

সযতনে বিছায়েছি হৃদয়-আসন ;
বড় আশা তুমি এসে বস্‌বে আজি প্রাণধন।
প্রীতির কুসুম গুলি, রেখেছি যতনে তুলি,
বড় সাধ প্রাণ তুমি এসে কর হে গ্রহণ।
তব রূপ অতুলন, দেখাও হে হৃদয়-ধন,
হেরি রূপ মনসাধে ভরি দুনয়ন॥
তৃষিত চাতক সম, হয়ে আছে প্রাণ মম,
মিটাও পিয়াস করি কৃপাবারি বরিষণ ;
সংসারের যাতনায়, মন প্রাণ দগ্ধ প্রায়,
(এসে) ঢাল ঢাল প্রেম-সুধা জুড়াক আজি প্রাণ মন।
এস তবে প্রাণ-সখা, প্রাণ আকুল পেতে দেখা,
সুখ-তরঙ্গ তোল প্রাণ দিয়া দরশন ;

সুখের তরঙ্গে সেই, প্রাণেরে ভাসিয়ে দেই,
ভুলে যাই দুঃখ শোক, এই মনে আকিঞ্চন ॥

এই গানটী শেষ হইলে, বাবু আর একটী ব্রহ্ম গান আড়খেমটায় ধরিলেন,—

কবে হায় সে দিন হবে ?
তব প্রেম পতাকা তুলে কুতূহলে,
(যত নরে) কুতূহলে মিল্‌বে সবে।—

এমন সময় গৃহদ্বারে দুপদাপ ধাক্কা পড়িতে লাগিল ;—"খোল্ ব্যাটা বামুন দোয়ার, তোর মাথাটা আমি আজ লেঠিয়ে ভেঙ্গে ফেল্‌বো ; আজ তোর বামনাই কেমন থাকে দেখ্‌বো ?

চিনিবাস। ডাকাত পড়েছে, ঘরে ডাকাত পড়েছে। ওহে রামধন, শীগ্‌গীর এসো (ধাক্কা দাতার প্রতি) কেহে তুমি, কি চাও ?

ধাক্কাকারী। আরে মোশাই, রেখে দিন বিট্‌লিমী—ভদ্দর লোক হয়ে, গেরস্তর মেয়ে-ছেলের উপর জুলুম ; আজ সন্ধ্যাবেলা থেকে

ঘরে বসে আমার বাড়ীর দিকে চেয়ে, কেবল কাঁচা খেঁউড় হচ্চে—

চিনিবাস। কেহে, তুমি নিতাই তাঁতি—ওসব ভাই কিছু মনে করোনা, আমি কেবল ঈশ্বরের নাম কর্‌চি—

পুনরায় দ্বারে সজোরে আঘাত।

চিনিবাস তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"দেখ নিতাই, আমি ভীরু, কাপুরুষ নহি—আমি তোমার লাঠিতে ভয় করি না। আজ যদি আমার দ্বারে ইংরেজের লক্ষ রাজনৈতিক লাঠি একত্রিত হইত, তাহা হইলে আমি এখনি দ্বার খুলিয়া অকাতরে মাথা পাতিয়া দিতাম। কিন্তু তোমার ঐ সমাজনৈতিক একটী লাঠিতেই আমি সঙ্কুচিত হই। কারণ ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা বিবাদ করে না—"

দেখিতে দেখিতে বহু লোক জড় হইল। গ্রাম মহা আন্দোলনে আন্দোলিত হইল।

কেন মেরে উঠলেন। দক্ষিণপাড়ায় কেহ বলিতেছে, চিনিবাসের দোষ; কেহ বলিতেছে, রামমণির দোষ; কেহ বলিতেছে, নিতাই তাঁতির দোষ। কাহার মতে, সেই রাত্রে চিনিবাস খুব মার খেয়েছিল; কেহ প্রতিবাদ করিলেন, চিনিবাসের কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই। কেবল ঐ কথা অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "তাও ঠিক। চিনিবাসের গায়ে আঁচড়টী লাগে নাই—কিন্তু নিতাই তাঁতি আচ্ছা মার খেয়েছে।" যখন নিতাই তাঁতিরই মার খাওয়া সাব্যস্ত হইল, তখন একজন বলিল, "নিতাই পিঠে, ঘাড়ে, চুনে-হলুদ দিয়ে শুয়ে আছে।"

কিন্তু পূর্ব্বপাড়ার কথা অন্তবিধ। মোড়ল-বাড়ী সৎগোপদের মহামজলিস বসিয়াছে। একজন বলিল, "যদি বড়-মোড়ল দৌড়ে যেয়ে নিতাইকে না ধরিত, তা'হলে নিতাই দরজা ভেঙ্গে চিনিবাসের মাথাটা ফাটাইয়া ফেলিত।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আঃ তুমি কিছু জান না বুঝি? ঘরের দরজাটা গুঁড়ানাড়া করে, নিতাই, চিনিবাসের মাথায় এক লাঠি বসিয়ে দিয়েছিল। লাঠির আঘাতে চিনিবাস ধড়াস্ করে, পড়ে গেল।

তৃতীয় ব্যক্তি। তা, নয়; [illegible] ঠিক জান না; চুলের মুঠি ধরে চিনি[illegible]র ঘাড়ে নিতাই দুই কীল মেরেছিল।

চতুর্থ ব্যক্তি। বড়-মোড়ল চাঁদা সেধে ফিরে না এলে, এর ঠিক্ খপর পাওয়া যাবে না—আমি শুনেছি, চিনিবাস মার খায় নাই।

পঞ্চম ব্যক্তি। চিনিবাস নিশ্চয় মার খেয়েছে—যন্ত্রণায় সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট করেছে—সকাল বেলা, তার মা ডাক্তার আন্তে লোক পাঠিয়ে দিলে;—নিতাই তার গাঁটে গাঁটে লাঠি মেরেছিলো,—সর্ব্বাঙ্গে চুণে-হলুদ মেখে চিনিবাস বসে আছে।

আজকালকার ধর্মের দিকে [illegible] [illegible]। [illegible] বৃত্তিভূষণ বলিলেন,—"আমি কি সাধ করে ইংরেজী পড়িতে দিতে চাই? ছেলে-পিলে, সহজে যেন ইংরেজী পড়লেই বয়াটে হয়ে যায়। চিনিবাস কিন্তু ছেলেটি ছিল, আর দুবাস যদি আমার কাছে মুগ্ধবোধ পড়িত, তা হলে ব্যাকরণ একেবারে কণ্ঠস্থ হতো। ছোঁড়ার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ—যা একবার বলিতাম, তা আর কখন ভুলিত না—হুঁ। আজ কিনা একটা তাঁতির মেয়ের সঙ্গে তার অপবাদ হলো?"

নীলাম্বর তর্করত্ন বলিলেন,—"ঘটনা কি যথার্থ? চিনিবাসকে অতি সুবোধ শান্ত ছেলে বলেইত আমরা জানি; এই ছেলে বয়সে তার পেটে এত কুবুদ্ধি ঢুক্‌বে কি?—আমার বোধ হয় ইহা রটানে কথা।"

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ অপরাপর ব্যক্তিগণ ঈষৎ বিষণ্ণ হইলেন। যে কাণ্ড

লইয়া তাঁহারা অদ্য প্রভাত হইতে এত আমোদ করিতেছিলেন,—তাহা যদি মিছে হয়, তাহা হ'লেত তাঁহারা একেবারে দাঁড়িয়ে মাটী! কি নিয়ে তাঁরা দিন কাটান, এবং কোন্ সুখেই বা তাঁরা ঘরে ফিরে যান? রামমণি যদি সতী হয়, আর চিনিবাস্ যদি সৎ হয়,—তাহা হইলে প্রত্যেক গ্রামবাসীর দুর্ভাবনায় অদ্য অন্ন রোচে কি না সন্দেহ! তর্করত্ন মহাশয় গ্রামবাসীর সুখে কণ্টক এবং অন্নে হস্তারক হইলেন বলিয়া, সভাস্থ সকলেই তাঁহার উপর চটিয়া উঠিলেন। এক জন ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে, চোখ্ দুটা কপালে তুলে, তর্করত্নকে রুক্ষ সম্বোধনে বলিল, "চাটুয্যে মোশাই! তোমার এ কি খারাপ স্বভাব? না জেনে, না শুনে, দুম্ করে একটা কথা কওয়া ভালো কি? চিনিবাসের সঙ্গে রামমণির ঘটনা কার না জানা আছে?—ছি!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ঠিক্ কথাইত! যা রটে, তা বটে—

তৃতীয় ব্যক্তি। পূবের চাঁদ যদি পশ্চিমে উদয় হয়, তা হলেও চিনিবাসের ঘটনা অবিশ্বাস করিবার যো নাই—

চতুর্থ ব্যক্তি ঈষৎ মুচ্কি হাসিয়া বলিলেন, "চিনিবাস, চাটুয্যেকে এবার শীতকালে কৃষ্ণনগর থেকে একখানি রাঙা বনাত এনে দিবে বলেছে—"

নীলাম্বর তর্করত্ন বলিলেন,—"আপনারা হঠাৎ রাগ করেন কেন? কোন বিষয় বলিতে হ'লে, তার আগে-পিছে ভেবে বলিতে হয়, হঠাৎ লোকের অপবাদ দেওয়া ভাল কি?—

এই কথা তাঁহার মুখোচ্চারিত হইতে না হইতেই, সভায় একটা গোল উঠিল,—"তুমি কোথাকার পাগল? কোথাকার পাগল?" এমন সময় বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। তিনি চিনিবাসের—

প্রাণের বন্ধু; বয়স ত্রিশের কম নহে; গ্রাম-ময়, চিনিবাসকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া বেড়ানই তাঁহার অদ্যকার কার্য্য। তিনি গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "কিসের গোল?—এত রাগের লক্ষণ কেন?"

তর্করত্ন বলিলেন, "এই দেখ, বাঁড়ুয্যে, সকলেই আমার উপর মারমুখী—আমি বল্‌চি, বিচার করে, চিনিবাসকে ফাঁসি দেও—"

বিধু। ঠিক্ কথা!—চিনিবাসের দোষ কি? গ্রামে আর একটা এমন ছোকরা জন্মালে গ্রামে আজ মিউনিসিপালিটী হতো!—তার অতি সাধু অন্তঃকরণ, অতি নিষ্পাপ শরীর; যাঁরা চিনিবাসের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিতেছেন, তাঁহাদিগকেই আমি জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা কি স্বচক্ষে কিছু দেখেছেন? (সম্মুখস্থ ব্যক্তির গায়ে হাত দিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি ঠিক বলো, উপরে চন্দ্রসূর্য্য, নীচে অগ্নি, নিজের চোখে তুমি কিছু দেখেচো কি না?"

সম্মুখস্থ ব্যক্তি একটু আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ ঠিক্ নিজের চোখে দেখি নাই বটে, কিন্তু যা শুনেছি, তাতে ঠিক্ বলেই বোধ হয়—"

বিধু। শোনা-কথা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না, আদালতে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। বিশেষ, একটী ভদ্রলোকের ছেলের নামে এমন কলঙ্ক কি শোনা-কথায় রটাতে আছে? চোখে দেখ,—ধর, তার পর পঁচিশ পয়জার মার, ঘাড় পেতে লইব।"—বলা বাহুল্য, সভাস্থ সকলেই শোনা-কথার উপর নির্ভর করিয়াই এতখানি আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। বিধু বাবুর সতেজ, স-সার কথা শুনিয়া সকলেই একটু নীরব হইলেন। সভাস্থ সকলের হার হয়-হয় দেখিয়া, এক জন বলিলেন,—"বাঁড়ুয্যে যা বলুক,—আমরা যা শুনেচি, তা দেখার চেয়ে বাড়া;—রায়মণি অমন ১৬৲ টাকা যোড়া শান্তিপুরে সাড়ী

পেলে কোথা?—পেড়েরই বা বাহার কি?—

বিধু বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আপনি বড় মূর্খ দেখিতেছি। কেন মিছা আপনারা পরের ছেলের উপর দোষ দেন? আপনি কি দোকানদারের খাতা দেখে এসেছেন, শান্তিপুরে কাপড় খানির দাম ঠিক্ ১৬৲ টাকা! আর যদি ১৬৲ টাকাই হয়, তা হলে কি রামমণি-চিনিবাসের ঘটনা অবশ্য-সম্ভব? আপনি কি রামমণির হস্তে চিনিবাসকে ঐ কাপড় অর্পণ করিতে দেখিয়াছেন? যদিই দেখিয়া থাকেন, তা হইলেই কি সুপ্রমাণ হইল, উভয়ের মধ্যে কোন অসৎ সম্বন্ধ আছে? তর্কের খাতিরে মনে করুন, আপনি স্বচক্ষে, সুস্থ অবস্থায়, দেখিয়াছেন, চিনিবাস, রামমণির কোমল করপদ্ম ধরিয়া, ঐ বস্ত্র অর্পণ করিয়াছেন। তাহা হইলেই কি বুঝিতে হইবে, চিনিবাসের অভিসন্ধি মন্দ? আপনিত এমনও মনে করিতে

পারেন, অনাথা বিধবা ভগিনীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া, দরিদ্রের দারিদ্র্যদুঃখ লাঘবের জন্য, উদারহৃদয় দানশৌণ্ড শ্রীযুক্ত চিনিবাস বাবু বহুমূল্যের শান্তিপুরে বস্ত্র রামমণিকে অর্পণ করিয়াছেন?”—সকলে হোহো হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“তাঁতির মেয়ে বামুনের ভগিনী কি হে?” সভা হইতে হঠাৎ শব্দ উত্থিত হইল;—“দূর্‌দূর্‌—বেরো, বেরো—ধর বাঁড়ুয্যেকে—বাঁড়ুয্যে তাঁতি।”—বাঁড়ুয্যে এক দিক্‌ দিয়া পলাইয়া গেল। গোলেমালে সভাভঙ্গ হইল।

এদিকে চিনিবাস, ধীর, গম্ভীর, নিশ্চিন্ত, সুস্থির,—কিছুতেই দৃকপাত নাই,—বুদ্ধিমানের ন্যায় কেবল আপনার কার্য্যোদ্ধারের জন্যই ব্যস্ত। যেন কল্য রাত্রে কিছু ঘটে নাই,—যেন মেঘ ডাকে নাই, ঝড় বহে নাই, বিদ্যুৎ চমকে নাই। চিনিবাস আপন মনে কেবল চাঁদা-আদায় কার্য্যে বিব্রত রহিয়াছেন। মহেশ মণ্ডল এবং চৌকীদারের তাড়নায় যাহারা

বাবুর কাছে পথকরের চাঁদা দিতে আসিতেছে, তাহাদিগকে বাবু অদ্য সমাদরপূর্ব্বক কাছে বসাইয়া বলিতেছেন, "এ গ্রামে মাতালের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে,—মদে মদে দেশ উৎসন্ন গেল; কাল রাত্রে, নিতাই তাঁতি মদখেয়ে এসে এখানে মাতলামি করেছিল। এ বিষয়ে আমি খোদ মাজিস্টর সাহেবকে চিঠি লিখ্‌ব। দেশের এরূপ দুর্গতি দেখিয়া কে, না কাঁদিয়া থাকিতে পারে? স্বদেশহিতৈষীদের উচিত, রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া মাদক-দ্রব্যের টেক্স. বৃদ্ধি করানো।"

এমন সময় ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতে আসিল। সে গান ধরিল;—

ললিত—তিওট।

ও কার রমণী সমরে নাচিছে।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে॥
তনু নব ধারা-ধর, রুধির-ধারা নিকর,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসিছে॥

বদন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি,
কালরূপে তম রাশি রাশি নাচিছে।
কহে কবি রামপ্রসাদে, কালিকা কমলপদে,
মুক্তিপদ হেতু যোগী হৃদে ভাবিছে॥

গান শুনিয়া বাবু, ভিখারীকে, জিজ্ঞাসিলেন,—"ভিখারী তোমার নাম কি?" ভিখারী বাবুর মধুর সম্ভাষণে গলিয়া গিয়া বলিল,—"আজ্ঞে, আমার নাম গৌরদাস। আপনার বাপ্-পিতেমোর খেয়ে আমরা মানুষ। এখন বয়স হয়েছে, সব দিন বেরিয়ে মায়ের নাম কত্তে পাই না—আপনি বারমাস কেষ্টনগরে থাকেন, কাজেই আপনার সাক্ষাৎ পাই না; তা মাঠাকুরাণ আমায় ছেলের মত ভাল বাসেন—"

চিনিবাস। বেশ, বেশ, তোমার কাছে আমার একটু আবশ্যক আছে—

গৌরদাস। যা আজ্ঞে কর্‌বেন, তাই কর্‌বো,—আপনাদের খেয়ে আমরা মানুষ।

চিনিবাস। দেখ, এ বড় শক্ত রাজনৈতিক কথা,—অতি গোপন কথা—এ কথা কাহাকেও ব্যক্ত করিও না।

গৌরদাস বাবুর কথা কিছু ভাল বুঝিতে না পারিয়া, ফ্যাল ফ্যাল চাহিয়া রহিল। চিনিবাস পুনরায় আরম্ভ করিলেন,—"আমার প্রথম কথা এই, তুমি ঐ কুরুচিপূর্ণ গান ত্যাগ কর—গানে রমণী, দিগম্বরী, এলোকেশী, এ সব কি? দেখ, তুমি প্রত্যহ প্রভাতে গৃহস্থের দ্বারে ঐ সকল নারীবিষয়িণী গান কর—ইহাতে স্ত্রীলোকের মন খারাপ হইতে পারে। বিশেষত রমণীহৃদয়ে কুরুচি-বিষ একবার প্রবেশ করিলে, তাহা সহজে বাহির হয় না। অতএব ওরূপ গান সর্ব্বতোভাবে দূষণীয়। বোধ হয়, এ জ্ঞান তোমার অবশ্যই আছে যে, রাস্তা ঘাটে অশ্লীল গান গাহিয়া বেড়াইলে, তোমাকে পুলিষে ধরিতে পারে।" গৌরদাস ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া, বলিল;—

—"আজ্ঞে,—আজ্ঞে,—আমি ত কিছু করি নাই—"

চিনিবাস। না, এখন তোমার কিছু ভয় নাই। এক্ষণে তোমার কাছে আমার একটী বিশেষ কার্য্য আছে। তোমার সাহায্য ব্যতীত, আমি সে দায় হইতে উদ্ধার পাইব না।—

গৌরদাস। আজ্ঞে, আমা হতে যা হবে, তাই তখনি কর্‌বো।

চিনিবাস। তোমার মত বার জন ভিখারী আমার আবশ্যক। সেই ভিখারীদের বেশ সতেজ সুমিষ্ট সুর হইবে।—

গৌর। ভিখারীর অভাব কি? দেশময়ই ভিখারী—১২ জন কেন, আপনি হুকুম করিলে, আমি কালই ৫০ জন ভিখারী এনে দিতে পারি।

চিনিবাস। তা নয়; ১২ জন বাছাই করে, উপযুক্ত ভিখারী এনে দিতে হবে—

গৌর। ভিখারীর আবার উপযুক্ত অনুপ-

যুক্ত কি? যারা খুব খোঁড়া কাণা, বুড়ো তাদিগে চাই কি?

চিনিবাস। না, না, না,—তুমি আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছ না—যারা খুব ভাল গান করিতে পারে, এবং যারা খুব শ্রমসহিষ্ণু এবং বলিষ্ঠ, এমন ভিখারী আমার আবশ্যক।

গৌর। (হাসিয়া) আজ্ঞে, ওরকম লোক, ভিক্ষে কর্‌বে কেন?

চিনিবাস। তুমি আমার উদ্দেশ্য বুঝিতেছ না;—খোঁজ খোঁজ, খুঁজ্‌লেই মিলিবে—

গৌর। আজ্ঞে, তাদিকে কি কর্‌তে হবে?

চিনিবাস। সে বড় বিষম কথা। এস, আমার খুব কাছে এসে বোস। কাণে কাণে বলিব।

গৌরদাস অগত্যা, সভয়ে চিনিবাসের কাছে গেল। চিনিবাস বলিতে আরম্ভ করিলেন;—

"আমার উদ্দেশ্য ভারত-উদ্ধার;—রাজ-

নৈতিক শিক্ষাদানে ভারতকে মাতোয়ারা করা। ভারত মাতাইতে ভিখারী যেমন উপযুক্ত হইবে, তেমন আর কেহই নহে। এখন তোমরা অশ্লীল গান গাহিয়া, মেয়ে ছেলে ভুলাইয়া, পয়সা রোজগার কর। তখন আর তাহা করিতে হইবে না। আমি প্রত্যেক ভিখারীকে ১০৲ টাকা হিসাবে মাহিনা দিব। তাহারা সহরে গিয়া প্রত্যহ প্রাতে লোকের দ্বারে দ্বারে রাজনৈতিক গান করিয়া বেড়াইবে। সেই রাজনৈতিক গানের তেজে পুলিষ শঙ্কিত হইবে, মাজিষ্টর ভয়ে কাঁপিবে, গবর্ণ্মেণ্ট বিপদে শ্রীমধুসূদন ডাক ছাড়িবে।”

গৌরদাস। আজ্ঞে, আমি আপনার কথা ভাল বুঝ্‌তে পার্‌তেছি না। ভিখারীরা, মোশাই! কি, গান করে বেড়াবে?

চিনিবাস। আ মূর্খ! বুঝিতেছ না, দেশের হিতার্থে আত্মপ্রাণ বলি দিব। দেশের ঘুমন্ত লোককে জাগাইয়া তুলিব—

গৌরদাস। আজ্ঞে, কারা ঘুমাচ্ছে, মোশাই ?

চিনিবাস। এমন পাগলকে লইয়া আমি কি করিব গা ? এই শোন,—ভারতবাসীকে উত্তেজিত করিতে হইবে—হৃদয়ে রাজনৈতিক বল-প্রয়োগ করিতে হইবে ; বুঝিতেছ ত ?

গৌরদাস বড়ই বিপদে পড়িল। ক্ষীণস্বরে, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, আজ্ঞে হাঁ,—আপনি বলুন, কি গান গাইতে হবে ?

চিনিবাস। প্রত্যেক ভিখারীকে এইরূপ রাজনৈতিক গান করিতে হইবে ;—

বাজ্‌রে সিঙ্গে বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে।
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে।
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
আরব্য মিশর পারস্য তুরকী,
তাতার তিব্বত অন্য কব কি।

চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!”

প্রকৃতই গৌরদাস গানের বিন্দুবিসর্গ বুঝিল না,—জিজ্ঞাসিল, “শুধুই ভারত ঘুমাচ্চে—ওকথাটা কি? আর সিঙ্গে বাজার কথাটাই বা কি? আমি মোশাই ওগান কর্‌তে পার্‌ব না। মায়ের নামের চেয়ে আর কিছু গান আছে কি?

চিনিবাস। দেখ তুমি বড়ই অশিক্ষিত; তুমি যদি আমার কথা না শুন, তা হলে, অশ্লীল গান কর বলিয়া তোমাকে পুলিষে ধরিয়ে দিব—তোমার ছয় মাস মেয়াদ হবে। তোমাকে কল্য আমার সঙ্গে অবশ্যই ২৫ জন ভিখারী লইয়া কৃষ্ণনগরে যেতেই হবে। সেখানে গিয়ে তোমাকে “বাজ্‌রে সিঙ্গে” গান ধরে ভিক্ষা করিতে হইবে।

গৌরদাস। (যোড় হাতে) আমায় ক্ষমা করুন, হুজুর, এ বয়সে আমি কারো মন্দ করি নাই,—আমি বোশাই ঐ সিদে বাজিয়ে গান কর্‌তে পারুব না—আপনার পায়ে পড়্‌ছি, আপনি ক্ষমা করুন।

চিনিবাস। দেখ, তুমি বড়ই বাড়াবাড়ি করিতেছ—তুমি যদি কাল আমার সঙ্গে না যাও, পুলিষ এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে—

গৌরদাস কাঁপিতে কাঁপিতে যোড়হাতে বলিল, "হা ঈশ্বর, হে মা শুভচণ্ডি—আমিত কারো তুপণ ধান চুরি করে খাই নাই,—আজ আমার এ দণ্ড কেন?—বাবু আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করুন,—আমি ছেলে পিলে ফেলে কেষ্ণ-নগর যেতে পার্‌বো না"—

ক্রমে গৌরদাসের ক্রন্দনের রোল উচ্চে উঠিতে লাগিল। এমন সময় দূর হইতে দেখা গেল, রামমণি চেঁচাইতে চেঁচাইতে

দৌড়িয়া আসিতেছে,—“ঐ যে, ভদ্র-মানুষের ছেলে, এই কি তোমাদের 'কাজ'?—তুমি কাল অবধি আমার নামে দোষ দিয়ে বেড়াচ্ছ।”

রামমণির সঙ্গে একটী পুরুষ এবং দুইটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকও আসিতেছে। চিনিবাস ব্যাপার দেখিয়া, অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে, যেন ভয়-ব্যাকুল হইয়া, ভিখারীকে বলিল,—“তুমি এখন শীঘ্র যাও—শীঘ্র যাও,—কাল এসে দেখা করো।” ভিখারী এই কথা শুনিয়া, তাড়াতাড়িতে ভিক্ষার ঝুলি ভুলিয়া ফেলিয়া, বেগে পলাইল। চিনিবাস ঘরে গিয়া, লেপ মুড়ি দিয়া, শুইয়া, নাক ডাকাইতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বসন্ত কাল। ফাল্গুন মাস। কৃষ্ণনগরীয় কোকিলকুল কলকণ্ঠে অশ্লীল গান করিতেছে। ঐ কুরুচিময় কুহুধ্বনিতে শিক্ষিত সভ্য নরনারীর অঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে। সুযোগ্য পুলিশ নাই কি, যে, কোকিলগুলাকে এ সময় হাজত দেয়? মিউনিসিপালিটীই বা কোথায়?—গোলন্দাজ আনাইয়া কোকিল-গুলাকেত গুলি করিয়া ফেলিলেই হয়! ওদিকে ভ্রমর ভ্রমরী ঠিক্ যেন গোপালেউড়ের টপ্পা আরম্ভ করিয়াছে। সরোবরে কমলদল ফুটিয়া উঠিয়া প্রফুল্লমুখে হাসিরাশি ছড়াইতেছে—উদ্যানে আম্রমুকুল, ফুটন্ত বকুল, সুগন্ধে মন মাতাইয়া তুলিয়াছে—তার উপর আবার মলয় অনিল ঝুর্‌ঝুর্ বহিতেছে।—এঃ—হলোকি?

আর যে বাঁচি না! দেশ যে রসাতলে গেল! লাম্বার্ট সাহেব কোথায়?

চিনিবাস এ ঘোর দুর্দ্দিনে, কৃষ্ণনগরে আসিয়া কেবল শান্তি-বারি ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন। চিনিবাস আর বালক নাই; প্রকৃত সংসারী, বিষয়ী। ছাত্রদের সহিত একত্রবাস ছাড়িয়া, নিজে এক বড় বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন। দ্বিতল গৃহ। উপরে একটা বড় হল, আর চারিটা কুঠারি। হলে বসিয়া রাজনীতি হয়; কুঠারিতে সমাজনীতি হয়। একটী কুঠারির দ্বারে লেখা আছে—"গোপনীয়-গৃহ, প্রবেশ নিষেধ।" বাড়ীভাড়া ৭৫৲ টাকা। ভাড়া শুনিয়াই সকলে অবাক্। চিরকাল যার ৪৫৲ টাকা ভাড়া ছিল, হঠাৎ ৭৫৲ টাকা হইল কেন? পাড়ার লোক আশ্চর্য্য হইল! ঐ বাটীর ঠিক্ পাশে একঘর হাল-আইনমত উন্নতিশীল "গৃহস্থের" বাটী। ঐ দুটা বাড়ী পরস্পর মাথামাথি। একটু শ্রম স্বীকার

করিলেই, ছাদে ছাদে পরস্পরের বাড়ী বেশ আসাযাওয়া যায়। সভ্যতার নিয়মমত, পাশের বাড়ীর রমণীগণ প্রভাতে, দ্বিপ্রহরে, বৈকালে, নিশীথে, ছাদে উঠিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। ঘোমটারূপ জেলখানায় মহিলাগণের মুখমণ্ডল কখন আবদ্ধ থাকে না। কোন নবীনার নব-নীল-নীরদ তুল্য আলুলায়িত কেশপাশ বসন্তবাতাসে ঝর্ ঝর্ উড়িতেছে; কাহারও কুণ্ডলীকৃত কুন্তলোপরি স্বর্ণগোলাপ ঝক্ ঝক্ ঝকিতেছে; কাহারও অধরপ্রান্তের মধুরহাসি মলয়ানিলের সঙ্গে মিশিয়া প্রতি-বেশী যুবকের অঙ্গে মিলাইতেছে; কাহারও বা কুরঙ্গ নয়নের কুটিল কটাক্ষে কোটী কোটী কাম বিমোহিত হইতেছে। সুতরাং চিনিবাসের বাটীর যে, ভাড়া হঠাৎ বৃদ্ধি হইবে, তৎ-পক্ষে আর সন্দেহ কি?

বাটীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিনিবাস নিজ পোষাকেরও পরিবর্ত্তন করিলেন। ধুতি

চাদর ছাড়িয়া চোগা, চাপকান, চসমা ধরি-লেন। শীঘ্র দাড়ীতে চুল উঠিবার জন্ম প্রত্যহ প্রাতে দাড়ী কামাইতে লাগিলেন। কিন্তু খোসা-মুখে পোড়া দাড়ী উঠিতে চাহে না। কেবল থুঁতিতে কয়েকগাছি চুল খোঁচ-খোঁচ ভাবে "যথা পূর্ব্বং তথাপরং" হইয়া রহিল।

রামমণির পর্ব্বাধ্যায় কিরূপে শেষ হইল, তাহা লোক-সাধারণ মধ্যে তাদৃশ প্রকাশ পাইল না। দুষ্ট লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল, চিনিবাস, নিতাই তাঁতিকে নগদ ১০০৲ টাকা দিয়া বিবাদ আপোষ নিষ্পত্ত করিয়া-ছেন। কেহ বলিল, "তা নয়, চিনিবাস রাম-মণিকে মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া দিতে স্বীকৃত হওয়ায়, রামমণি বিবাদে ক্ষান্ত দিয়াছে।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল,—"তোমাদের কোন কথাই ঠিক্ নহে, নিতাই তাঁতি, রামমণিকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে; রামমণি চিনিবাসের

সঙ্গে কৃষ্ণনগরে এসে আছে।” ফল কথা, গ্রামের লোক রামমণিকে ঘরের বাহির হইতে আর দেখিল না। ইহাতেই কেহ বলিল, “রামমণি দেশে নাই;” কেহ বলিল, “তাহাকে আর নিতাই তাঁতি বাড়ীর বার হইতে দেয় না।” বলা বাহুল্য, নিতাই, রামমণির দাদা।

আচ্ছা, চিনিবাসের চলে কিসে? এত বাবু-গিরি!—৭৫৲ টাকার ভাড়াটে বাড়ী, নিয়তই ঘণ্টা হিসাবে সেকেন-ক্লাস গাড়ী, ২৪ ঘণ্টা বুকের পকেটে সোণার চেন ঘড়ী, বাসায় চাকর চাক্‌রাণীর ছড়াছড়ি—চিনিবাসের খরচ-পত্র সঙ্কুলান হয় কিসে? আবার তিনি আজকাল বোল ধরিয়াছেন,—“নিজে একখানা জুড়ি না করিলে, আর চলে না; ভাড়াটে গাড়ীতে বড়ই সময় নষ্ট হয়—সময় অতি মুল্যবান—আমার সময়ের মূল্য, এক এক মিনিটে এক এক গিনি।” চিনিবাসের পৈতৃক বিষয়ের হদ্দমুদ্দ বার্ষিক আয় ৫০০ টাকার

অধিক নহে। আজকাল তাহারও বে-বন্দোবস্ত, ভাল আদায় পত্র হয় না। সেই বিষয়ের আয়ের উপর একটী পৈতৃক অতিথিশালা আছে। অতিথিশালাটী আজ শ্রীহীন,—চিনি-বাসের চক্ষুশূল,—লোক আসিয়া আর বড় আদর অভ্যর্থনা যত্ন পায় না! চিনিবাস যখন বাড়ী আসেন, তখনই মাকে বলেন, "অতিথিশালা মিছে রাখিবার আবশ্যক কি? আমি কালই উঠিয়ে দিব।" মা কাঁদে, পাড়াপড়শীরা বুঝায়—কাজেই হঠাৎ চিনিবাস অতিথিশালা উঠাইতে পারেন না। তাই লোকে ভাবে, এরূপ বড়মানুষী করিবার চিনিবাস টাকা পায় কোথা?

আঃ পাগল!—এটা আর বুঝনা,—যাঁর দেহ = রাজনীতি + সমাজনীতি, তাঁর আর অকিঞ্চিৎকর, পার্থিব অর্থের ভাবনা কি? বিধবাবিবাহ, স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, পতি-পরি-ত্যাগ, স্ত্রীব্যায়াম, মাদক নিবারণ, প্রজা, সিবিল-

সার্ব্বিস, খোলাভাটী, পথকর, ফৌজদারি বিচার, পুলিশ-অত্যাচার, ভারত-ভাণ্ডার—এতগুলি মহামহা বিষয় যাঁহার করতলগত, রৌপ্যমুদ্রা, তাঁর কি কখন এক তিলের জন্য ভাবনার কারণ হইতে পারে? ইহা ব্যতীত মায়ের কাছ-থেকে বার্ষিক অনেক টাকা উপরি রোজগার করাও আছে। চিনিবাসের বিশ্বাস, মায়ের কাছে যদি কিছু না থাকে, তবু অন্তত দশ হাজার টাকা আছে। তিনি সময়ে সময়ে মাতাকে ভয় দেখান, "মা, রাজনীতির আন্দোলন জন্য আমি শীঘ্রই বিলাত যাইব, আপনি অনুমতি দিন।" হাবা কালা বুড়ী মা-মাগী, এ কথা শুনে কেঁদেই আকুল হয়—"না বাছা, তোমার বিলাত যেয়ে কাজ নেই, তুমি আমার এক শ বছরের হয়ে ঘরে বসে থাক—তোমার অভাব কিসের?"

পুত্র। জননি! আপনি আমার বাক্যের অনুসরণ করিতে পারিতেছেন না; আমি

বিলাত গমন করিয়া ভারতের রাজনৈতিক উদ্ধার সাধন করিব।

মা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বাছা, বিলাত যেয়ে তোর রাজা হয়ে কাজ নাই,—

পুত্র। ছি ছি! রাজা হইবার কথা আমি বলি নাই—আমরা সাধারণতন্ত্র-প্রয়াসী—স্বাধীনতাভিখারী। সেই স্বাধীনতার খনি বিলাত যাইবার জন্য সকলেই আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। আপনি অনুমতি দিলেই হয়।

মা, এই কথা শুনিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। "বাপ! তোর বিলাত যেয়ে কাজ নাই—মাকে আর মারিস না—বাপ্! তুই বল্ তোর্ কিসের অভাব—তোর্ কত টাকা চাই?—তুই বার মাস ঘরে বসে পায়ের উপর পা দিয়ে থাক্,—আমি তোকে রাজার হালে রাখ্‌বো।

পুত্র। এই আজ আমার ৫০০৲ টাকা চাই—আপনি কোথা পাবেন?

মা। তা, আমি যেখানে পাই তোকে টাকা দিব, তোর বিলাত যেয়ে কাজ নেই!

এইরূপ নানা উপায়ে, নানা কৌশলে শ্রীচিনিবাস বৃদ্ধা মায়ের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া থাকেন।

এবার বাটী হইতে কৃষ্ণনগর আসিবার সময় চিনিবাসের হাতে প্রায় হাজার টাকা মজুদ ছিল। মাতার নিকট হইতে ৫২৫৲; পথ-করের টাকা আদায়ের তদ্বির জন্য চাঁদা-সংগ্রহ ৮৫৲; একজন দোকানদার চিনিবাসের নিকট গচ্ছিত রাখে ২৫০৲; একজন বৃদ্ধাব্রাহ্মণী কৃষ্ণনগর হইতে শাঁখা কিনিয়া পাঠাইবার জন্য দেয় ১৬৲; দীনু হালদার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর জন্য গোঁফহার গড়াইতে লুকাইয়া দেয় ১০০৲ টাকা। এই টাকাগুলি পাইয়া, প্রফুল্ল মনে চিনিবাস কৃষ্ণনগরে অবতীর্ণ হইলেন। অচিরে তিনি মাদকনিবারণী সভার সম্পা-

দকীয় পদ পাইলেন। নিজ বাসার নিম্নতলে স্ত্রী-বিদ্যালয় বসিল। দ্বিতলের হলে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার বয়স বাড়াইবার জন্য এক রাজনৈতিক সভা খুলিলেন। দ্বিতলের সেই "গোপনীয় গৃহে" বিধবাবিবাহের মজলিস্ শোভা করিল। ফাল্গুন মাস—শীত মিঠেকড়া বিলক্ষণ আছে—তথাচ সমস্ত ঘরে টানাপাখা চলিতেছে!—বরফ লেমোনেডের অভাব নাই।

চিনিবাস কৃষ্ণনগরে আসিয়াই প্রায় ৬০ খানি রেজষ্টরি পত্র এক সপ্তাহ মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী, শরৎসুন্দরী, শ্যামমোহিনী, ধনপৎ, লছমিপৎ, বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্রমোহন, ইন্দ্রচন্দ্র, শ্যামশঙ্কর, রামতনু লাহিড়ী, ইত্যাদি মহোদয়গণের নামীয় সেই পত্রনিচয় যথা-সময়ে পৌঁছিল। মহারাণী স্বর্ণময়ীর পত্রে এইরূপ ভাবে লেখা ছিল;—

"আপনার মত দানশীলা রমণী এ পৃথিবীতে আর নাই। বঙ্গদেশে এমন সদনুষ্ঠান নাই,

যাহাতে আপনার মান নাই। আমরা বঙ্গীয় ভগিনীগণের উন্নতির জন্য যে মহাব্রত ধারণ করিয়াছি, তাহা অনুষ্ঠান পত্রে দ্রষ্টব্য। দরিদ্র রমণীকুলকে আপনি সাহায্য না করিলে আর কে করিবে? স্ত্রী-বিদ্যালয় গৃহটী শীঘ্র নির্ম্মাণ হইবে। আপনার নিকট আমরা পাঁচ শত টাকার ভিখারী। কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা—৫০০৲ টাকা দিয়া, বঙ্গীয় মহিলামণ্ডলীর উন্নতি বিধান করুন। এ সম্বন্ধে স্থানীয় ডেপুটী বাবুর ও অধ্যাপকের পত্র এই সঙ্গে পাঠাইলাম। ইতি

শ্রীচিনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।”

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা চিনিবাসের অধিক চিন্তার বিষয় হইল—নিজ গ্রামের রাস্তা ঘাট। ১৫ দিন মধ্যে রোডশেস কমিটীতে তিন খানি দরখাস্ত করিলেন,—কিন্তু তথাচ টাকা পাইলেন না। রোডশেস কমিটীর সহকারি

সভাপতির গৃহে ঠিকাভাড়া গাড়ি করিয়া করিয়া প্রত্যহ যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। সহঃ-সভাপতি বলিলেন, "ফণ্ডে এবৎসর টাকা নাই। আমি কোথা হইতে দিব?" বিশেষ, আপনি অসময়ে দরখাস্ত করিয়াছেন।"

চিনিবাস। সে কি কথা? আপনি জানেন, আজ আমরা ৫ বৎসর কাল ক্রমান্বয়ে পথ-কর দিয়া আসিতেছি, এক কপর্দ্দকও পাই নাই। আপনি অবিচারে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না।

সহঃসভাপতি। আপনার, সময়ে দরখাস্ত করা উচিত ছিল। যাহোক, আমি চেষ্টা করিয়া এবার এক শত টাকা দেওয়াইব।

চিনিবাস। ৫০০৲ টাকার পাই পয়সা কম আমি ছাড়িব না। ও-টাকাত আপনার ঘরের ধন নয় যে, আপনি দিতে কুণ্ঠিত হবেন?

সহঃ-সভাপতি। আপনি কি মনে করেন

যে, আমি রোডশেসের টাকা লইয়া স্ত্রীর গহনা গড়াই? আচ্ছা, আমি কিছু জানি না,—সভাপতি মাজিষ্টরের কাছে আপনি দরখাস্ত করিয়াছেন, তিনি যা হুকুম দিবেন, তাই হবে,—

চিনিবাস। দেখুন, আমরা সুনীতির ও সুরুচির পক্ষপাতী। দেখিতেছি, আপনার জাতি-জ্ঞান কম। আর আপনাকে ক্ষমা করিতে পারি না। আমি এজন্য কল্য হইতে কৃষ্ণনগরে এরূপ রাজনৈতিক আগুন জ্বালাইব, যাহা সমুদায় খড়িয়া নদীর জলে নির্ব্বাপিত হইবে না।”

এই বলিয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া চিনিবাস, দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বাসায় আসিয়াই কালী, কলম, কাগজ সংগ্রহ করিয়া মনঃসংযোগ পূর্ব্বক, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার হৃদয় যেন দীপক-রাগে জ্বলিয়া উঠিল। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িতচ্ছন্দে চিনিবাস প্রবন্ধ ধরিলেন;—

"আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। কত-
কাল এ কাল-নিদ্রায় অভিভূত থাকিব? রাজ-
নৈতিক গগনে যেরূপ [illegible] ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন
হইয়াছে, তাহা ভাবিলে, কাহার না অন্ত-
রাত্মা বিশুষ্ক হইয়া যায়? ঐ দেখুন, করালা,
বিকটদশনা, লহলহরসনা, রাজনৈতিকী অমা-
নিশা, যেন ভারতমাতাকে গ্রাস করিতে আসি-
তেছে। যেরূপ মুহুর্মুহু ক্ষণপ্রভার আলোক
বিকশিত হইতেছে, প্রলয়-পবনের প্রবল বায়ু
বোঁ বোঁ শব্দে বহিতেছে, ঝঞ্ঝাবাতের ঝন্
ঝন্ শব্দে কর্ণ বধির করিতেছে, তাহাতে
আমার হৃদয়ে এই ধ্রুববিশ্বাস বদ্ধমূল হই-
য়াছে যে, ভারতজননীর গগনের রাজনৈতিক
দুর্দ্দিন সহজে নিবৃত্ত হইবে না! যে দিকে
দেখি, সেই দিকেই আঁধার, আঁধার আঁধার
—আরও আঁধার—ধূ ধূ ধূ—হূ হূ হূ!—এ
বিপদের কাণ্ডারী কে? ম্যাটসিনি কে?

"এ কি কম দুঃখের কথা—এ কি বলিবার

কথা—একি লিখিবার কথা—একি শুনিবার কথা—যে, প্রতি বৎসর যথানিয়মে,—শীত নাই, বর্ষা নাই—গ্রীষ্ম নাই—কড়ায় গণ্ডায় সুদশুদ্ধ পথকর দিয়া আসিলেও, আজ আমরা গ্রাম্য-রথ্যা সংস্কারের জন্য উপযুক্ত, পরিমিত, নায়্যানুগত, রজতমুদ্রা পাইলাম না। গবর্ণমেণ্টের যে কিরূপ নিষ্ঠুরতা, অবিমৃষ্যকারিতা, নির্বুদ্ধিতা তাহা একমুখে বর্ণন করা যায় না। সেই জঙ্গলময়, পাহাড়ময়, নদীময় রথ্যাসমূহের ঐকান্তিকী দুর্দ্দশা দর্শনে কোন্ পাষাণপ্রাণ পুরুষের হৃদয় গলিয়া দ্রব হইয়া না যায়? পথিপার্শ্বে এরূপ সুবৃহৎ অরণ্যাণী প্রস্তুত হইয়াছে যে, তথায় সহজে হস্তী, গণ্ডার, উষ্ট্র, ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণ স্বচ্ছন্দে লুকায়িত থাকিতে পারে। বড় বড় অজগর সরীসৃপ, কাল-ভৈরব কেউটে সর্প, মহাচক্রধারী গোখুরা সর্প—সেই গ্রাম্যপথে নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে। এই শোচনীয় অবস্থা কেহ

দেখে না, কেহ শুনে না, কেহ ভাবে না, কেহ মনোযোগ দেয় না। রাহুর করাল-কবলে কবলিত হইতে পূর্ণচন্দ্রকে দেখিয়াছি, ভীমগিরি-কাঞ্চন-গঙ্গাশৃঙ্গ বজ্রপাতে বিচূর্ণিত হইতে দেখিয়াছি, উত্তালতরঙ্গ-মালাবিভূষিত আটলাণ্টিক মহাসাগরে অর্ণবপোত নিমজ্জিত হইতে দেখিয়াছি,—কিন্তু গ্রাম্যপথের এরূপ দুর্দ্দশা কোথাও দেখি নাই! রামচন্দ্র এক বাণে সপ্ততাল ভেদ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুন একবাণে লক্ষ্যভেদ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এক চপেটাঘাতে চাণূর বধ করিয়াছিলেন,—কিন্তু আমাদের কি এমন বল নাই যে, এক বক্তৃতায় গ্রাম্যপথের জীর্ণ উদ্ধার করি। বিশেষতঃ আমি নিজ গ্রামে স্ত্রী-স্বাধীনতা দিবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছি; এমন কি, ইতিমধ্যে এক আধটী গ্রাম্যরমণী স্বাধীনতা পাইবার উপক্রম করিতেছেন। সেই উচ্চ-নীচ-বন্ধুর পথে রমণীগণ যখন স্বাধীনভাবে পদচালন করিয়া বেড়াইবেন,

তখন তাঁহাদের কোমল পদযুগলে যে মর্ম্ম-ব্যথা জন্মাইবে,—তাহার ড্যামেজ দিবে কে? যখন সেই পথিপার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলের খোঁচা লাগিয়া, রমণী-অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইবে,—যখন বন হইতে মত্ত মাতঙ্গ বহির্গত হইয়া, রমণী-দের সম্মুখে বৃংহিত ধ্বনি করিবে,—যখন নাগরাজ তক্ষক কুলাপাণা কাল-চক্র ধরিয়া রমণীদের পুরতোভাগে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করিবে,—তখন রমণীকুলকে রক্ষা করে কে? আবার যখন দুরন্ত দুর্দ্দিনে, পথ সকল পিচ্ছিল হইবে, কুটিল কর্দ্দমে কমনীয় কামিনীর কমল-পত্রবৎ কোমল পদাঙ্গুলী ডুবিয়া যাইবে, তখন তাঁহাদের বিপদেরর কাণ্ডারী কে? কৃষ্ণনগরের ভাইস্‌চেয়ারম্যান নিতান্ত স্বার্থপর, কৃতঘ্ন, অকৃতবিদ্য,—তাঁহারই অকৃতকার্য্যের দরুণ গ্রাম্য-রথ্যার এরূপ দুর্দ্দশা! আজই তাঁহাকে পদচ্যুত করা উচিত। তিনি পাষণ্ড, ভণ্ড, ষণ্ড, বকাণ্ড, গবাপণ্ড। তিনিই কৃষ্ণনগরের

অমঙ্গল ধূমকেতু স্বরূপ উদিত হইয়া, সমস্ত ছারখার করিতেছেন!—হা সর্ব্বজনহিতব্রত ফসেট! আজ তুমি কোথায়? হা, ভারতময়-জীবন ব্রাইট! আজ তুমি কোথায়? হা পরোপকারব্রতধারিণী কুমারী নাইটিঙ্গেল! তুমিই বা কোথায়? আর, সেই ভুবন-ভয়-বিনাশিনী, ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াই বা কোথায়? এ অসময়ে, গ্রাম্য-পথ বাঁধাইবার জন্য পার্লেমেণ্টে বক্তৃতা করিয়া আন্দোলন উপস্থাপিত করিবে কে? হায়! আমরা গেলাম, আমরা মরিলাম, আমরা ডুবিলাম, রসাতলে চলিলাম। হা বিধাত! ভারতের ভাগ্যে কি এই ছিল?”

সংবাদপত্রের জন্য এইরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া চিনিবাস নিম্নে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া, কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। এমন সময় বন্ধু-মনোমোহন আসিয়া উপস্থিত। চিনিবাস বলিলেন,—“আজ বড় শক্ত পরিশ্রম করি-

যাছি; প্রবন্ধ লিখিয়া আঙ্গুলে ব্যথা হইয়াছে,—চক্ষু জ্বলিতেছে, এক-কপ্ চা না খাইয়া তোমার সঙ্গে কথা কহিতে সমর্থ হইব না।"

মনমোহন। সে কি হে? চা খাবে কি?—চায়ে যে মাদকদ্রব্য আছে। উহা খাইলে নেসা হয়!

চিনিবাস। আমার বড় সর্দ্দি করিয়াছে—ঠিক্ যেন জ্বর হইয়াছে—আর এই হাড়ভাঙ্গা মেহনতের পর, নাড়ী বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায়, ডাক্তারি মতে, শুধু চা কেন, আমি ব্রাণ্ডি পর্য্যন্ত খাইতে পারি। ইহাতে কোনও দোষ নাই। তুমি কি মাদক-নিবারণী সভার নিয়মাবলী পড় নাই?

মনোমোহন। ইহা ত বড়ই সুনিয়ম। আমারও ভাই বড় মাথা ধরেছে। তবে আমার জন্যও একটু চা তৈয়ারি করিতে বল।

চিনিবাস। খুব বেশী মাথা ধরেছে কি?

—মস্তকীয় ধমনীতে এখন বেগে কি রক্ত প্রধাবিত হইতেছে?—

মনোমোহন। উঃ বড় বিষম মাথা ধরেছে! —আর বাঁচিনা—

চিনিবাস। তা হলে তোমার জন্য দুই আউন্স ব্রাণ্ডি বন্দোবস্ত করিতে পারি—

মনোমোহন বাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে অ্যাঁ ওঁ করিয়া বলিলেন, "এতে কোন দোষ হবে না ত? সভার নিয়ম ভঙ্গ হইবে না ত?

চিনিবাস। আরে পাগল!—তুমি কি স্বাস্থ্যতত্ত্ব পড় নাই? অসুস্থ শরীরে ঔষধ না পড়িলে যে, ব্যারাম বৃদ্ধি হইবে! শেষে তোমার প্রাণ নাশ হইতে পারে?—

মনমোহন। আচ্ছা, তবে ব্রাণ্ডি খাবো। সভার নিয়ম লঙ্ঘন না হইলেই হইল! ব্রাণ্ডি খাওয়া পাপ ব'লেত আমার কুসংস্কার নাই!—

তখন চিনিবাস বাবুর ইঙ্গিতমত ভৃত্য চা এবং ব্রাণ্ডি আনিয়া উপস্থিত করিল। মনোমোহন বাবু বলিলেন, "ভাই চিনিবাস! তুমিও একটু ব্রাণ্ডি ভক্ষণ কর—"

চিনিবাস। না, আমি এখনও অধিক বিষম রোগগ্রস্ত হই নাই, শরীর মন তত অবসন্ন হয় নাই।

মনোমোহন। তা'ত আমার সে বিশ্বাস নহে; আপনার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, মুখ দিয়া হাই উঠিতেছে, চোখ দুটা ছল ছল করিতেছে। আমা অপেক্ষাও আপনার অধিক রোগ দেখিতেছি। আপনার ত বি[illegible] জ্বর বোধ হইতেছে।

চিনিবাস। আচ্ছা তবে বগলে থারমমিটার দিয়ে দেখি, জ্বর হয়েছে কি না?

মনোমোহন। না না, বগলে দেওয়া হবে না—মুখের ভিতর দাও।

তৎক্ষণাৎ তাপমানযন্ত্র আনাইয়া মুখাভ্য-

স্তরে রক্ষিত হইল। উভয়েই পাঁচ মিনিটকাল ঠাঁয় নিস্তব্ধ। পাঁচ মিনিট পরে, চিনিবাস বাবু মুখ হইতে তাপমানযন্ত্র খুলিবার উপক্রম করিলেন। মনোমোহন বাবু বলিলেন, তা হবে না—আরও পাঁচ মিনিট রাখা চাই। এইরূপ দশ মিনিট কাল মুখ বুজিয়া, নীরব থাকিয়া, কসরত করিয়া চিনিবাস মুখ হইতে যন্ত্র খুলিলেন। উভয়ে তখন অনিমিষ লোচনে সেই থারমেটরের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখা গেল,—৯৯০৯ ডিগ্রি পারদ উঠিয়াছে। তখন নিশ্চয় জ্বর হইয়াছে বুঝিয়া, হাসি হাসি মুখে, আনন্দের সহিত, শুদ্ধ রোগ বিনাশের জন্য, উভয়ে ব্রাণ্ডি সুধা পান করিতে লাগিলেন। ক্রমে গৃহে আনন্দের লহরীলীলা বহিতে লাগিল।

মনোমোহন। ভাই! সেই অনাথিনী স্ত্রী-রত্নের বিধবাবিবাহের কি হইল?

চিনিবাস। সেই অবলা, সরলা, বিধবা বল্লীয়া বালার কথা ভাবিলে, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়,—সেই শ্রীশ্রীমতী রামমণি দেবীর পবিত্র, নির্ম্মল, সুচারু চরিত্র, আদর্শস্থানীয়! —কিন্তু সেই রমণীকুল-উজ্জ্বলকারিণীর উপযুক্ত পতি কৈ? কোন্ ভাগ্যবান পুরুষ তাঁহার কোমল করকমলে হস্ত অর্পণ করিতে সাহস করিবে? উত্তমরূপ ইংরেজী ও বাঙ্গালা শিখাই-বার জন্য তাঁহার শিক্ষয়িত্রীর বন্দোবস্ত করিয়াছি। তাঁহার কণ্ঠে যেন সরস্বতী বসিয়াছে। তিনি এক মাস মধ্যে প্রথম ভাগ শেষ করিয়া বোধোদয় ধরিয়াছেন। তাঁহার অনির্ব্বচনীয় মেধাশক্তি, সেই কলকণ্ঠের মনোমোহিনী মধুর ভাষা দেখিয়া, শুনিয়া, আমি মোহিত হইয়াছি। মনে হয়, ধরাধামে' যেন স্বয়ং তিলোত্তমা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। চল ভাই! সেই সর্ব্বগুণসমন্বিতা দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া স্বর্গসুখ লাভ করি।

চিনিবাসের কথা শেষ হইলে, উভয় চক্ষু চক্ষুমেধ্যে ফেলিয়া ভুলিয়া গাড়ী ধরিয়া শ্রীশ্রীমতী রাসমণি মন্দিরের দিকে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

না জাগিলে আর ভারত-কামিনী।
পোহায় না আর, এ দুখ যামিনী॥

বেলা ১১ টা। বৈশাখ মাসের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। বোঁ বোঁ শব্দে বায়ু বহিয়া, পথের ধুলা উড়িয়া, পথিকের চোখ, মুখ, নাক, চুল, ভূষিত হইতেছে। এমন সময় একজন প্রবীণ-বয়স্ক ব্রাহ্মণ, মাথায় গামছা ফেলিয়া, খালি পায়ে, কৃষ্ণনগরের চক্ দিয়া হন্ হন্ চলিতেছেন। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ; মুখে গম্ভীর ভাব; কথা নাই; চারিদিকে চাহিয়া দেখা নাই; ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া, দুর্ব্বসা ঋষির মত, বেগে চলিয়াছেন। এ রোদে ব্রাহ্মণ যায় কোথা? খড়িয়াতে স্নানে যাইতেছেন নাকি? নিমেষ মধ্যে তিনি

পুলিস থানার নিকট পৌঁছিলেন। একজন উকীল কাছারি যাইতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "ঘোষাল মহাশয়, যাচ্চেন কোথায়" ? ঘোষাল সে কথা শুনিতে পাইলেন না ; আপন মনে দ্রুতপদে যাইতেই লাগিলেন। উকীল পুনরায় একটু উচ্চরবে বলিলেন,—"ও ঘোষাল মোশাই, শুধুপায়ে, এ রোদে, কোথায় যাচ্চেন ?" ঘোষাল ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—নবীন বাবু ; গাড়ী থামাইয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন। তিনি তখন নবীন বাবুর কাছে গিয়া গাড়ী ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আরে মোশাই মাথামুণ্ড কি আর বল্‌বো,—ছেলেটা কাল থেকে কোথা বেরিয়েছে, আজও ঘরে আসে নাই, রাত্রে কোথা রৈল, কোথা খেলে, কিছুই জানি না ; শুন্‌লাম চিনিবাসের ঘরে ছোঁড়া রয়েছে—

নবীন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনিবাস কে বলুন দেখি ? তার নাম ত অনেকের মুখে শুন্‌চি।

কাল একটী ছোক্‌রা হ্যাটকোট পরে আমার বাসায় এসে চাঁদার খাতায় সই করাইয়া লইল। শুন্‌লাম—ইনিই চিনিবাস।

ঘোষাল। সেই ছোঁড়াইত দেশ জজালে; আপনারও চাঁদা দিতে আরম্ভ কল্লেন—তবে আর বলি কাকে?

নবীন। (হাসিয়া) কি করি বলুন, পাঁচ সাত জন লোক এসে ধল্লে, যোড়হাত করে বল্লে,—কাজেই ৫৲ টাকা দিতে হলো—

ঘোষাল। সই করেছেন বৈত নয়—টাকা ত আর দেন নাই—আমার দিব্য, আপনি খবরদার টাকা দিবেন না—ছোঁড়াটা দেশ মজালে—আমার ছেলেকে কাল থেকে ধরে রেখেছে, ছেড়ে দেয় নাই; একবার দেখা পেলে হয়,—দেখা পেলে কাণায়ের কাণ ছিঁড়ে দিব—দেওয়ালে নাক ঘস্‌ড়ে দিব।

রামকানাই ঘোষাল, ঐ ব্রাহ্মণের পুত্র। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজের সেকেণ্ড ক্লাসে পড়েন।

নবীন। চিনিবাসত বড় বদলোক দেখ্‌ছি—ঐটুকু ছেলে চোখ টিপে টিপে কথা কয়।—

ঘোষাল। আর শুনেছেন;—চিনিবাস কাল চাষাপাড়ায় চাঁদা আদয় কত্তে যেয়ে, বিধবা-বিবাহের বক্তৃতা করেছিল। তখন একজন মেছো-নীর মেয়ে দেখে চিনিবাস বলেছিলো, তোমার আমি বিধবা বিয়ে দিবো। সে মাগী চারি-ছেলের মা—৫০ বৎসর বয়স। তার বড় ছেলে, এ কথা শুনে চিনিবাসকে মারে আর কি? তার পর বাবুরা এসে ছাড়িয়ে দিলে।

নবীন। ছোঁড়া কে গো?—এবার চাঁদাটা হচ্চে কিসের?

ঘোষাল। তাই যদি না জানেন, তবে চাঁদার খাতায় সই কল্লেন কি বলে?—

নবীন বাবু আবার হাসিলেন,—"ভিক্ষুক, গৃহস্থের বাড়ী ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে, কি বলে ফেরাই?"

ঘোষাল। চিনেটাকে জব্দ করিবার উপায় কি?

নবীন। কাছারি থেকে এসে আমি সে উপায় বল্‌বো।—

নবীন বাবু এই কথা বলিয়া ওকালতী করিতে কাছারি গেলেন; ঘোষাল চিনিবাসের গৃহাভিখে দৌড়িলেন।

খড়িয়া নদীর ধারে চিনিবাসের বাসা। দ্বারে দ্বারবান। ঘোষাল যেমন বাড়ীর ভিতর ঢুকিবেন, অমনি দ্বারবান যাইতে নিষেধ করিয়া বলিল—"আপ্‌কো নাম কেয়া।" ঘোষাল মহাশয় তাহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া বলিলেন, "দূর ব্যাটা, থাম্, আমি কে, তুই জান্‌বি কি?"—এই বলিয়া তিনি গট্ গট্ দ্বিতলে উঠিয়া গেলেন। তথায় যাহা দেখিলেন, তাহা অপূর্ব্ব অনুভূত। সেই প্রকাণ্ড হলে পাঁচটী যুবতী মেয়ে যেন রণসাজে সজ্জিত হইয়া বসিয়া আছেন; তাঁহাদের মধ্যস্থলে চিনিবাস, এবং রামকানাই; ইহা ব্যতীত আরও দশবার জন পুরুষ পার্শ্বদেশে উপবিষ্ট;

চারিদিকে ধ্বজা পতাকা উড়িতেছে; একদল বাদক মধ্যে মধ্যে ফ্লুট বাজাইতেছে; একজন খানসামা অনবরত বরফ এবং লেমনেট যোগাইতেছে। টানাপাখা হু হু চলিতেছে।

ঘোষাল মহাশয়ের হলে প্রবেশমাত্র, রাম-কানাই আস্তে ব্যস্তে, যেন ঈষৎ ভীত হইয়া, চারিদিকে চাহিয়া সেই "গোপনীয়-গৃহে" গিয়া খিল দিলেন। পিতা দুড় দুড় শব্দে ঘরের দ্বার ঠেলিতে লাগিলেন।

এদিকে চিনিবাস মহাকোপান্বিত হইয়া, রূঢ়ভাবে বলিলেন,—"কে তুমি? অতি অসভ্য, বন্য-পশুবৎ এত উৎপাৎ করিতেছ?—তুমি কি রমণীর সম্মান জান না? দেখিতেছ না, পাঁচটী রমণী অদ্য অশ্বারোহণে ব্যায়াম বিদ্যার পরিচয় দিয়া, ভারত-উদ্ধারের বীজ অঙ্কুর করিবেন?—দূর হও!

ঘোষালও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"তোমরা মদ বেশ্যা নিয়ে আপন ঘরে বসে যা

ইচ্ছা তাই কর, তা'তে আপত্তি করি না,—গরীবের ছেলেটীকে ছেড়ে দাও।”

চিনিবাস। তুমি মুখ সাম্‌লে কথা কবে, নচেৎ এক মুষ্টাঘাতে তোমার নাসিকা ভগ্ন করিব—

ঘোষাল মহাশয় তখন চিনিবাসের কাণ ধরিয়া গালে এক চড় মারিলেন। চিনিবাস “বাপ্‌রে মারে, গেলাম, মোলাম” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রমণীগণ ভয়-বিহ্বলচিত্তে চেঁচাইয়া উঠিয়া পলায়নের উপক্রম করিলেন। পুরুষ বার জন, দ্রুতবেগে আসিয়া অতি বিনয়-নম্রভাবে ঘোষাল মহাশয়ের হাত ধরিয়া বলিলেন, “মহাশয় মাপ করুন! রামকাণাইকে আমরা এখনি ছেড়ে দিচ্ছি।” সকলের কথাক্রমে রামকাণাই খিল-খুলিবামাত্র পিতা তাহার হাত ধরিয়া, পিঠে বজ্রবৎ চারিটী চড় মারিয়া, কাণ মলিতে মলিতে ঘরে লইয়া গেলেন।

তখন চিন্নিবাস প্রকৃতিস্থ হইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“আমাদের এই দেশহিতৈষী কার্য্যে অনেক শত্রু আছে; অনেক বিপদ, অনেক অত্যাচার আমাদের উপর পড়িবে। দৈত্যকুল নিয়তই দেবতাদিগকে উত্যক্ত করিয়া থাকে। অতএব ভাই সকল এবং ভগিনীসমূহ! আপনারা এ বিপদে ভ্রুক্ষেপ করিবেন না। বুক পাতিয়া, মুখ পাতিয়া, ঘাড় পাতিয়া, বীরের ন্যায় আমরা সমস্ত উপদ্রবই সহ্য করিব। আর বিলম্ব করিও না,—১২টা বাজিয়াছে; এস আমরা কোম্পানীর বাগানে গিয়া ঘোড়-দৌড়ের বন্দোবস্ত করিগে।”

তখন ভারতের উন্নতি কামনায়, ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে, সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী করিয়া রমণী এবং পুরুষগণ কৃষ্ণনগরের কোম্পানীর বাগানে আসিয়া উপনীত হইলেন। অদ্য রামমণি প্রধানা নায়িকা। ভারি বিব্রত। তিনি

বড় ঘোড়ায় চড়িবেন। চিনিবাস বলিতেছেন, শ্রীমতী রামমণি দেবী নিশ্চয়ই ঘোড়দৌড়ে প্রথম প্রাইজ পাইবেন। বড় বড় পাঁচটী ঘোড়া আসিল। ৪টা বাজিয়া গেল। তখন চিনিবাস বাবু বলিলেন, "ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার বক্তৃতা হইবে।" এ দিকে ঘোড়-দৌড় আরম্ভ হইল, ওদিকে চিনিবাসের বক্তৃতাও চলিল!—"আহা! ভারতের আজ চরম উন্নতি! ঐ দেখুন বীর রমণীচয় কেমন সুন্দর শিক্ষা পাইয়া বেগে অশ্বচালনা করি-তেছেন। ঐ দেখুন, শ্রীলশ্রীযুক্তা রামমণি কেমন রঙ্গভঙ্গে আলুলায়িতকেশে, উন্নত-হৃদয়ে, অশ্বের লাগাম ধরিয়া, সভার শোভা-বৃদ্ধি করিতেছেন। যখন তিনি কোন বীরপুরুষের জায়া হইয়া, বীরসন্তান প্রসব করিবেন, তখন বুঝিব, ভারতমাতার উদ্ধার আসন্নপ্রায়। আজ চাঁদা আদায় সার্থক হইল। কিন্তু দুঃখ এই, এই রমণীকুলকে

কলিকাতা লইয়া যাইয়া গড়ের মাঠে শোভা দেখাইতে পারিলাম না। রামমণি! রামমণি! তুমি সাবাস বঙ্গ-রমণী। তোমার যোড়া নাই! রামায়ণে সীতা, মহাভারতে দ্রৌপদী, এবং কৃষ্ণনগরে রামমণি—এ তিন একই জিনিস। শক্তিরূপিণী রামমণিকে সঙ্গে পাইলে, পৃষ্ঠপোষকরূপে সহায় পাইলে, এই তরবারি-হস্তে আজই আমি ভারত-উদ্ধার করিতে পারি; অথবা তিনি যদি আমার সম্মুখে হাসি হাসি মুখে, পদ্মপলাশলোচনে ভঙ্গি করিতে করিতে আসিয়া দাঁড়ান,—তাহা হইলে, এই গোলাপফুল হস্তে আজই আমি হিন্দুসমাজ উদ্ধার করিতে পারি। রামমণি আদর্শ নায়িকা;—তাঁহাকে লইয়া হিন্দুসমাজ, এবং রাজনীতি, পিতৃকুল এবং মাতৃকুল, ইহলোক এবং পরলোক—এই তিন দিকেরই উদ্ধার পাওয়া যায়। অতএব রামমণিকে ঘোড়দৌড়ের প্রথম পুরস্কার স্বরূপ ৫০০৲

টাকা মূল্যের একছড়া মতির মালা গড়াইয়া দেওয়া উচিত।

"কিন্তু অহো! কি দুর্দৈব! কি দুর্দৈব! রামমণি, জগৎ আনন্দদায়িনী রামমণি, ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন—পড়ুন—ক্ষতি নাই কিন্তু ৫০০৲ টাকার মতির মালা তাঁহারই পাওনা।"—

রামমণির পতনে মহা গোলযোগ উঠিল। লোক সমস্ত চকিত ভীত হইল। চিনিবাসের বক্তৃতাও থামিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চিনিবাসের ঐশ্বর্য্যের সীমা রহিল না। তাঁহার ধন, মান, বল, শুক্লপক্ষের শশীকলার ন্যায়, দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ক্রমশ তিনি উত্তপ্ত তপনের ন্যায় কৃষ্ণনগর-গগনে ঝক্ঝক্ ঝকিতে লাগিলেন।

পঞ্চরমণীর ঘোড়-দৌড় বৃত্তান্ত, সেইদিনই রাত্রে তারযোগে কলিকাতার ইংলিসম্যান, ষ্টেট্‌সম্যান, এবং ডেলিনিউসে পাঠান হইল। হিন্দুপেট্রীয়ট, মিরর এবং অমৃতবাজারে বিবরণ-যুক্ত এক একখানি পত্র লিখিয়া, ডাকে পাঠান হইল। কলিকাতার লবঙ্গলতা নাম্নী একখানি বাঙ্গালাকাগজে, কৃষ্ণনগরস্থ বিশেষ-সংবাদ-দাতার এইরূপ পত্র প্রকাশিত হইল;—

"কৃষ্ণনগরে আজ যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম,

তাহা কখন ভুলিব না। রূপবতী, গুণবতী, বীর্য্যবতী শ্রীশ্রীমতী রামমণি দেবী যেরূপ অশ্বচালনায় শক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা জগতে অতুল। ভূমির দোষে, অশ্ববর পা পিছলিয়া পড়িয়া যাওয়ায়, রামমণি দেবী লাগাম ছাড়িয়া দিয়া, নিম্নমুখী এবং ঊর্দ্ধপদা হইয়া, ভূতলে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু এ কার্য্যে তাঁহার প্রতিভা এবং প্রত্যুৎ-পন্নমতিত্বেরই অতীব প্রশংসা করিতে হয়। দেবীর মস্তকে, মেরুদণ্ডে এবং কটী-প্রদেশে বিষম আঘাত লাগায়, তিনি ডাক্তার কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইতেছেন। সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে রামমণি অশ্বচালনায় প্রথম হইয়াছেন।

"এখানে আর একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্বদেশহিতৈষী, স্বদেশসংস্কারক, রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীল-শ্রীযুক্ত বাবু চিনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে, পরিশ্রমে, এবং উৎসাহে এ কার্য্য সুসম্পন্ন

হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের জনসাধারণ তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে দিবারাত্র ধন্য ধন্য করিতেছে। কিন্তু চিনিবাস মহোদয় এমনি উদারচেতা, যে, তিনি বলিতেছেন, আমাকে ধন্য ধন্য করা কেন?—আমি ত কেবল কর্ত্তব্যকর্ম্মই করিয়াছি মাত্র।

"যে পাঁচটী রমণী অশ্বচালনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ১ম রামমণি, ২য় বিমলা, ৩য় বিনোদিনী, ৪র্থ বামাসুন্দরী, ৫ম কমলা। কৃষ্ণনগরের জনসাধারণ আজকাল শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, ভোজনে, পানে, গানে, তানে, মানে অনুক্ষণ কেবল এই নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন;—

বিমলা কমলা বিন্দী বামী রামমণিস্তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং ভারত-দুঃখনাশনং॥

শ্রীহঃ—"

এই পত্র পাঠে কলিকাতর সাতটী উন্নতিশীল ব্যক্তি (অর্থৎ জনসাধারণ), এই

পঞ্চকন্যাকে দেখিয়া মন, প্রাণ, দেহ সুশীতল করিবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। লবঙ্গলতা পত্রিকার সম্পাদীয় স্তম্ভে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল ;—

"কলিকাতাবাসীগণ পঞ্চকন্যার মহিমা-সংকীর্ত্তন জন্য টাউনহলে, শীঘ্রই এক মহাসভা আহ্বান করিবেন। সেই সভায় শ্রীশ্রীমতী রামমণিদেবী উপস্থিত থাকিলে, জনসাধারণ বড়ই সৌভাগ্য বলিয়া মানিবে। অতএব দেবী যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক কলিকাতায় শুভপদার্পণ করিয়া কলিকাতাবাসীর প্রার্থনা পূরণ করেন, তাহা হইলে সমগ্র কলিকাতার লোক আনন্দ মহোৎসবে মাতিয়া উঠিয়া কেবল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিবে। আর একটী শুভ সংবাদ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। জনসাধারণ চাঁদা করিয়া, টাকা তুলিয়া, দেবীকে এক ছড়া হীরক হার উপঢৌকন দিবার জন্য স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। হামিল্টন কোম্পানীর

বড় সাহেবকে এষ্টিমিটের জন্ত পত্রও লেখা হইয়াছে।

"আর একটী কথা বলিব। আমাদের এ জাতীয়-উত্থানের সংবাদ, বিলাতের টাইমস্ পত্রিকায় তারযোগে পাঠাইলে হয় না? হদ্দ ৫০০৲ টাকা খরচবৈত নয়? "ভারত-উদ্ধার-ফণ্ড" হইতে এ সামান্ত টাকা দেওয়া যাইতে পারে না কি? জনসাধারণ অবশ্যই ভারতের হিতকর এরূপ প্রস্তাবের অনুমোদন করিবে!

"শেষ কথা, আমরা একান্ত মনে প্রার্থনা করি, সাধুহৃদয়, সরলচিত্ত, উন্নতমনা, সন্নীতি-পরায়ণ, পরোপকারময়-জীবন, শ্রীযুক্ত চিনিবাস বাবুর প্রতিমূর্ত্তি টাউনহলে রক্ষিত হউক।"

পর সপ্তাহের লবঙ্গলতা পত্রিকায় চিনি-বাস বাবুর স্বাক্ষরিত এইরূপ একখানি পত্র প্রকাশিত হইল ;—

"মনুষ্য অতি ক্ষুদ্র জীব। বানর হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি। আমি সেই ক্ষুদ্র জীবের

ক্ষুদ্রতম প্রাণী। সুতরাং আমার মূর্ত্তি রাখিয়া ফল কি? আমি নিতান্তই দুঃখিত হইব, যদি আমার প্রতিমূর্ত্তি টাউনহলে রক্ষিত হয়। আমি আজকাল নিষ্কাম-ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছি। পরোপকার-ধর্ম্মের ধ্বজা আমার ত্রিতল গৃহের ছাদে দিন-রাত পতপত শব্দে উড়িতেছে। ধন কড়ি সম্পত্তি, সম্মান গৌরবে আমার কিছু মাত্র স্পৃহা নাই। টাকাকে মাটির ঢিলবৎ মনে করি। সম্মানকে পদ্ম-পত্রের জলবৎ জ্ঞান করি। উচ্চ রাজপদকে কৃমিকীট অপেক্ষাও ঘৃণা করি। আমার বাসনা,—জটাবল্কল পরিধান করিয়া, অঙ্গে ভস্ম লেপন করিয়া, হস্তে চিমটা লইয়া, রামায়ণ-উপন্যাসের রামচন্দ্রের ন্যায়, চতুর্দ্দশ বৎসর ভারত-অরণ্যে ভ্রমণ করি! রামের সহিত ভগিনী সীতা বনে যান। আমার সঙ্গে ভগিনী রামমণি যাইতে পারেন। সুতরাং এ অবস্থায় আমার প্রতিমূর্ত্তি গড়িলে, আমার মনে বড়ই

কষ্ট হইবে। বিশেষত দেশের অনেক জন-
লোক আমার মূর্ত্তি দেখিয়া, মালা চন্দন দিয়া,
কুসুমরাশি একত্র করিয়া, দেবতাবৎ পূজা
করিতে পারে,—ইহাতে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয়
দেওয়া হয়। অতএব প্রতিমূর্ত্তি গঠনে আমার
বিশেষ আপত্তি আছে। যদি জনসাধারণের
প্রতিমূর্ত্তি গড়িবার বাসনা এতই বলবতী হইয়া
থাকে, তাহা হইলে সেই সুখহাসিনী, খঞ্জন-
গঞ্জননয়নী, ভুবনভুলানী—সেই রণরঙ্গিণী, বীর-
রমণী, আর্য্য-শোণিত-প্রবাহিত-ধমনী,—সেই
বিশ্বপ্রেমময়ী প্রসন্নময়ী রামমণি ধনীর মূর্ত্তি-
খানি গড়িলেইত হয়! কোন্ পাষণ্ড, কোন্
নীচমনা ব্যক্তি এ প্রস্তাবের অনুমোদন না
করিবে? তবে লোকের মনে কষ্ট দেওয়া
আমার ধর্ম্ম নহে। আপনারা যদি নিতান্তই
ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হন, তাহা হইলে রামমণি-
পার্শ্বে আমার ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটুকুও রাখিতে পারেন।
কিন্তু ইহাতেও আমি রাজী নহি,—কেবল

আপনাদের কষ্ট হইবে বলিয়া মত দিতে বাধ্য হইলাম।

"আপনারা জানেন, নিষ্কাম ধর্ম্মের ব্রত বড় গুরুতর। একটু পদস্খলন হইলেই মহা-পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইতে হইবে। আমার কত স্বার্থত্যাগ দেখুন। নিষ্কাম-ধর্ম্মের প্রসর বৃদ্ধির জন্য আমাকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিতে হইয়াছে। তারপর, নিজ অর্থে হোমিওপ্যাথি ঔষধ কিনিয়া, তাহা আমাকে প্রায়ই বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইতেছে। অর্থব্যয়, অথবা চিকিৎসা-বিদ্যা-লাভের জন্য পরিশ্রম-ব্যয় ধরি না,—কিন্তু ইহাতে যে আমার মূল্যবানীয় সময় নষ্ট হয়, ইহার জন্যই আমি কাতর। সাধারণত রমণী-কুলকে আমি বিনামূল্যে চিকিৎসা করিয়া থাকি; বিশেষত সেই অনাথা, সেই যৌবন-জ্বালায় বিব্রতা, বিধবা রমণী পাইলে, নিজ-পকেট হইতে তাঁহার পথ্যের খরচও দিয়া

থাকি। বেদানারস, ইক্ষুরস, লেবুরস, প্রভৃতি রস নিজের স্বহস্তে তৈয়ারি করিয়া, তাঁহাদের মুখ-কমলে তুলিয়া দি। অধিক গরম হইয়াছে বুঝিলে শ্রীমতীদের কপালে, কপোলে, শ্রীকণ্ঠে, গ্রীবায়, উত্তমাঙ্গে স্বহস্তে বরফ লেপন করি। কেবল নিষ্কামধর্ম্মের খাতিরে আমি এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকি। দিন নাই, রাত্রি নাই—বিধবার পীড়ার সংবাদ পাইলেই আমি ছুটিয়া যাই। মনে করুন, দিবসের এবং প্রথম রাত্রির কর্ম্ম-অবসানে, আমি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইতেছি; গভীর নিশীথকাল উপস্থিত,—নিশাসতী ৩টা বাজাইয়াছেন; শুনিলাম, কর্ণপটাহে শব্দ আসিল, বিধবাবালা পীড়ায় আইঢাই করিতেছেন। আমার আর বিশ্রাম নাই; শয্যা হইতে উঠিয়া একছুটে, দ্রুতপদে একাকী চুপে চুপে চলিয়া গেলাম। এত পরিশ্রমে, শরীর আর ক দিন টিকিবে? তবে স্ত্রীলোক নিতান্ত শিশু অথবা বৃদ্ধ

হইতে, অৰ্দ্ধমূল্যের ব্যবস্থা করিয়াছি; কারণ সর্ব্বস্ত্রীলোককে সমভাবে দেখিবার আমার সময় কৈ? কিন্তু উঁহাদিগকে দেখিয়া যে টাকা পাই, তাহা বিধবাদের জন্যই ব্যয় করি। আর, আমার আবাস-ভবনের নিম্নতলে যে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ছাত্রীগণের চিকিৎসাতেই আমার দিবসের প্রায় ৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। শ্রীমতী বিনোদিনী, অষ্টপরীক্ষায় তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছেন; তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধানা বালিকা; প্রায় প্রত্যহ দিবা দ্বিপ্র-হরে তাঁহার ফিট্ হয়—হঠাৎ কেমন যে তিনি মূর্চ্ছা যান, তাহা আর কিছুতেই আরাম হয় না। সুতরাং তাঁহাকে দ্বিতলে সেই গোপ-নীয়-গৃহে আনাইয়া প্রত্যহ একঘণ্টাকাল চিকিৎসা করিতে হয়। তাঁহার আরোগ্য সমাধান না হইতে হইতেই কুসুমের মূর্চ্ছা হয়; খানিক চিকিৎসায় কুসুম সংজ্ঞালাভ

করিলে, বামাসুন্দরী রোগাক্রান্তা হয়েন। তাঁহা-
কেও মহোৎসব প্রদান করিতে হয়। সময়ে
সময়ে বিপদও ঘটে। একেবারে তিন চারিটী
রমণী রোগাক্রান্তা হইলে, আমি একাকী বিব্রত
হইয়া পড়ি। সেই জন্য রামকানাই, বিধু-
ভূষণ প্রভৃতি শিক্ষানবীশগণের সাহায্যও লইতে
হয়। এখন বুঝুন; আমার পরিশ্রম কত,
অধ্যবসায় কত, এবং ত্যাগস্বীকারই বা কত।
নিষ্কামধর্ম্ম এমনি মহিমাময়। অবশেষে সন্ধ্যার
পর, রামমণিদেবীর প্রাত্যহিক পাঠের
পরীক্ষা লইতে যাইতে হয়। দেবীকে পূর্ণ-
মাত্রায় শিক্ষিতা করিবার জন্য ৫০৲ টাকা
বেতনে একজন বিবি শিক্ষয়িত্রী রাখিয়াছি।
বিবি দিবসে কিরূপ পাঠ পড়াইয়া গেলেন,
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা বুঝিবার জন্য, দেবীগৃহে
রাত্রি প্রায় দশটা অবধি থাকিতে হয়। সাধে
বলি, আমার সময় কৈ? আমার মূর্ত্তি
গড়িবার পূর্ব্বে, কারিকরকে অবশ্যই আমার

চেহারা একদিন দেখিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমার অবসর কৈ? তবে নিষ্কামধর্ম্মের জন্য সমস্তই সম্ভবে। আপনারা কারিকরকে শীঘ্রই কৃষ্ণ-নগর পাঠাইবেন,—সাধারণের উপকার জন্য এক মিনিটের জন্য আমার এবং রামমণির মূর্ত্তি তাহাকে দেখাইতে পারি।

"জনসাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তি জন্য আপাতত স্বভাব সুন্দরী, আর্য্য-কুলাবতংসিনী রামমণি দেবীর একখানি ফটো পাঠাই; দেখিবেন এবং দেখাইবেন।"

স্বভাব-সুন্দরী রামমণি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার ঐ সাতজন ব্যক্তি—অর্থাৎ জনসাধারণ, চিনিবাস-মহোৎসবে মাতিয়া উঠিলেন। টাউনহলে বিরাট-সভার আয়োজন হইতে লাগিল। নানা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল। চাঁদার খাতা লইয়া "দুইজন-জনসাধারণ" দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন। চিনিবাস এবং রামমণিমূর্ত্তি গড়িবার জন্য উপযুক্ত কারিকর-অন্বেষণ-কার্য্য চলিল। কলিকাতার কুলললনাগণ অর্থাৎ পাঁচটী 'উন্নতিশীলা' স্ত্রীমূর্ত্তি, কুসুমগুচ্ছ লইয়া কারুকার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। চিনিবাস এবং রামমণি, শেয়ালদহের ষ্টেশনে নামিলেই, ললনাগণ রামমণির হস্তে ফুলের তোড়া উপহার দিয়া, চিনিবাসের গলায় মালা দিবেন, ইহারই সুযুক্তি হইতে লাগিল।

সব্‌কমিটীতে পরামর্শ হইল, চিনিবাস এবং রামমণি,—প্রকৃতি এবং পুরুষ—ঘোড়গাড়ীতে চাপিলে, শেয়ালদহ হইতে তাহা বালকগণ দ্বারা টানান উচিত। "একজন-জনসাধারণ" ১১টী গ্রাজুয়েট ভাড়া করিতে বাহির হইলেন;—তাঁহারা স্বাধীনতার ধ্বজা ধরিয়া, ঘোড়গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চলিবেন।

ওদিকে চিনিবাসের প্রভাবে কৃষ্ণনগর প্রকম্পিত হইল। সেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়-রাজধানী, আজ চিনিবাসের লীলাভূমি। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী আজ হীনপ্রভ, চিনিবাস দ্বাদশসূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান।

ক্রমে কৃষ্ণনগরে চাকরাণী মেলা ভার হইল। ঘরে ঝী টিকে না। অনেক ঝী, বই হাতে করিয়া, চিনিবাসের স্কুলে পড়িতে যাইতে আরম্ভ করিল। ২৪ বৎসরের কম-বয়স্কা, ঝী দেখিলেই চিনিবাস সিংহবিক্রমে তাহার নিকট

উপস্থিত হইয়া বলেন,—"তোমার আর ভয় নাই; আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি দানে তোমার শারীরিক দুঃখ দূর করিব। এস আমার সঙ্গে; খরচ দিয়া তোমাকে স্কুলে পড়াইব।"

রামকানাই আবার হারাইয়া গেল। ৫ দিন তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ঘোষাল মহাশয় আবার পুত্র-অন্বেষণে বহির্গত। কিন্তু এবার চিনিবাসের গৃহে তিনি ঢুকিতে পাইলেন না। চিনিবাস শান্তিরক্ষার দরখাস্ত করিয়া, দুইজন কনষ্টেবল দ্বারে বসাইয়াছেন। ইহা ব্যতীত, চারিজন পাঠান দ্বারবান, দ্বারদেশ আগুলিতেছে। হঠাৎ শুনা গেল, ধনঞ্জয় বাচস্পতির পুত্র দুইদিন নিরুদ্দেশ হইয়াছে। বৃদ্ধা বিধু ব্রাহ্মণীর পৌত্র কৃষ্ণনগর কলেজের এলে ক্লাসে পড়ে; বুড়ী বহুকষ্টে তাহাকে মানুষ করিয়াছিল। গতরাত্রে সে, বুড়ীর সিন্দুক ভাঙ্গিয়া,

কয়েকটী মোহর লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আবার একি দেখি? উকীল নবীন দাস বাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে, সঙ্গে লোকজন লইয়া, কোথায় ছুটিয়াছেন? নবীন বাবুর চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ জল পড়িতেছে!

ঘোষাল। একি, একি!—

নবীন বাবুর চক্ষুদিয়া প্রবলবেগে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—"মাথা মুণ্ড কি আর বল্‌বো?—আমার মেয়েটীকে পরশু রাত্রি থেকে আর দেখ্‌তে পাচ্চিনা,— তার মা আজ দুদিন কিছু খায় নাই, কেবল শুয়ে শুয়ে কাঁদ্‌চে—

ঘোষাল। বলেন কি মোশাই? এ সর্ব্ব-নাশ কে কল্লে?—আমার রামকানাইকে পাঁচ দিন দেখিতে পাই নাই।—

ঘোষালের ক্রন্দন।

নবীনদাসের কন্যার নাম কল্যাণী। কল্যাণী বিধবা, বয়স ১৮ বৎসর।

বিধু ব্রাহ্মণী অতি দরিদ্রা। তার পুত্রের অল্প বয়সেই সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। ব্রাহ্মণী তুলা পিঁজিয়া, কাট্না কাটিয়া, নাতিটীকে মানুষ করে। কৃষ্ণনগরে একজন বিষয়াপন্ন ব্যক্তি, ঐ নাতিটীর মাহিনা দিয়া স্কুলে পড়ান। বহু বৎসরে এণ্ট্রেন্স পাস হইয়া, নাতি ক্রমে ফার্ষ্টআর্ট আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণী, জীবনের একমাত্র অবলম্বন নাতিকে না দেখিয়া, ঠিক পাগলিনী হইয়া, পথে পথে ফিরিতেছেন। ঝাঁকড়-মাকড় চুল, কালো কাপড়, আধখানা গা খোলা—ব্রাহ্মণী যেন উন্মাদ হইয়া নবীন বাবুকে জিজ্ঞাসিলেন, "অ বাছা! আমার রামধনকে দেখেছো?" নবীন বাবু উত্তর দিতে না দিতেই ব্রাহ্মণী আপন মনে চেঁচাইতে লাগিল, "রামধন! ওরে রামধন! কোথা গেলিরে তুই? বাছা! তোর কাল অবধি ভাতবাড়া আছে, একবার এসে খেয়ে যা"। একজন ঘোড়ার ঘেসেড়াকে

দেখিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন, "তুই আমার প্রাণধন কোথা, বলে দে—"

নবীন বাবু স্থির করিলেন, স্ত্রীলোকটী পাগল। এমন সময় ধনঞ্জয় বাচস্পতি ক্রোধে থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া নবীন বাবুকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনারা ত উকীল; এর একটা বিচার করুন; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলেকে, চিনিবাস, পেঁয়াজ রশুণ খাওয়াবে,—আর নাম উচ্চারণ করিব না;—এই সমস্ত খাওয়াইয়া যে, জাতকুল সব নষ্ট করবে,—এ আর সহিতে পারিব না। এইমাত্র দেওয়ানজীকে বলে এলাম, এর যদি আপনারা সুবিচার না করেন, তা হলে আমি ব্রহ্মহত্যা হবো। শুনিলাম, দুর্বৃত্ত ছেলেটা আজ দু দিন মদ খেয়ে চিনিবাসের ঘরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে; কাল তাকে ডাকতে গেলাম, চিনেটা মুসলমান দিয়ে আমায় অপমান কল্লে; চারিটে নেড়ে আমার

মুখময় থুথু দিয়ে আমার পিঠে কীল মারি জুতা বর্ষণ করে। এই দেখুন,—আমার পিঠ ফুলে আছে—আপনারা থাকতে আমাদের এই অপমান!”

ব্রাহ্মণের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। চোখ দিয়া দু এক ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল।

অদূরে অশ্ব-ক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। পথের ধূলা উড়িল। রাজপথ লোক-কোলাহলে পূর্ণ হইল। নিমেষ মধ্যে দেখা গেল, রক্তমুখ পুলিষ-সাহেব, অশ্বারোহণে আসিতেছেন; তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুলিষ-ইন্‌স্পেক্টর, চিনিবাস এবং রমণী বিনোদিনী,—ইহাঁরা প্রত্যেকেই অশ্বে চড়িয়া, তালে তালে চলিয়াছেন। আর ১৬ জন কনষ্টেবল প্রাণপণে দৌড়িয়া এই চারি মূর্ত্তির অনুসরণ করিতেছে। তখন চিনিবাস, ধনঞ্জয় বাচস্পতিকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন, “ঐ পলায়, ঐ পলায়—কাল ঐ ব্যক্তিই আমার গৃহে অন-

খিকায় প্রবেশপূর্ব্বক ডাকাতি করিয়া, আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে—সাহেব, ধরুন, ধরুন, ঐ পলায়।”

ক্ষুধিত ব্যাঘ্র দুর্ব্বল মেষশাবকে ধরিল। ভয়ে ধনঞ্জয়ের কথা কহিবার শক্তি রহিল না;—একেবারে দুই হাত, দুই পা দৃঢ়রূপে বাঁধা হইল। চারি জন কনষ্টেবল তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। ধনঞ্জয় সংজ্ঞাহীন। নবীন বাবু হতভম্ব;—তিনি পুলিষ-সাহেবকে একবার ইংরেজীতে বলিয়াছিলেন,—“নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে শুধু শুধু হঠাৎ ধরেন কেন?” তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার চাবুক সজোরে নবীন বাবুর পৃষ্ঠে পতিত হইল।

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ইত্যবসরে সাহেবকে বলিল;—“হেঁগা সাহেব, আমার রামধনকে এনে দাও না—কাল অবধি আমার রামধন কিছু খায় নাই!—”

সাহেব, সে কথা শুনিল না, বুঝিল না;

আপন মনে, বিনোদিনীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ধীর কদমে ঘোড়া ছুটাইল। কিন্তু সে কথা চিনিবাসের কাণে গেল। তিনি ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রে দুষ্টচরিত্রে! অঙ্গ-আবরণবিহীনে!—সুতরাং রাজপথে কুরুচি-কারিণী-রমণি! তুই অস্বাভাবিকরূপে আমাদের গতির প্রতিরোধ করিতেছিস! অতএব এই চাবুকই তোর উপযুক্ত দণ্ড—"

এই বলিয়া উদারহৃদয় চিনিবাস বাবু, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর পৃষ্ঠে, মুখে, বুকে সজোরে তিন চাবুক বসাইয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া, দ্রুত-অশ্বারোহণে তৎক্ষণাৎ পুলিষ-সাহেবের নিকট পৌঁছিয়া, সদালাপ আরম্ভ করিলেন।

সেই দারুণ কশাঘাতে ক্ষীণা, দীনা, ছিন্নভিন্নবসনা, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকন্যা ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার পিঠ ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রভাত কাল। কৃষ্ণনগরে হাহাকার। কিন্তু চিনিবাসের আবাসভূমি নীরব, স্থির, গম্ভীর। কেবল শ্রীদাম মুচি একটী ঢোল ঘাড়ে করিয়া, উঠানের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান। শ্রীদামের বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক নহে। কিন্তু ম্যালেরিয়া এবং দুর্ভিক্ষ,—এ উভয় রসে তাহার মনপ্রাণ সুশীতল হওয়ায়, শ্রীদামের বয়ক্রমটা ৫৫ হইতে ৬০টের মধ্যস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংসারে এমনও লোক আছেন, যাঁহারা চুলে ঔষধ দিয়া চুল পাকাইয়া, প্রবীণ সাজিতে চাহেন; এ পণ্ডশ্রম বৃথা। তাঁদের উচিত, শ্রীদামের কাছে গিয়া প্রবীণত্বের ঔষধ চাহিয়া লওয়া। তাঁরা যদি ছয় মাস কাল, শ্রীদামের শিষ্যগিরি

স্বীকার করেন, তাহা হইলে, সে একবারে বুড়ো করে ছেড়ে দিতে পারে।

ক্রমে রোদ উঠিল। সাতটা বাজিয়া গেল। শ্রীদাম ভাবিতে লাগিল, বাবু ভোরে আসিতে বলেছিলেন, কিন্তু এখনও বাবুর দেখা পাইলাম না কেন? ভগবান কি আমার অদৃষ্টে আজ এক মুঠা অন্ন মাপান নাই? ছেলে পিলে খাবে কি?

এমন সময় একজন নবীন নধর খানসামা চোক কচলাইতে কচলাইতে, হাই তুলিতে তুলিতে, বাম হস্তের দ্বারা নিশাভগ্ন চেরাসিঁথি কাটিতে কাটিতে, উপরতল হইতে নীচে নামিল। খানসামার রংটী মেটে মেটে; পরিধান মিহি কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে রঙ্গীন কতুয়া, পায়ে চটীজুতা। সে আসিয়াই একটী ফুটন্ত গোলাপ ছিঁড়িয়া নিজ বুক-পকেটে রাখিল। শ্রীদাম ইহাকে দেখিয়া খান্‌সামা, কি বাবু, কিছুই স্থির

করিতে পারিল না; ভাবিল, বাবুর ছোট ভাই হইবেন। তখন সে যোড়হাতে খানসামাকে বলিল, "হুজুর! বড়বাবু কখন উঠ্‌বেন। কাল সন্ধ্যার পর দুবার আমাকে তিনি ডেকেছিলেন। ছোট বাবু! আপনাদের দোয়ার থেকে দুমুঠা না নিয়ে গেলে, আমাদের চলে কিসে?"

বাস্তবিক মানিক খানসামা এ কথায় বড়ই প্রীত হইল; তাহার চেহারা প্রকৃতই বাবুবৎ ভাবিয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া মানিল। মানিক বলিল "একটু থাম, বাবু কাল অনেক রাত্রে শুয়েছিলেন, তাই উঠিতে বেলা হয়েছে।"

শ্রীদাম। কাজকর্ম্মের বাড়ী, শুতে রাত্রি হবে বৈ কি? লক্ষ্মীর ছিরি থাক্‌লেই দশজনের পাত পড়ে! আমার ছেলেপিলে শুন্‌তে পেলে, রাত্রে এসে পাতকুড়িয়ে নিয়ে যেতো।

মানিক। ভোজ নয় হে বাপু—কাল রাত্রি ছুটা পর্য্যন্ত সভায় বক্তৃতা হয়েছিল—

শ্রীদাম। (যোড়হাতে) আজ্ঞে; তা হবে বৈ কি? কাজের বাড়ীতে বকাবকি হবে বৈ কি? তা, আমার ছেলেরা এসে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকিবে! যেমন ব্রাহ্মণভোজন শেষ হবে, অমনি পাতকুড়িয়ে নিয়ে জায়গা পরিষ্কার করে দেবে; তারা কোন গোলমাল, বকাবকি করবে না—

এমন সময় স্বয়ং বাবু দ্রুতপদে নীচে নামিলেন। তাঁহার পরণে ঢিলে ইজার, অঙ্গে কামিজ, পায়ে এষ্টাকিন। বাবুর জুতার শব্দ কাণে প্রবেশমাত্র খানসামা দৌড়িল। মাণিকের ভয় হইল, পাছে আমি বাবুর সাক্ষাতে মুচির নিকট ধরা পড়ি। খানসামার হঠাৎ সবেগ-দৌড়ন দেখিয়া, মুচি খানিক ফ্যাল ফ্যাল চাহিয়া রহিল; প্রণামটা নিষ্ফল যায় ভাবিয়া

শেষে সে চেঁচাইতে আরম্ভ করিল,—"ছোটবাবু প্রণাম হই, ছোট বাবু প্রণাম হই।"

মাণিক এই বাক্যে মহা বিরক্ত হইয়া, বড়ই কাতর হইয়া, মনে মনে বলিল,—"শ্যালার মুচিকে আর বাড়ী ঢুকিতে দিব না—এবারে এলেই লেঠিয়ে তার পা ভেঙ্গে ফেলবো—"

এত চেঁচাচেঁচিতেও খানসামা মুখ ফিরাইয়া প্রণাম গ্রহণ করিল না দেখিয়া, শ্রীদাম আবার বিকট ধ্বনিতে বলিল,—"ছোট বাবু মোশাই! অ-ছোট বাবু মোশাই! প্রণাম হই।"

খানসামা "কি—মুস্কিল, কি বিপদ" ভাবিতে ভাবিতে একেবারে তেতোলার ছাদে গিয়া লুকাইয়া বসিয়া রহিল। মুচির সেই চাঁচাছোলা মোটা বাজখেঁয়ে সুর অনেকের কর্ণে ধ্বনিত হইল। দ্বিতলের সেই গোপনীয়-গৃহের গবাক্ষ হইতে মুখ বাহির করিয়া একটী বিবিধ ভূষায় ভূষিতা, রমণী মুচিকে তখন

অনিমিষ লোচনে হেরিতে লাগিলেন। যেন বিদ্যাসুন্দরের ভাবে চিনিবাসের আবাস-ভূমি বিহ্বল হইয়া উঠিল ;—

অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ॥
বিপরীত বিপরীত উপমা কি দিব।
ঊর্দ্ধে কুমদিনী হেঁটে কুমুদবান্ধব॥

ইত্যবসরে চিনিবাস বাবু, মুচির নিকট পৌঁছিলেন। তিনি গম্ভীর-স্বরে সাধুভাষায়, শ্রীদামকে বলিলেন,—"মুচি-বর! ময়দান-সভার উপযোগী, চতুর্দিক্ষু-প্রবাহিত-অনিল-সভার অনুরক্ত, এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কণ্ঠধ্বনি তুমি পাইলে কোথায়? তুমি ঐ কমনীয় কণ্ঠনালী-নিঃসৃত ললিত-ভৈরব আরাব দ্বারা এই মাত্র কি অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত নিনাদ করিতেছিলে? হে মুচিকুল-তিলক! আমায় বুঝাইয়া বল, কোন্ উদ্দেশ্যে তোমার ঐ কোমল-কণ্ঠ-কূজন ব্যয়িত হইয়াছিল?

শ্রীদাম ঘোদ বাবুকে দেখিয়া, কোন কথার উত্তর না দিয়া, কয়েকবার "আজ্ঞে হেঁ, আজ্ঞে হেঁ" করিয়া শেষে সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে প্রণিপাত করিল। চিনিবাস, প্রণাম দেখিয়া, ঈষৎ নাসিকা কুঞ্চন করিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"ঔঃ, দেখিতেছি, লোকটা জাতিভেদ মানে—বড়ই কুসংস্কারাচ্ছন্ন।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "উঠ উঠ, মুচিবর! তুমি কি জান না, ঈশ্বরের চক্ষে সকল জন্তুই সমান?—সকলেই ভ্রাতা,—আমি তুমি কোন ভেদ নাই?"

শ্রীদাম। আজ্ঞে, তা বৈ কি? (যোড়-হাতে) আমাদের কি জান্‌লেন হুজুর—একমুঠো পেটভরে খেতে দিয়ে, সমস্ত দিন কাজ করিয়ে নিন্;—ছেলে দুটী মানুষ হওয়া আপনারই ভার! তা, ছোট বাবুর বিয়েতে রাঙ্গা শিরোপা ছাড়বো না—

বিবাহের নাম শুনিয়া চিনিবাস চক্ষু

রক্তবর্ণ করিলেন; দন্তে দন্ত সংঘর্ষিত হইল; বাহুদ্বয় বিষম দুলিতে লাগিল;—বামপদ ক্ষিতিতলে দুপ্ দাপ্ শব্দ করিল; কাজেই মুখ আর চুপ করিয়া রহিল না—"রে বাদক! রে স্কন্ধে ঢোলবাহী! রে চর্ম-ব্যবসায়ী! তুমি কি আজও সমাজ-বিজ্ঞান অধ্যয়ন কর নাই? যে পুরুষ যৌবনে বিবাহবন্ধনে নিবদ্ধ, সে পুরুষ দ্বারা বিশ্ব-সংসারের কোন উপকারেরই আশা নাই;—হস্ত-পদ-দেহ থাকিলেও সে জড়বৎ! ইউরোপের অনেক মহাত্মা এবং মহাত্মনী বিবাহ করেন নাই বলিয়াই, অধিক পরিমাণে পরোপকার করিয়া যাইতে পারিয়াছেন। বাজে লোক বিবাহ করে করুক, কিন্তু আমাদের মত মনুষ্যগণের বিবাহ করা যে নিষিদ্ধ, তাহা মিল এবং স্পেন্সার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে আপনার ভ্রম

বুঝিয়া স্ত্রীত্যাগ করেন। আর বৌদ্ধদেবের চরিত্র তুমি একবার মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখ,—হে মুচিবর! তখন তুমি বুঝিতে পারিবে, বিবাহ করা পাপ কেন? বিশেষত আমার গৃহে রমণীবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; এস্থলে, বিবাহ শব্দ, ঐ কুরুচি-প্রধানা মহাকথা, ঐ অন্তঃসারপূর্ণা অশ্লীল ধ্বনি উচ্চারণ করায় তুমি পিনাল-কোড অনুসারে দণ্ডার্হ হইয়াছ।

শ্রীদাম। আজ্ঞে, তা বৈ কি হুজুর! ছোট বাবুর বিয়েতে আমরা তিন বাপ্-বেটায় পেট্‌ভরে খেয়ে সাতদিন ঢোল বাজাবো;—তা আমার ছোট ছেলেটী কাঁসি বাজাতে শিখেছে—

(মাণিক খানসামা, তেতলার ছাদে উঠিয়া, গোপনভাবে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখিতেছিল,—মুচিটে কি করে, অথবা কি বিভ্রাট ঘটায়। দুইবার "ছোট বাবুর" নাম মুচি-

মুখে উচ্চারিত হইতে শুনিল, আর তাহার অন্তরাত্মা শুকাইল; শেষে মুখ বিকৃত করিয়া রাগে ছাদের উপর দুটা কীল মারিয়া ফেলিল।)

চিনিবাস। (স্বগত) (লোকটার বড়ই মোটাবুদ্ধি! পাগল নয়ত?) রে মুচে! তুমি ঐ আদি-অক্ষরে 'ব'য়ে 'হ্রস্বই'কার দেওয়া কথাটা ছাড়িয়া দাও—এক্ষণে আমার প্রস্তাব এক মনে শ্রবণ কর;—

"তুমি ঐ ঢোল—অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্র বিশেষ স্কন্ধদেশে স্থাপন করিয়া নগরময় পরিভ্রমণ পূর্ব্বক এক সুমহতী ঘোষণা প্রচার করিতে সক্ষম হইবে কি?" শ্রীদাম এতক্ষণ ভাল-মন্দ কিছুই বুঝে নাই। এবার সে ঢোলের নাম শুনিয়া মাথা চুল্কাইতে চুল্কাইতে আঁ্যা-ওঁ আঁ্যা-ওঁ করিয়া বলিল "তা ঢোলে আমাকে যা বাজাতে বল্‌বেন, তাই বাজাবো—আপনাদের অনুগ্‌গোরো থাক্‌লে, এ গোলাম সব পারে।"

চিনিবাস মহা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "রে মূর্খ! তুমি আমার কথার পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিতেছ না—আবার বলি, অভি-নিবেশপূর্ব্বক সমাহিত-চিত্তে শ্রবণ কর,—"সুগোল স্থূলম্বা উপাধানবৎ, অথবা লৌহ-মুদ্গর সাহায্যে পিট্টায়মান গোলাকার ভূম-ণ্ডলবৎ, ঐ যে বাদ্য-যন্ত্রটী, চর্ম্মরজ্জু সাহায্যে ঝুলিতেছে, ঐটিকে কাষ্ঠলগুড় দ্বারা ধ্বনধ্বনা-য়িত করিতে হইবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোষণাটী তোমার জিহ্বার সাহায্যে আবৃত্তি করিতে হইবে;—যথা,—"কার্ষ্ট নগরীয় কুল-ললনাগণের নিকট নিবেদন এই যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং ডাইভোর্স সম্বন্ধে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবেন, তিনি দুই শত রজত মুদ্রা উপঢৌকন প্রাপ্ত হইবেন। প্রবন্ধ বিচারের ভার, শ্রীশ্রীমতী আর্য্য-কুল-গৌরবী রামমণি দেবীর কোমল কর-কমলে অর্পিত হইয়াছে।" মূঢে! এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে

সমর্থ হইলে কি? বল, বল, শীঘ্র কথার উত্তর দাও—

শ্রীদাম। আজ্ঞে, তা বৈকি?—হুজুর যা বল্‌চেন, তা কর্‌বো বৈকি? আমার জীউ যতক্ষণ থাক্‌বে, ততক্ষণ হুজুরের কাজ কর্‌বো—

চিনিবাস। ভাল ভাল, তবে ঝটিতি গিয়া এ শুভ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া প্রত্যাগত হও—তৎক্ষণাৎ তোমার পারিশ্রমিক প্রদত্ত হইবে।—দাঁড়াইয়া কেন? শীঘ্র যাও—

শ্রীদাম। (যোড়হাতে) কোথা যাবো হুজুর—?

চিনিবাস। (স্বগত) অহো! কি বুদ্ধি-শূন্যতা! আমি কি প্রকৃতই তবে বুঝাইতে অক্ষম হইলাম? তবে একবার সহচর রামকানাইকে ডাকি। (প্রকাশ্যে) দ্বারবান! দরোয়াজা বন্দ করো—

আজ্ঞাক্রমে দ্বারবান ফটক বন্দ করিল। শ্রীদাম দেখিয়া শুনিয়া ভয়বিহ্বল হইল—মার্‌বে নাকি? ঢোল কেড়ে নেবে নাকি? দোয়ার বন্দ করে কেন? তখন সে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "হুজুর আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এমন্ কাজ কখনও কর্‌বো না।"

চিনিবাস তখন্ আপন আত্মা এবং দেহকে মনে মনে বহুশঃ প্রশংসা করিলেন;—"মুচি আমার আকৃতির গুরু-গম্ভীর-জ্যোতিঃ দেখিয়া ত্রাসযুক্ত হইয়া থাকিবে; একদিন বৌদ্ধদেবের আকৃতির আলোক দেখিয়াই অনেক ইতর ব্যক্তি চৈতন্য লাভ করে,—আজ কি আমার সেই জ্যোতি হইল?—নচেৎ শ্রীদামের চক্ষে জল আসিবে কেন?"

শ্রীদাম। হুজুর, দোয়ার খুলে দিন্, আমি ঘরে যেয়ে একটু জল খাবো—

রামকানাই এখন কুসংস্কারাবচ্ছন্ন পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, চিনিবাসের কাছে গোপনে

সমাজনীতি-শাস্ত্রে আখ্ড়া দিতেছেন। পাছে রামকানাইকে লোকে দেখে, এইজন্য ফটকের খিল বন্দ হইল। অবোধ মুচি এ তত্ত্ব বুঝে নাই।

রামকানাই কার্য্য-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, পরামর্শ মতে, মুচিকে বলিল,—"ওরে বেটা শোন্—

মুচির তখন দুই চক্ষে দশধারা বহিতেছে।

কানাই। যদি কাঁদ্‌বি, এই এক ঘুষিতে তোর নাক্ ভেঙ্গে ফেল্‌বো—

মুচি "বাপ্‌রে, মেরে ফেল্লেরে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

চিনিবাস ক্রোধপরবশ হইয়া বলিলেন, "জল্‌দি, চাবুক লেয়াও; চাবুক লাগায়কে হ্যাম ওস্কো সিধা করেঙ্গে"—

চাবুকের নাম শুনিয়া সেই জরাজীর্ণ মুচি ভয়ে কাঁপিতে লাগিল,—"দোহাই হুজুর, মাপ করুন্, এমন কাজ আর কখনো কর্‌বো না—"

কানাই। ফের বল্, কর্‌বো না—

শ্রীদাম। (কাঁদিতে কাঁদিতে) কর্‌বো না—

কানাই। এই শোন্—পাড়ায় পাড়ায় ঢেঁট্‌রা দিতে পার্‌বি—

শ্রীদাম। (চোখের জল মুছিয়া) আজ্ঞে হেঁ, তা খুব পারি,—ছিরকাল ঐ কাজ করে আস্‌চি, তা পার্‌বো—

কানাই। কি বলিয়া ঢেঁট্‌রা দিতে হবে জানিস্,—

শ্রীদাম। না। হুজুর না বল্লে কি করে জান্‌বো—

চিনিবাস। রে অনৃতভাষী, এই মাত্র আমি তোমাকে সে কথা বলিলাম;—মিথ্যা কথা কদাপি কহিও না—অদ্য গৃহে গিয়া এজন্য পরমপিতার নিকট তোমার প্রার্থনা করা উচিত।

কানাই। আচ্ছা, তবে এই কথা ঢেঁট্‌রায় বল্‌বি—"কার্ষ্টনগরীয় কুল-ললনাগণের

নিকট”—এই কথা বল্, এইবেলা শিগ্‌গির মুখস্থ করে ফেল্—

শ্রীদাম। (যোড়হাতে) হুজুর আবার বলুন, ভাল বুঝিতে পারি নাই।

কানাই। আঃ বড় জ্বালাতন কর্‌লি যে, ফের্ শোন্—“কার্ষ্টনগরীয়—”

শ্রীদাম। অ্যাঁ, অ্যাঁ, কি বোল্লেন—

চিনিবাস তখন একগাছা চাবুক হাতে লইয়া, শ্রীদামকে বেষ্টন করিয়া, ঘুরিতে লাগিলেন।

কানাই। বার্ বার্ এইবার্ শেষবার,—এবার না বল্‌তে পাল্লে, তোর পিঠের চাম্‌ড়া থাক্‌বে না, বল্—“কার্ষ্টনগরীয় কুল-ললনাগণের নিকট নিবেদন”—বল্—বল্—

শ্রীদাম। (সভয়ে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) কুরুক্টেনুগুরে কুলুলুলুলু—আজ্ঞে, আজ্ঞে—তারপর—বল্‌চি বল্‌চি—এই যে!—

চিনিবাস। বদ্‌মাইস্! নিশাচর! পাষণ্ড!

বাদক-কুল-কলঙ্ক! দেখিতেছি তোর হৃদয়-পদ্মে একটী ফোঁটাও বুদ্ধি-মধু নাই—এই পদাঘাতই তোর পক্ষে উপযুক্ত। এই বলিয়া বীরশ্রেষ্ঠ চিনিবাস বাবু ক্ষীণাঙ্গ মুচির বক্ষে সজোরে পদাঘাত করিলেন।

নিদারুণ পদাঘাতে শ্রীদাম পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইল। তখন মাণিক-খান্‌সামা নীচে নামিয়া, মুচির মাথায় আর এক লাথি মারিয়া বলিল,—"শ্যালা, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল,—খবরদার! আর এ বাড়ীতে আসিস্ না।"

মহাকুরুক্ষেত্র-যোগ দেখিয়া উপরিতলস্থা সেই রমণীটী নীচে নামিলেন। তাঁর অঙ্গে অঙ্গরাখা, তদুপরি ওড়্না, মাথায় পালক, পায়ে স্লীপার চটী, পরিধান পাছাপেড়ে সাটী। তাঁর নাম কুমারী কুঞ্জমালা। তিনি ক্ষীণ নাকিস্বরে চিনিবাসকে জিজ্ঞাসিলেন,—"এ সংগ্রাম কিসের? যে ব্যক্তি যুদ্ধে পরাভূত হইয়া রণ-ভূমে ভূতলশায়ী হইল, ঐ ব্যক্তিই বা

কে? আমি উঁহার সেবা-শুশ্রুষা করিবার অধিকারিণী হইতে পারি না কি? রমণীকুলের নিয়ম, যুদ্ধে আহত ব্যক্তিগণের সেবা করা— ফ্রাঙ্কোপ্রুষিয় অথবা রুষতুরস্কের যুদ্ধ কি আপনার স্মরণ হয় না? আজ হোমিওপ্যাথি শিক্ষাটা সফল করি।"

চিনিবাস বলিলেন, তথাস্তু। কুমারী কুঞ্জ-মালা তখন একশিশি ঔষধ, একঘটী জল, একটী কাঁচের বাটী লইয়া রোগীর শিয়রদেশে বসিলেন। উদরে এক ফোঁটা ঔষধ এবং চোকে মুখে খানিক জল পড়াতে রোগীর চেতন হইল; চারিদিকে সে চাহিয়া দেখিল, কেহই নাই, কেবল একটী টুক্‌টুকে-মুখো ছুক্‌রী মেয়েমানুষ মাথার কাছে বসিয়া আছে। শ্রীদাম ভাবিল, আমাকে পেত্নী পেলে নাকি?

এমন সময় স্বয়ং মাজিষ্টর, নবীন বাবু, ঘোষাল মহাশয় এবং প্রায় কুড়ি জন ভদ্র

লোক চিনিবাসের গৃহে প্রবেশ করিলেন। বৃষ-উৎসর্গ ব্যাপার। মহাসমারোহ কাণ্ড। প্রতিবেশীমণ্ডলী চমকিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্বয়ং ম্যাজিষ্টর সেদিন প্রাতে তিনিবাস-গৃহের সর্ব্বস্থান অন্বেষণ করিলেন। উপর, নীচে, ছাদ, পাইখানা তন্নতন্ন করিয়া দেখিলেন,—তথাচ নবীন বাবুর কন্যা কল্যাণীকে পাইলেন না। নবীন বাবুর মুখে আর কথা নাই,—চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। ম্যাজিস্টর একটু বিরক্ত হইয়া নবীন বাবুকে বলিলেন,—"দেখুন, আপনি, উকীল, আপনার কথাতেই বিশ্বাস করিয়াই আমি ভদ্রলোকের ঘরে প্রবেশ করিলাম,—কিন্তু আপনার কন্যাত নাই!"

নবীন। কাল রাত ৮টা পর্য্যন্ত আমার মেয়ে এখানে ছিলো, এ কথা আমি ঠিক জানি,—বোধ হয় হঠাৎ কোথায় সরিয়ে ফেলেছে,—

মাজিষ্টর। সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীর নাতি রামধনই বা কোথায়?

নবীন। সকলেই কাল রাত্রে এখানে ছিল,—বোধ হয়, কোন রকম সন্ধান পেয়ে তারা এ বাড়ী থেকে পলাইয়াছে।

মাজিষ্টর আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"এ সব সংবাদ তোমার পূর্ব্বে রাখা উচিত ছিল,—স্বধু স্বধু আমাকে কষ্ট দেওয়া উচিত হয় নাই—আমার পরিশ্রমের মূল্য কত জান? চিনিবাস বাবু নির্দ্দোষী হইতে পারেন!" এই কথা বলিয়া মাজিষ্টর সদলে চলিয়া গেলেন।

ঘোষাল মহাশয়ের খবর নবীন বাবু জানিতেন না, কিন্তু ঘোষাল অদ্য স্বযোগ বুঝিয়া গোলমালে চিনিবাসের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল।

মাজিষ্টর বহুলোক সমভিব্যাহারে চিনিবাসের ঘরে প্রথম পা দিবা মাত্র, রাম-

কানাই, বাপকে সর্ব্বপশ্চাতে দেখিয়া, অদূর-বর্ত্তী নিচু-তলায় গিয়া ধীরে ধীরে লুকাইল। মাজিষ্টর কনেষ্টবলগণকে বাড়ী ঘেরিতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং দ্রুতপদে উপরতলায় উঠিয়া গেলেন। চিনিবাসও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ক্রমে প্রায় সকলেই উপরে উঠি-লেন। নিম্নে কেবল কুমারী কুঞ্জমালা, শ্রীদাম মুচি, রামকানাই, এবং ঘোষাল মহাশয় রহিলেন। নারীধর্ম্মে এবং চিকিৎসা-ধর্ম্মে কলঙ্ক-পতনের ভয়ে, কুঞ্জমালা রোগীর সেবাতেই বিশেষ মন দিলেন। শ্রীদাম মুচি উঠিতে চায়, কুঞ্জমালা বলেন, "এখন নয়, এই অবস্থায় তোমাকে ঠিক্ ৪ ঘণ্টা থাকিতে হইবে।" শ্রীদাম মনে মনে বলিল, "সত্য-সত্যই তবে আমাকে ডাকিনীতে নিয়ে যাবে নাকি?" প্রকাশ্যে কহিল,—"তুমি মা যে হও, আমি তোমার দুটী পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও"—

কুঞ্জমালা। আমরা মা নই,—আমরা ভগিনী।

এ দিকে ঘোষাল মহাশয়, নিচুতলাপানে উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিলেন। তিনি কানায়ের মুখটী দেখিতে পান নাই। কেবল পা দুটী দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল। পিতার চোখে কতক্ষণ ধূলা দিয়া রাখা যায়? তখন ঘোষাল পা পা করিয়া, সেই দিকে চলিলেন। কানাই ভাবিল, বড়ই বিপদ! যেমন সে নিচু-তলা হইতে মুখ বাহির করিয়া বাপকে দেখিবে, অমনি ঘোষাল মহাশয়, "তবে রে পাজি, ডাকাত, বদমাস"—এই কথা বলিতে বলিতে দৌড়িয়া গিয়া, একেবারে বজ্রমুষ্টিতে পুত্রের হাত ধরিলেন। ক্রমে ক্রোধে অধীর হইয়া, তিনি [illegible] গালাগালি দিতে লাগিলেন।

কানাই। তোমার অশ্লীল গালাগালি দিবার অধিকার নাই।

ঘোষাল, ক্রোধে আরও অধীর হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "নিচুগাছে তোর নাক ঘস্‌ড়ে এখনি এক সের রক্ত বার্ করে ফেলবো জানিস্!—ব্যাটা আমার, সেধো ভাষায় কথা কইতে শিখেছে,—"অশ্‌লীল কিরে ব্যাটা?"—এই কথা অবসানে, পুত্রের পৃষ্ঠে ৮২ সিক্কার ওজনে, এক চড়; এবং পুনরায় বেছুট গালাগালি। এ দিকে কুমারী কুঞ্জমালা ঘোষালের দিকে চাহিয়া মিহি লুম-ঝিঁঝিট স্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন, "ভদ্র মহাশয়! আপনি আশ্রমের শান্তিভঙ্গ করেন কেন? যা বক্তব্য থাকে, আমাকে বলুন।"

ও কথা কেইবা শুনে? ঘোষাল, আপন মনে সেইরূপ বেছুট বকিতে বকিতে, পুত্রের হাত ধরিয়া, হড়্ হড়্ করিয়া সেই দিক পানেই টানিয়া আনিতে লাগিলেন। ঘোষালের সেই "কুরুচিপূর্ণ" কথা শুনিয়া, এবং কুরুচিটা

সেই দিকেই আসিতেছে দেখিয়া, কুঞ্জমালা যেন ঈষৎ চমকাইয়া, দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মুচিটা তখনও সেইরূপ চৌদ্দপোয়া হইয়া শুইয়া আছে। চেতন লাভ করিলেও তার উঠিবার যো নাই—যেন নাগপাশে বদ্ধ। কুঞ্জমালা তাহার শিরোদেশ হইতে উঠিবামাত্র, মুচি আস্তে আস্তে পিট্ পিট্ চোখ চাহিয়া, ব্যাপারটা দেখিতে লাগিল। কুঞ্জমালা তখন ঘোষালকে উদ্দেশ করিয়া নাকিস্বরে যেন ঈষৎ কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিলেন, "হ্যাঁগা পুরুষ! আপনি এত কুরুচি বলিতেছেন কেন? আমি যে ও-কথা শুনে এখনি মূর্চ্ছা যাব!"

ঘোষাল ক্রোধে দন্ত কিটিমিটি করিয়া বলিলেন, "সুধু মূর্চ্ছা কেন, একেবারে ম'রে যাওনা, যে, আপদ যায়?

কানাই। পিতঃ! যাহা গালি দিতে হয়, তাহা আমাকে দিউন। রমণীকে কটু কথা বলিবার তোমার অধিকার নাই—

ঘোষাল, পুত্রের আচ্ছা করিয়া কাণ মলিয়া দিয়া বলিলেন, "রমণী কিরে ব্যাটা? ও তোর কে হয়—মা, না মাসী?

কুঞ্জমালা। (উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) অহহ! আ-মি ভ-গি-নী—ত-বে এ-ই আ-মি মূ-চ্ছি-ত হ-ই-লা-ম।

(কুঞ্জমালার পতন ও মূর্চ্ছা)

শ্রীদাম মুচি এতক্ষণ নীরব ছিল। ঘোষাল মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া তাহার একটু সাহস হইল। কুঞ্জমালা তাহার গা ঘেঁসিয়া ধড়াস্ করিয়া পড়িবামাত্র, মুচি বিকট চীৎকারে "বাপ্‌রে" বলিয়া বেগে উঠিয়া পড়িল।

ঘোষাল। একি এ? শ্রীদাম এখানে যে?

শ্রীদাম। (যোড় হাতে) "হুজুর! আপনি এখানে না এলে আমি মারা গেছলুম আর কি? ঐ যে ক্ষুদে মেয়েটী, আমার দফা রফা করেছিল আর কি? উটি কি মোশাই? উটী কি মেয়েমানুষ, না আর কিছু?"

শ্রীদাম তৎপরে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিল।

ঘোষাল। তুই যেমন পাগল, তেমনি তার ফল হয়েছে! তুই এখান থেকে একে-বারে চলে যা না? তোকে কে কি বলে দেখি?

ঘোষালের উৎসাহপূর্ণ কথায় শ্রীদাম শরীরে বল পাইয়া দৌড়িল। ঘোষাল, পুত্রের হাত ধরিয়া, মহা দম্ভে চলিলেন। কাহারও তখন নিষেধ করিবার শক্তি ছিল না। কেবল মূর্চ্ছিতা কুমারী কুঞ্জমালা শুয়ে শুয়েই ঝিম্ আওয়াজে, বলিলেন, "ভাই কানাই! তুমিও কি চলিলে? আমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গা-ইবে কে?"

মাজিষ্টরের খানাতল্লাসির পর, চিনিবাস, সহসা আর দ্বিতল হইতে নীচে নামিলেন না। কাজেই কুঞ্জমালা, এবার আপনা-আপনিই মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া,

গায়ের ধুলা ঝাড়িলেন। অবশেষে তিনি অদূরে মাণিক-খানসামাকে দেখিয়া তাহারে ডাকিলেন; মাণিকের বুকপকেটস্থ সেই গোলাপফুলটী লইয়া মাথার খোঁপায় গুঁজিয়া, হেলিয়া দুলিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বন্ধু-মনোমোহনকে ভুলিলে চলিবে না। তিনি ছু-পুরুষে উন্নতিশীল। তাঁহার স্ত্রী-টী পর্য্যন্ত লিবারেল ; খানসামাটী র‍্যাডিকাল ; আর স্বয়ং বাড়ীর কর্ত্তা'ত উন্মাদ। কেবল শ্বশুর-প্রদত্ত গাভীটা কোন্ জাতীয়—লিবারেল, কি কনসার্বেটিব, তাহা আজও ভাল ঠিক হইল না। মনোমোহনের বড় দুঃখ যে, অশিক্ষিতা গাইটা আজও ফাউলকারির মর্ম্ম বুঝিল না।

মনোমোহনের সংশিক্ষায় স্ত্রীটী আজও একটুও সভ্য হইয়া উঠেন নাই ;—ইহাই তাঁহার চরম দুঃখ। স্ত্রীর নাম গিরিবালা। গিরিবালা বুদ্ধিমতী, চতুরা, গৃহকার্য্যতৎপরা, এবং স্বামীসেবা নিরতা। মনোমোহন কেবল

স্ত্রীর নিকটেই জব্দ। অর্দ্ধাঙ্গিনী স্ত্রীর কাছে বাবুর টুঁ শব্দ করিবার যো নাই। রাত্রি ৮ টার সময় এক গা ঘামিয়া, দিবসের কার্য্য শেষ করিয়া, মনোমোহন ঘরে আসিলেন। গায়ের উপরি উপরি তিনটা পিরিহান; পায়ে ডবল্ ষ্টাকিন; পকেটে রুমাল।

গিরিবালা। জ্যৈষ্ঠমাসের এ গুমট্ গরমে গায়ে এতগুলো জামা কেন? সুধু চাদর গায়ে দিয়ে বেড়াতে গেলেইত হয়!

এই বলিয়া স্ত্রী সর্ব্বাগ্রে পায়ের এষ্টাকিন খুলিয়া দিলেন।

মনোমোহন। এঁ এঁ—এষ্টাকিনটা খুলে ফেল্লে বটে!

গিরিবালা। এখনি যে সর্দ্দিগরমি হয়েছিলো; জামাগুলো খোল বল্‌চি—

মন। খুল্‌চি, খুল্‌চি—উপরের দুটা খুল্‌চি,—একটা জামা গায়ে থাক্!

গিরি। কেন,—একটা জামা গায়ে থেকে

কি হবে বল দেখি? এ গরমে সহজ প্রাণ আইঢাই কচ্চে—

মন। আমাকে গরমি করে নাই।

গিরি। নাঃ, গরমি কি আর কচ্চে?—কেবল ঘেমে নেয়ে উঠেছ বৈত নয়! শীঘ্র জামা খুলে ফেল—

বাবু কি করেন, অগত্যা জামা খুলিয়া ফেলিলেন। স্ত্রী তখন একটা পাখা লইয়া, বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন। একটু সুস্থ হইলে, স্ত্রী ধীরে, ধীরে, অতর্কিত ভাবে, স্বামীর নাক হইতে টুক্ ক'রে, চসমাটী তুলিয়া লইলেন।

মন। কি কর, কি কর—শীঘ্র চস্‌মা দাও, আমি যে সব অন্ধকার দেখ্‌চি—

গিরি। (হাসিয়া) তবে তুমি আমাকেও দেখ্‌তে পাচ্চনা—

মন। তাকি আমি বল্‌চি?—তবে এখন আমার পক্ষে কোন সূক্ষ্ম বস্তু দেখা অসম্ভব।

গিরি। এখানেত আর কোন সূক্ষ্ম বস্তু নাই; যখন বাহিরে বেড়াবে, তখন সূক্ষ্ম বস্তু দেখো—রাত্রে চস্‌মাটা আমার কাছে থাক্‌!

শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র, অর্জ্জুনের গাণ্ডীব, ইন্দ্রের বজ্র, মহাদেবের ত্রিশূল, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড—আর শিক্ষিত বাবুর চস্‌মা, —এ সব একই জিনিষ। নিজ নিজ অস্ত্র অভাবে সকলেই নতশির। সুতরাং মনোমোহন চস্‌মা অভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। এষ্টাকিন গেল, জামা গেল,—অসময়ের ধন, চস্‌মাটুকু ছিল, শেষে তাহাও গেল। দুঃখের অবধি নাই। গিরিবালার এমনি মন্ত্র-ঔষধ গুণ যে, এত যন্ত্রণা পাইলেন, তথাচ মনোমোহন গিরিবালার কোন কার্য্যে প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইলেন না। প্রায় ১৫ মিনিট কাল নীরবে থাকিয়া, বাবু গম্ভীর এবং সকরুণ স্বরে বলিলেন,—

"প্রাণেশ্বরি! প্রিয়তমে! আমার একটী প্রস্তাব আছে,—তুমি আমার প্রস্তাব রক্ষা করিবে কি?

গিরিবালা। ভাল করে বল না, কি কত্তে হবে? অমন সংস্কৃত ভাষায় কথা কেন?

মন। প্রাণ-প্রতিমে! তবে শ্রবণ কর—

গিরি। অমন 'প্রাণ-পিদিম' 'প্রাণ-পিদিম' কল্লে আমি কোন কথাই শুন্‌বো না,—সোজা করে বল, কি হয়েছে,—

মন। আমার ইচ্ছা যে, তুমি স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং ডাইভোর্স সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখ। চিনিবাস বাবু এজন্য আমাকে বড় ধরিয়াছেন। ইহাতে দুইশত টাকা পুরস্কারও আছে—

গিরি। পোড়া কপাল আর কি? আর-বারে, তোমার কথা শুনে স্ত্রী-শিক্ষার প্রবন্ধ লিখ্‌লাম, আমার নম্বর সবচেয়ে বেশী হলো, প্রাইজ পেলে কিনা, তোমাদের সেই

রামমণি। সেই বামুনতনুনী, কালপেঁচা; এবার তিনি আবার পরীক্ষা করবেন।—হায় হায়, আমি হয়ে মরি নেই কেন?

মন। সেকি কথা? রামমণি অতি পণ্ডিতা। তিনি আজকাল পাতঞ্জল শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, যোগ শিখ্‌চেন্। এখানে উপযুক্ত পণ্ডিত মিলিতেছে না বলিয়া, তিনি শীঘ্রই কলিকাতা হইয়া কাশী যাবেন। সেখানে তাঁহার বেদ পড়িবারও কল্পনা আছে।

গিরি। তা কাশী যেতে হবে বৈকি? সেই সতীসাবিত্রী, রামমণি কাশী যেয়ে বেদ শিখুন, তা'তে আপত্তি নেই,—কিন্তু আমাকে তুমি এ যাত্রা মাপ করো। রামমণি যে আমার পরীক্ষা নেবে, এ আমি সহ্য কত্তে পারবো না! হেঁগা কালপেঁচাটা যে, কিছুই লেখাপড়া জানে না!

মন। দেবীকে আর তুমি কালপেঁচী বলো না,—চিনিবাস বাবু শুনলে রাগ করবেন—

গিরি। তবেইত আমি ভয়ে মরে গেলুম! তোমার যদি ভয় হয়, তা হলে, কালপেঁচীর কথা আমার সাক্ষাতে আর তুলো না। তোমরা ওটাকে বামুনের মেয়ে বলো, কিন্তু আমার মনে হয় ঠিক্ যেন হাড়ীর মেয়ে!

মন। ঈঃ! ঈঃ করো কি? করো কি? (জিহ্বা কর্ত্তন)।

গিরি। (হাসিয়া) কেন বল দেখি, রামমণিকে কুচ্ছিৎ বল্লে তোমাদের অত রাগ হয়?

মন। (গম্ভীর ভাবে)। তুমি কি আমাকে অবিশ্বাসী ভাব্‌লে?

গিরি। (ঈষৎ হাসিয়া) রাগ কল্লে নাকি?

মন। রাগ করি নাই, দুঃখ করিতেছি। তুমিত আর, আমার একটী কথাও শোন না।

গিরিবালা এইবার সুযোগ পাইয়া, গম্ভীর অথচ বিনম্র ভাবে বলিলেন, "আমিত

তোমার সকল কথাই শুনি, কিন্তু তুমি আমার একটীও কথা শুন কি? এক দিনও কি আমার কথা রেখেছ?"

মন। (যেন ঈষৎ চমকাইয়া) প্রিয়ে! তুমি বলো কি?—তুমি কি জাননা, আমি তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি?

গিরিবালার অধর প্রান্তে একটু হাসি ফুটিল। তিনি বলিলেন,—"একবারে প্রাণটা দিয়ে কাজ নাই, সাম্‌লতে পার্‌বো না; সামান্য মুড়ি মুড়কি পেলেই আমরা সন্তুষ্ট।

মন। এ সংসারে তোমার এমন কি কথা আছে, যাহা আমি শুনিব না?

গিরি। বল তবে, আমার কথা শুন্‌বে?

মন। শুন্‌বো।

গিরি। ফের্ দুবার বল, "শুন্‌বো।"

মন। শুন্‌বো, শুন্‌বো।

গিরি। এই তিন শত্তুর হলো; আচ্ছা,

এই বার আমার মাথায় হাত দিয়ে বল "শুন্‌বো"।—

মনোমোহন গিরিবালার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "শুন্‌বো।"

তখন মনোমোহন জিজ্ঞাসিলেন,—তুমি স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং ডাইভোর্স সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখ্‌বে ত ?

গিরি (হাসিয়া) লিখিব।

মন। তোমার কি কথা, শীঘ্র বলো না—

গিরি। ধনঞ্জয় বাচস্পতিকে তুমি চেন কি ?

মন। চিনি বৈ কি ? তবে চেহারা দেখি নাই কখনো,—সে'ত ডাকাত ; আজ এক মাস তার হাজত হয়েছে—সেদিন চিনিবাস বাবুর ঘরে সে ডাকাতি করে অনেক জিনিষ পত্র লুট করে ছিলো—

গিরি। তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বৃদ্ধ, শাস্ত্র-ব্যবসায়ী। তাঁর কি ডাকাতি করা সম্ভব হয় ?

আর তোমার চিনিবাসের বাড়ী পাঁচ সাতজন দরোয়ান,—বুড়ো বামুন কি একলা যেয়ে ডাকাতি করে এলো ? আমি সব শুনেছি—তাঁর পুত্র রামধনকে চিনিবাস কোথায় লুকিয়েছে ;—বৃদ্ধ ছেলে খুঁজতে যান ; চিনিবাস তাঁকে মেরে, শেষে ডাকাত বলে ধরিয়ে দিলে—

মনোমোহন শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার আর মুখ হতে কথা সরিল না। একদৃষ্টে ফ্যাল্ ফ্যাল্ভাবে গিরিবালার পানে চাহিয়া রহিলেন।

গিরি। পণ্ডিত-মহাশয়ের স্ত্রী আজ সমস্ত দিন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন ; সারাদিন তিনি চোখের জল ফেলেছেন ; আজ একমাস তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছেন,—কেবল দুধ আর গঙ্গাজল খেয়ে আছেন ! তাঁর চেহারা দেখ্লে পাষাণ গলে যায় ! আমি তাঁকে কত সাধলুম,—'আমাদের

বাড়ী আজ দুটী ভাত খাও!' তা, আমাদের এমন পুণ্য কি আছে যে, তিনি আমাদের বাড়ী ভাত খাবেন? তিনি বোল্লেন, "মা, তুমি আমার মেয়ের মত; তোমার বাড়ীতে ভাত খেতে দোষ কি? কিন্তু মা, আমি ভাত খেতে পার্‌বো না; আমার বাছা আজ একমাস বুঝি ভাত খেতে পায় নাই।" "এই বলিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিলেন—"

এই কথা বলিতে বলিতে গিরিবালারও চোখ দিয়া দু এক ফোঁটা জল পড়িল। মনোমোহন তখনও নীরব, গম্ভীর চিন্তামগ্ন, মুখ বিশুষ্কপ্রায়। তিনি তখন একবার মাত্র মুখ ফুটিয়া গিরিবালাকে বলিলেন, "আজ আমার বড় ঘুম পেয়েছে; মাথাটাও ধরেছে। আমি এখন ঘুমাব কি? কাল তোমার সব কথা শুন্‌বো।"

গিরি। আজই কি, আর কালই কি—

কোন দিনই আমার কথা তোমার শুনে কাজ নাই। তুমি আমার কথা কবে শুনেছ?

মন। (আমৃতা আমৃতা স্বরে) না না,—তা, বল্‌চি কি? তা, বলি নাই!—তুমি বলিয়া যাও, আমি সব শুন্‌বো—

গিরি। আজ আমার মহাপাপ হয়েছে,—সেই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী কেঁদে আমার পা দুটা জড়িয়ে ধরেছিলেন; আমি ভয়ে আর বাঁচি না। আমি তাঁর পায়ে ধরে, হাতে ধরে, অনেক সান্ত্বনা করিলাম,—কিন্তু তাঁর কান্না কি থামে? তুমি আমার পতি, আমার সাক্ষাৎ ভগবান, তোমার চরণে যোড়হাতে এই মিনতি কচ্চি, কাল তুমি এ মোকদ্দমায় চিনিবাসের হয়ে সাক্ষী দিতে যেও না।

মনোমোহন কোন কথা না কহিয়া, কেবল মুখটী লুকাইলেন।

গিরি। শুনিলাম, তুমিই ঐ মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী। তুমি যদি না সাক্ষী দাও,

তা'হলে ব্রাহ্মণ খালাস পাবে। বিশেষ, তুমি ডাকাতিও হতে দেখও নাই, বাচস্পতিকেও চেন না; তবে তুমি কি করে বল্‌বে, ডাকাতী সত্য? তোমরা বল যে, "আমরা মিথ্যা কথা কই না।"

মন। স্বয়ং চিনিবাস বাবু আমাকে বলেছেন, ডাকাতী সত্য। তাঁর কথা ত আর মিথ্যা হইবার নয়!

গিরি। আচ্ছা যখন তোমাকে আদালতে জিজ্ঞাসা কর্‌বে, তুমি স্বচক্ষে বাচস্পতি মহাশয়কে ডাকাতি কত্তে দেখেছ কি না? তখন তুমি কি উত্তর দিবে?

মন। তা, আমি বল্‌বো—'স্বচক্ষেই দেখেছি।' এরূপ বলায় মিথ্যা কথা হয় না। কারণ চিনিবাস এবং আমি এক; চিনিবাসের চক্ষু এবং আমার চক্ষু এক; সুতরাং ডাকাতীটা চিনিবাসের দেখাও যা, আমার দেখাও তা।

স্ত্রী এবার একটু ভীত হইলেন। ক্ষুব্ধ

হইয়া, স্বামীকে বলিলেন, "তুমি বলো কি? তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে কি ঐ কথা লিখেছে? সে যা হোক, তোমার কাল সাক্ষী দিতে যাওয়া হবে না।"

মনোমোহন নীরব।

গিরি। দেখ, বৃদ্ধাব্রাহ্মণীর কান্না দেখে, তাঁর অনাহারের কথা শুনে, আজ আমি এখনও জল পর্য্যন্ত খাই নাই। তোমার কাছ থেকে সু-খবর নিয়ে পাঠিয়ে দিলে, তবে ব্রাহ্মণী দুধ গঙ্গাজল খাবেন। তাঁর খাওয়া শুন্‌লে, আমি তবে খাবো। তুমি আমাকে স্পর্শ করিয়া বল যে, মোকদ্দমায় সাক্ষী দিব না,—আর চুপ করিয়া থেকো না—বুড়ী যে ওদিকে না খেয়ে ভেবে ভেবে মরে গেল!

মনোমোহন আবার সেইরূপ হেঁটমুখে নীরব হইয়া রহিলেন। নড়ন চড়ন নাই, চক্ষের পলকও বুঝি পড়ে নাই,—যেন কাঠের পুতুলবৎ তিনি অবস্থিত।

গিরি। এখনও যে চুপ করে রইলে! আমি যোড় হাতে বল্‌চি, তুমি বল, 'আমি সাক্ষী দিব না।"

মনোমোহন অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া, ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিলেন, "আমার নামে যে শমনজারি হয়েছে, আমি না গেলে যে, আদালতকে অবমাননা করা হবে—"

গিরি। তুমি আমাকে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পার বল্‌ছিলে! না হয়, আমার জন্য, আমার কথায়, আজ আদালতকে একটু অপমানই কল্লে বা—

মন। (আমৃতা আমৃতা স্বরে) তা, বল্‌চি কি? আদালতে হাজির না হ'লে, আমাকে ওয়ারেণ্ট দ্বারা গ্রেফ্‌তার করিয়া নিয়ে যাবে—

গিরি। যদি ওয়ারেণ্টই হয়, তবে না হয়, তখনই হাজির হয়ে বল্‌বে,—বাচস্পতি ডাকাতি করে নাই,—

মন। সত্যের অপলাপ করা কি সুনীতি সঙ্গত হয়? তুমি কি আমাকে ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে বলিবে?

গিরি। আ-হা-হা-হা! কি সত্য কথা কইতেই শিখেছ? সে যাহোক, তোমার সাক্ষী দিতে নিশ্চয়ই যাওয়া হবে না—তুমি আমার মাথায় হাত দিয়েছ, তিন শক্কর করেছ যে, তুমি আমার কথা শুন্‌বে; তবে, তাই এখন স্পষ্ট বল, আমার কথা তুমি শুন্‌বে না—

স্ত্রী হেঁটমুখে কাঁদিতে লাগিলেন। হিন্দু-রমণী আর কত সহিবে? মনোমোহন তখন ব্যস্ত হইয়া, রুমাল লইয়া, স্ত্রীর মুখ মুছাইতে গেলেন। গিরিবালা বলিলেন, "যে জল চোখ্ দিয়া চিরদিনই পড়িবে, তাহা আর একবার মুছাইয়া কি হইবে? যাও যাও, আমার চোখের জলে শরীর ভিজিয়া যাউক।"

এমন সময় ঝি আসিয়া সংবাদ দিল,—"মা, আবার সেই বুড়ি-বামণী এসেছে।" রাত্রি তখন দশটা। গিরিবালা শীঘ্র তাঁহাকে আনিতে গেলেন। ওদিকে একটা চিনি-চিনি পরিচিত-গলা, মনোমোহনকে ডাকিতে লাগিল,—"বন্ধু, বন্ধু, ও-বন্ধু! একবার শোনহে বন্ধু!"

গিরিবালা মধ্যপথ হইতে দৌড়িয়া আসিয়া স্বামীকে বলিলেন, "খবরদ্দার তুমি সাড়া দিও না,—সেই পোড়ারমুখো, চিনিবাস এসেছে—খবরদ্দার বল্‌চি, তুমি উঠ না—"

শক্তিস্বরূপিণী স্ত্রীর তেজোময়ী কথায় স্বামী নীরব, নিশ্চল, অসাড়, অনড়, জড় পদার্থ-বৎ হইলেন। তখন আবার স্ত্রী ক্ষিপ্র-বেগে সেই ব্রাহ্মণীকে আনিতে চলিলেন—তাঁহার নিকট গিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণী ভূপতিতা। তিনি মূর্চ্ছিতা, কি মৃতা, কিছুই

বুঝিতে পারিলেন না। গিরিবালা গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

গিরিবালা সেই বৃদ্ধা, জীর্ণা, অনশনা ব্রাহ্মণীর নিকট গিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণী পতিতা, স্থির-কলেবরা। তাঁহার বাম রগ দিয়া অবিরাম রক্তধারা বহিতেছে। মুখে কথা নাই, শরীর ঠাণ্ডা। গিরিবালা তাঁহার শিরোদেশে বসিয়া মুখে চোখে জল দিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমশ আরও চাপ চাপ রক্ত পড়িতে লাগিল। গিরিবালা এদিক ওদিক চাহিয়া অদূরে একটী রক্তমাখা ঢিল দেখিতে পাইলেন। ঢিলটী কুড়াইয়া আনিয়া দেখিলেন—ইটের নয়, পাথরের। ভাবিলেন, বৃদ্ধাকে কেহ ঢিল মারিয়াছে নাকি? আবার তিনি বৃদ্ধার গায়ে হাত দিলেন—গা বরফবৎ হিম;—চক্ষের পলক নাই। তখন তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। স্বামী মনোমোহন

নিকটে আসিলেন। গিরিবালা বলিলেন "সর্ব্বনাশ হয়েছে, তুমি শিগ্‌গীর ডাক্তার ডাক।"

তখন মনোমোহন আবার সেইরূপ বেশভূষা করিয়া, যেন অতি প্রফুল্লচিত্তে ডাক্তার ডাকিতে বাহির হইলেন। যাইবার সময় গিরিবালা, স্বামীর সম্মুখে গিয়া, হাতে ধরিয়া, আবার বলিলেন, "শিগ্‌গীর ফিরো।"

স্বামী গৃহের দ্বার পার হইবামাত্র, বাটীর বাহিরে, অদূরে একটা হাসির বিকট রব উঠিল। গিরিবালা সে শব্দ কাণ খাড়া করিয়া শুনিলেন,—চিনিবাসের গলার আওয়াজ পাইলেন। ঝীকে তিনি বলিলেন,—"ঝি, দেখ্‌তো, এ রাত্রে কারা অমন কচ্চে?" ঝি দেখিয়া শুনিয়া, ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"বাইরে কেউ নেই, একখানা গাড়ী গড়্‌গড়িয়ে চলে গেল।"

তখন গিরিবালার মনে ঘোরতর সন্দেহ জন্মিল। তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে

লাগিল। তিনি ভাবিলেন, চিনিবাসই কি বৃদ্ধার রগে পাথর মারিয়াছে? স্বামীকে কি চিনিবাস গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া পলাইল?

ব্রাহ্মণীর যে, প্রাণবায়ু বাহির হইয়াছে গিরিবালা তখনও বুঝেন নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে দুধ আর গঙ্গাজল, অল্প অল্প বৃদ্ধার মুখে ঢালিতেছেন; কিন্তু তাহা উদরস্থ না হইয়া চোয়াল বহিয়া বাহিরে পড়িতেছে। ডাক্তার লইয়া স্বামীর আসিতে যত বিলম্ব হইতে লাগিল, স্ত্রীর প্রাণ ততই আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে এক ঘণ্টা অতীত হইল,—তথাচ মনোমোহন ফিরিল না। জেলখানার পেটা ঘড়ীতে একটা বাজিল। জ্যোৎস্না ফুরাইল, চাঁদ ডুবিল। পৃথিবী অন্ধকার হইল! গিরিবালা উঠানে, মৃতদেহ-পার্শ্বে একাকিনী বসিয়া রহিলেন। রাত্রি দুই টা; তথাচ স্বামীর দেখা নাই। স্ত্রীর মনোমধ্যে তখন এই দুর্ভাবনা উদয় হইল,—এ অন্ধকার

রাত্রে পথে স্বামীর কোন বিপদ ঘটে নাই ত? তখন তিনি চাকরকে উঠাইয়া, সেই রাত্রে স্বামীর অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। টং টং টং শব্দে তিন টা বাজিয়া গেল, চাকরও ফিরিল না। নিরাশায়, ভয়ে গিরিবালার বুক ভাঙ্গিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সেই কাল-রাত্রে তৃতীয় প্রহরে কৃষ্ণনগর-বাসী নিদ্রিত। কেবল দুইটী ঘরে, বিশেষ কার্য্যানুরোধে, আজ জাগরণের পালা। গিরিবালা একাকিনী, মৃতদেহের কাছে বসিয়া, ভাবিতেছেন, কাঁদিতেছেন, উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন,—স্বামীর পথপানে চাহিয়া আছেন। ওদিকে চিনিবাসের গৃহে আজ আনন্দময়ের আনন্দ-মহোৎসব চলিতেছে। স্থিতলের হলে খোল বাজাইয়া সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। আজ স্বয়ং রামমণি যোগদান করিয়াছেন। বিমলা, কমলা, কুঞ্জমালা—সক-লেই উপস্থিত। রামকানাইও পিতৃগৃহ হইতে তৃতীয় বার পলাইয়া আসিয়া আজ হাজির। ঐ যে রামধন, মনোমোহন, সকলকেই দেখিতেছি! ক্রমে সকলে নাচিয়া নাচিয়া

কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মধ্যস্থলে রামমণি এবং চিনিবাস পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া গানে উন্মত্ত। সঙ্গীতরসে বিহ্বল হইয়া, কুমারী কুঞ্জমালা রামকানায়ের হাত ধরিলেন; রামধন, বিনোদিনীকে লইলেন; বামাসুন্দরী মনোমোহনের নিকট আসিলেন। তেজে খোল বাজিতে লাগিল। নৃত্যের লম্ফ, ঝম্প, কম্প, সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাইল। সঙ্গীত-সুধায় হৃদয়দেহ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল;—

তোমার তরে তৃষিত প্রাণ।
করহে প্রেমবারি দান॥

দয়াঘন তুমি, তৃষিত চাতক আমি,
করি বারি দান, বাঁচাও প্রাণ,
ওহে প্রাণের প্রাণ।

(বারি পিয়াও দেখি মন-চাতকে)
তুমি হে প্রেমশশী,
আমি চকোর সুধা-পিয়াসী,

মিটাইয়ে সাধ, ওহে প্রেমচাঁদ,
করিব সুধাপান।
(সুধা পিয়াও দেখি মন-চকোরে)
তুমি হে প্রেমসিন্ধু, দাও প্রেম একবিন্দু,
করিব পান, জুড়াব প্রাণ,
গলিবে মন-পাষাণ !
(তোমার এক বিন্দু প্রেমে)
মাতি ভক্তি-রস রঙ্গে, ভাসি প্রেম তরঙ্গে,
তোমার নাম, খুলিয়ে প্রাণ,
আজি করিব গান।
(দুঃখ দূরে যাবে—নাম গানে)

শেষে ভাবে গদগদ হইয়া হঠাৎ কুঞ্জমালা মূর্চ্ছিত হইলেন। চিনিবাস বলিলেন, "ভ্রাতা কানাই! তুমি কুমারীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে মূর্চ্ছা অপনোদনের চেষ্টা কর।

কানাই। তথাস্তু।

তৎক্ষণাৎ কুমারী কুঞ্জমালাকে গৃহান্তরে

প্রবিষ্ট করান হইল। এই সঙ্গে সঙ্গীতও থামিল। চিনিবাস, বন্ধু মনোমোহনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বন্ধু! এই কানাই বালকটী রত্ন-বিশেষ! ইনি অতীব পবিত্রচেতা, সংসার-তত্ত্ব-অভিজ্ঞ, কর্ম্মঠ, সাহসী এবং প্রতিজ্ঞাপ্রিয়। দেখ বন্ধু, সেই অসভ্য পিতা, কহিনুর জাতীয় হীরকখণ্ডবৎ পুত্র রামকানাইকে কতবার নিদারুণ শক্তিশেল-রূপ অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিয়াছে,—এস্থান হইতে রামকানাই কতবার পিতা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ভাই-কানাই কিছুতেই দৃক্‌পাত করেন নাই। ধর্ম্মের মহিমা উজ্জ্বলরূপে কীর্ত্তন করিবার জন্য তিনি মম গৃহে তৃতীয় বার পদার্পণ করিয়াছেন। ধর্ম্মের কি অপূর্ব্ব দেবভাব! কি গরীয়সী ক্ষমতা! কি অনির্ব্বচনীয় গৌরব!"

মন। ইহা অতি সুন্দরী কথা! কোকিল-কূজিত কোমল-কমনীয়-কলকলায়িত-কণ্ঠ-কবিতা-কুঞ্জ—(একটু ইতস্তত ভাব)

চিনিবাস। বেশ, বেশ—বলিয়া যাও,—অতি উত্তম কায়দা!

মন। কালের করাল কোদণ্ড কটকটায়িত কুটীর-কুট্টিমে কুলকামিনীর কেশকলাপ (ভাই চিনিবাস! আর যে পারি না।)

চিনিবাস। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার দোষ নাই, উহা বাঙ্গালীর ভাষার দোষ। সেই জন্য শ্রীশ্রীমতী রামমণি দেবী আজ কাল সংস্কৃতে কেবল কথা কহেন—

রামমণি নিকটবর্ত্তিণী হইয়া, ঈষৎ হাসিয়া সংস্কৃতে বলিলেন,—

যোধোবাণি পরিত্যজ্য অধোবাণি নিষেবতে।
ধোবাণি তস্য নষ্যন্তি অধোবং নষ্টমেবহিং॥

মন। (ঘাড় দুলাইয়া) ঠিক্, ঠিক্! আহা! সংস্কৃতের কিবা মধুময় ভাব—দেহ জুড়াইল!—

রামমণি। "একশ্চন্দ্রং তমহন্তিঃ নচ তারা গণৈরপিং," "ঈশ্বরাসিদ্ধেং," "যোগংচিত্তবিত্তি-নিরোধিং" "জননীং জন্মভূমীং চ স্বর্গাদপীং

গরীয়সীং ;” “কশ্মিঙ্গশ্চিৎ বনেং ভাস্থরকং নামং সিংহং প্রতিবসতিস্মং ;” “মন্দং কবিযশং গমিষ্যাং”...[উ-উঁ-উঁ]...ফলে যথাং।”

মন। আহা! অদ্য কি স্বয়ং সরস্বতীর বীণাধ্বনি শুনিতেছি?

চিনিবাস। দেবী শীঘ্রই শ্রীকাশীধামে গমন করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবেন,—এ দেশে বেদ পড়া ভাল হয় না। কল্য সাক্ষী দেওয়ার পর, তুমি, আমি, দেবী, এবং অন্যান্য সহচর ও সহচরীগণ সকলেই কলিকাতা যাত্রা করিব এবং করিবে এবং করিবেন। তথা হইতে কাশী গমন।

মন। সাক্ষীটা পরশ্ব দিলে কি চলিবে না? ১২ পৃষ্ঠা কাগজ আমি এত অল্প সময়ে মুখস্থ করিতে পারিব কি?

চিনিবাস। রামকানাই ত দিব্য মুখস্থ করিয়াছে; তুমি অক্ষম হইবে কেন?

মন। সময় কৈ? প্রভাত হইয়া আসিল।

দশটার সময় আদালতক্ষেত্রে উপ[illegible] হইতে হইবে—ইহার মধ্যে একবার বাড়ী যাইতেও হইবে। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর কি দশা ঘ[illegible], তাহা একবার দেখা উচিত নয় কি? তা[illegible] তোমার হস্তের ঢিল ব্যর্থ যাইবে কি?

চিনিবাস। ভাই! তুমি বড়ই অ[illegible]র অধিক। আমি ঢিল মারি নাই। নিরাকা[illegible] ঈশ্বর ঢিলটী মারিয়াছেন,—সকলি ঈশ্বরের আদেশ। তিনিই আমার হাত হইতে ঢিলটী লইয়া বৃদ্ধাকে আঘাত করিয়াছেন, আমি উপলক্ষ মাত্র।

রামমণি। সত্যং সত্যং—ত্বয়ি হৃষি[illegible]ং যথা নিযোক্ষিং তথা করামিং—

চিনিবাস। সাধ্বীং! সাধ্বীং!!

মন। বটেং বটেং—

সভা, ক্রমে সংস্কৃতময় হইয়া উঠিল। চিনিবাস তখন বন্ধু-মনোমোহনের হাতে ধরিয়া বলিলেন, "ভাই! আমি তোমাকে প্রাণ

অপেক্ষা প্রিয়তম ভাবি। তুমি আমার কথা রক্ষা কর। অদ্য মহচ্চিত্তের একটু লক্ষণ দেখাও। ধর্ম্মের জন্য গৌরাঙ্গ একদিনে সন্ন্যাসী; স্ত্রীকে ত্যাগ করেন। আর আজ তুমি ধর্ম্মের জন্য গৃহে গমন না করিয়া থাকিতে পারিবে না কি? স্ত্রীপুত্র মাতাপিতা লইয়া যাহারা সংসারজালে জড়িত, তাহাদের দ্বারা সমাজের উন্নতি হয় না। তুমি মোহ-মায়া পরিত্যাগ কর। কল্য দশটার সময় আদালতে গিয়া ধনঞ্জয় বাচস্পতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাও—সমাজিক কুসংস্কার দূরীভূত হউক।

মন। ভাই! তোমার আজ্ঞা কখন লঙ্ঘন করি না—তবে কি না, ঘরে স্ত্রী—

চিনিবাস। স্ত্রী—কি? যে স্ত্রী, পতির-স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যাঘাত দেয়, সে, স্ত্রীনামের উপযুক্তই নয়—তুমি এখনি তাহাকে ডাই-ভোর্স করিতে পার—

মন। না, না,—তা, নহে। আমি কালই সাক্ষ্য দিব। ঐ ১২ পৃষ্ঠা হাতের লেখা মুখস্থ করিতে অদ্য বড়ই কষ্ট হইবে।

চিনিবাস। ভগিনী বিনোদিনী মুখস্থ-বিষয়ে আপনার সহায় হইতে পারেন—

মন। পণ্ডিতা বিনোদিনী এবং নিরাকার ঈশ্বর—এই দুই ব্যক্তি সহায় হইলেই কার্য্য-সিদ্ধি হইবে।

তখন বিনোদিনী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন,—"শেষরাত্রে জাগিয়া শিক্ষা দিতে হইলে, প্রথমত, আমায় সেই লালবর্ণ জলীয় ঔষধ সেবন আবশ্যক—"

চিনিবাস। তাতে আপত্তি নাই—মাত্রা বেশী না হইলেই হইল,—ইহাতে শুদ্ধি-সাধিনী সভার নিয়ম ভঙ্গ করা হয় না।

তখন লাল মহৌষধে কলেবর প্রফুল্লিত করিয়া, মনোমোহনকে সঙ্গে লইয়া বিনোদিনী পাঠগৃহে চলিলেন। রামমণি দেবীও

চিনিবাসের হাত ধরিয়া সংস্কৃতে কথা কহিতে কহিতে কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কলিকালে ইংরেজরাজত্বে ধর্ম্মের সূক্ষ্মা গতি। সুতরাং দায়রার বিচারে ধনঞ্জয় বাচস্পতির তিন বৎসর মেয়াদ হইল। মনোমোহন, রামকানাই, কৃষ্ণমালা, চারিজন কনষ্টেবল, এবং স্বয়ং ছিনিবাস—ইঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "হাঁ, আমরা ধনঞ্জয়কে ডাকাতি করিতে দেখিয়াছি। পুত্র ননীগোপালও, পিতা-ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। সে বলিল, "পিতা, মৈ লাগাইয়া প্রাচীরে উঠেন; তথা হইতে তরবালের খাপ খুলিয়া, লম্ফ দিয়া ভূতলে পড়িলেন, এবং কাট্ কাট্ শব্দে ভে-রে-রে-রে করিয়া ধাবিত হইলেন। আমি তখন ভয়ে ঘরে খিল দিলাম।" ধনঞ্জয় এতক্ষণ নীরব ছিলেন; কেবল আপন মনে ইষ্টমন্ত্র জপিতেছিলেন।

পুত্রকে সাক্ষীর কাটরায় দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিল। শেষে পুত্রের জোবানবন্দী শুনিয়া তিনি উচ্চরবে জজকে বলিলেন,—"আমি ডাকাতই বটে,—তবে এই এক অনুরোধ, কারাবাস দণ্ড না দিয়া, একেবারে ফাঁসি দিন। আর আমার সাফায়ের সাক্ষী দিবার আবশ্যক নাই।—"

আসামীর উচ্চরবে কথা শুনিয়া, কনষ্টবল এবং চপরাশীবৃন্দ চুপ চুপ চুপ করিয়া উঠিল। ধনঞ্জয় বাচস্পতি আরও তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি ডাকাত, আমি ডাকাত—আমায় ফাঁসি দাও,—আমায় ফাঁসি দাও—"

জজ সাহেব, গবর্ণমেণ্ট উকীলকে জিজ্ঞাসিলেন, "গতিক কি, ব্যাপার কি?"

উকীল। বোধ হয় আসামী পাগলের ভাণ করিতেছে।

জজ। পাগলকে পাগলাগারদে পাঠান উচিত।

ধনঞ্জয়। আমি পাগল নহি, আমি ডাকাত।

শেষে সূক্ষ্ম বিচারে ঠিক হইল, আসামী পাগল নয়, কেবল সে নিজদোষ একরার করিতেছে। জুরীগণ এক বাক্যে বলিলেন, "আসামী দোষী।" জজ রায় দিলেন, "আসামী বৃদ্ধ এবং অক্ষম; এবং ইহা তাহার প্রথম অপরাধ বলিয়া বোধ হইতেছে; সুতরাং তাহার তিন বৎসর সপরিশ্রম কারাবাস দণ্ড-আজ্ঞা হইল।"

সেইদিন রাত্রে চিনিবাসের গৃহ আনন্দ-নিকেতন হইল। গৃহদ্বারে লাল কাপড়ে লেখা হইল,—"সত্যমেব জয়তে।" ছাদে ধ্বজা উড়িল, "ধর্ম্মের জয়।" কীর্ত্তন আরম্ভ হইল;—

গেলরে দুখ রজনী সমুদিত দিনমণি
সত্যধর্ম্ম হইল প্রকাশ।

পাপনিদ্রা পরিহরি   এস সব নরনারী
ছিন্ন করি এস মোহ পাশ।
(হায় হায়) সত্যধর্ম্ম হইল প্রকাশ॥

কলিকাতায় সেই লবঙ্গলতা পত্রিকায় প্রবন্ধ বাহির হইল,—"ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! ধর্ম্মের জন্য পরশুরাম মাতাকে বধ করেন, ধর্ম্মের জন্য মহাবীর কর্ণ নিজ অঙ্গ কাটিয়া ইন্দ্রকে অক্ষয় কবচ প্রদান করেন, দুর্য্যোধনের রাজসভায় দ্রৌপদী বিবস্ত্রা হইলেও, ধর্ম্মের জন্য পঞ্চপাণ্ডব নীরব রহেন, ধর্ম্মের জন্য রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে বনে পাঠান,—আর আজ সত্যধর্ম্মের জন্য ননীগোপাল পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া পিতার তিন বৎসর কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা ঘটাইয়াছেন। অহো! ধর্ম্মের কিবা আশ্চর্য্য বিকাশ!—কিবা গোলাপী-প্রস্ফুটন! এ অধঃপতিত ভারতে পুনরায় কি সত্যের বিজয়-ভেরী বাজিয়া উঠিবে? আবার কি সেই,—

নির্ম্মল সলিলে বহিবে সদা,
তটশালিনী সুন্দর যমুনেও ?

"ননীগোপাল বঙ্গের একটী উজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছেন। কুসংস্কার-অন্ধকার ভেদ করিয়া, তিনি আজকাল কেবল মধ্যাহ্ন-তপনের ন্যায় দপ্ দপ্ দপিতেছেন। তিনি যেমন ন্যায়পরায়ণ, তেমনি কৃতকর্ম্মা। তাঁহারই গুণে কৃষ্ণনগরের ডাকাতদল কতকটা ম্লানমুখ হইয়াছে। উপস্থিত ডাকাত-ধরা কাণ্ডে সুযোগ্য পুলিস সাহেবকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।"

শ্রীরমণীনাথ "মিত্র"

ধনঞ্জয় বাচস্পতির জেলখানায় একমাস মধ্যে মৃত্যু ঘটিল। কারাগারের মে[illegible] দেখিয়া তিনি তথাকার অন্ন গ্রহণ করিলেন না। অনেক রকম সাধ্যসাধনা এবং বলপ্রয়োগ করা হইল,—তথাচ তিনি ভাত খাইলেন না। তিন দিনের দিন, দুধ আর গঙ্গাজল

পান করিলেন। শেষে উদরাময় হওয়ায় তিনি জেল-হাঁসপাতালে আনীত হইলেন। তথাকার সুচিকিৎসায়, একমাস মধ্যেই তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

পিতার মৃত্যুর পর, উপযুক্ত পুত্র ননী-গোপাল একটা আনন্দভোজ দিলেন। কলিকাতার উইলসন হোটেল হইতে ৫০০৲ টাকার আহারীয় দ্রব্য কৃষ্ণনগরে গেল। বাচস্পতি ইহ-জীবনে যা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বোধ হয় তাহার সমস্তই পুত্রকর্ত্তৃক পিতৃশ্রাদ্ধে ব্যয়িত হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগর-বিজয় সমাপ্ত হইল। চিনিবাস, রামধন, রামকানাই, ননীগোপাল, মনোমোহন, বিধুভূষণ, রামমণি, কল্যাণী, কুঞ্জমালা, বিনোদিনী, বামাসুন্দরী, বিমলা—সকলেই দিগ্বিজয়-মানসে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ভবানী-পুরে বাসা ভাড়া লওয়া হইল। শেয়ালদহ ষ্টেসনে অবতরণ মাত্র কলিকাতার জনসাধারণ,

অর্থাৎ ৭টী পুরুষ এবং ৫টী স্ত্রী—তাঁহাদিগকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে ধ্বজা পতকা উড়াইয়া, বাসায় লইয়া গেলেন। লবঙ্গলতা পত্রে গ্রেট অক্ষরে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল, "১৫ই ভাদ্র শনিবার মহামহোপাধ্যায় পরম পণ্ডিত, তত্ত্বদর্শী, বিবেকী ঈশ্বরের প্রতিকৃতি স্বরূপ শ্রীযুক্ত চিনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার টাউনহলে 'সমাজসংস্করণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। জনসাধারণের আগমন প্রার্থনীয়।"

চিনিবাস-জননী।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
নদ নদী একাকার আটদিকে জল ॥
কহিতে দুঃখের কথা চক্ষে বহে জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল ॥

আজ ছয় দিন অতিবৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। পুকুর, ডোবা, পথ, ঘাট, মাঠ, উঠান সমস্তই জলে একসা হইয়া তক্‌তক্ করিতেছে। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। পৃথিবী ঈষৎ অন্ধকারময়। ধীর, গভীর স্বনে বায়ু বহিতেছে। আমগাছের ডাল ভগ্ন; মাটীর প্রাচীর পতিত; খড়ের পুরাণ পচা চাল ছিঁড়িয়া, জল পড়িয়া, ঘরের মেজে সপ্ সপ্ করিতেছে,—স্থানে স্থানে কাদাও হইয়াছে। গ্রামে দুইখানি বই মুদির দোকান ছিল না। প্রলয় জলের প্রভাবে দোকানদ্বয় আজ দুই

দিন বন্ধ আছে। যার বড় দরকার, সে মুদি-গিন্নির সুপারিষ করিয়া, দ্বিগুণ দরে চাল, ডাল, নুন, তেল কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। গ্রামের মধ্যে যাঁরা একটু সঙ্গতিপন্ন, তাঁহারাই দু চারিজন একত্র হইয়া, কেবল পাশা তাস শতরঞ্চ এবং তামাকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। গরম গরম চাল-কড়াই ভাজা, রতিপরিমাণে লঙ্কা সংযোগে, কখন বা আদার বুকনি দিয়া বড়ই মিঠা লাগিতেছে। যাঁহার সংস্থান আছে, তিনি মুসুরির ডাল, মিহি চাল এবং গাওয়া ঘৃত—এই তিন মহাদ্রব্যকে জল এবং অগ্নির দ্বারা রাসায়নিক ভাবে সুমিশ্রণ করিয়া, নিজ রসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছেন। যাঁহার নাই, তিনি ঘনঘটাপূর্ণ আকাশ পানে চাহিয়া, বৃষ্টির জলের সহিত চোখের জল মিশাইয়া, কেবল ধরাতল অভিষিক্ত করিতে-ছেন।

ঐ যে সম্মুখে একখানি কুঁড়ে ঘর—ছিটেবেড়ার দেওয়াল, কেশের ছাউনি, তাল-পাতার আগড়, আর বাঁশের খুঁটী—ঐ ঘরটী কার? ঘরের ভিতরে কাদা বলিলে অত্যুক্তি হয় না;—বৃষ্টির জল উপর দিয়া পড়ে, পাশ দিয়াও আসে, আর সম্ভবত নিম্নতল হইতেও জল উঠিতেছে। ঘরে আসবাব, সাজ-সরঞ্জাম কিছুই নাই; কয়েকটী পুরাণ ফাটা হাঁড়ি এক কোণে আছে, ঘরের উত্তরাংশে বাঁশের সাঙার উপর একখানি শতধা ছিন্ন, মলিন, কাপড় শুকাইতেছে; তাহার অদূরে গামছাবৎ একটু ন্যাকড়ায় যেন কি একটা জিনিষ বাঁধা রহিয়াছে। সেই সাঙার নীচে, ছিটেবেড়ার দেওয়ালের পাশেই একটা উনান জলে গলিয়া যেন দ্রব হইবার উপক্রম হইতেছে।

সেই ঘরের একমাত্র অধিকারিণী—একটী স্ত্রীলোক। কেবল স্ত্রীলোক হইলে কি

হইবে?—তার যে নানা [illegible] রমণীর একটীও দাঁত নাই, সুতরাং [illegible] দুটি সুগোল সরস নহে, জলহীন ভিস্তীর মশকের মত বসা এবং বিশুষ্ক। মেয়েমানুষটীর গলার আওয়াজ সুমধুর নহে—কণ্ঠধ্বনিটা বসন্তবাহার রাগিণীর ঠিক বিপরীত,—কি এক রকম যে, ফদ্ ফদ্ করে কথা কয়, তার কিছুই বুঝা যায় না। চুলগুলা ত শোনের নুড়ী, তাও খাট খাট,—[illegible]ভাগটাত একবারেই নেড়া;—অন্তত যদি সেই নবনীলনীরদতুল্য আজানুলম্বিত কেশকলাপ তাহার পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত থাকিত, অথবা যদি কুণ্ডলীকৃত কুন্তল খোঁপায় পরিণত হইয়া, সুবর্ণ-গোলাপের সাহায্যে ঝকমক্ ঝকিত, তাহা হইলেও বা একদিন ঐ স্ত্রীলোকটীর নারীসমাজে পরিচয় করিয়া দিতে পারিতাম। আরে ছি!—আবার ও-কি?—অঙ্গ উলঙ্গবৎ যে!—কাঁচলী কসন কৈ? বাবুথাকা পাছা-পেড়ে মিহি কাপড়ই বা কৈ? ঝমঝমায়িত

চারিগাছা মলও যে পায়ে নাই। আর মিট-মিটে চোখদুটীত কোটরগত। সেই বিলোল-লোচনী বিলাসিনীর মত সবিলাস কুটিল-কটাক্ষ, রাজহংস-গঞ্জন-গমন, ক্ষীণকটীর সেই মৃদুলমধুর হিল্লোলই বা কৈ? সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! মাগী বুড়ী!!—রাম, রাম!—শিবো, শিবো!

সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী, কুটীর মধ্যে একখানি কাঠের উপর বসিয়া তুলা পিঁজিতেছে। তুলা গুলি যে কোথায় রাখেন, এমন স্থান একটুও নাই—ঘরের মেজেত কাদা। পেঁজা-তুলা কতক আঁচলে রাখিয়াছেন, কতক একটা ভাঙ্গা হাঁড়িতে আছে। আঁচলে বড় বড় ছিদ্র; কতক তুলা সেই ছিদ্র দিয়া গলিয়া পড়িয়া গেল। বৃদ্ধা সেই গুলি আবার খুঁটে খুঁটে তুলিতে লাগিলেন; হঠাৎ একটু জোরে বায়ু বহায় কিছু তুলা আঁচল হইতে উড়িয়া গেল।

বৃদ্ধা বড় বিব্রত হইলেন; উঠিয়া দাঁড়াইলেন; দৌড়িয়া তুলা ধরিতে গেলেন; কিন্তু উড়ন্ত তুলা কি সহজে ধরা যায়? বৃদ্ধার পা পিছলিয়া গেল; ছিটেবেড়ার দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া বৃদ্ধা গৃহমধ্যে পতিত হইলেন। আঁচলের তুলা ঘরময় ছড়াইয়া গেল। পবনদেব সুবিধা বুঝিয়া এইবার অনেক তুলা বড়গাছের উপর তুলিলেন; কতক গৃহস্থের চালে রাখিলেন কিছু তুলা বা কোন কামিনীর খোপায় পরাইয়া দিলেন।

ঢাকাই-মলমলবৎ মিহি-ছাঁচে-গড়া নবীনা কামিনীমূর্ত্তির মূর্চ্ছিত হইবার জন্য, আজকাল বুঝি ফুলের আঘাতও দরকার হয় না; কিন্তু সেকেলে পাকা বুড়া-হাড়ে সব সয়। বৃদ্ধা ভূলুণ্ঠিতা, তথাচ মূর্চ্ছিতা হইলেন না। কেবল তিনি ক্ষীণ, ভাঙ্গা ভাঙ্গা কম্পিতস্বরে বলিলেন, "বাবা চিনিবাস, তোর মা আর বেশী দিন বাঁচ্‌বে না—তোর একবার মুখটী

দেখে মর্‌বো—” এই কথা বলিতে বলিতে মায়ের চক্ষে জল আসিল।

একটী প্রতিবেশিনী বালিকা দৌড়িয়া আসিয়া,—“অ-বুড়ী, বুড়ী—তোর যে তুলো সব উড়ে গেল। এই নে, এত গুলো তুলো আমাদের ঘরে যেয়ে পড়েছিলো।”

এই কথা বলিয়া বালিকা কতকগুলা পেঁজা-তুলা চিনিবাস-জননীর হাতে দিল। বালিকার বয়স তের; দুই বৎসর বিবাহ হইয়াছে; তাহার স্বামী কলিকাতায় একটু মোটা মাহি-নার চাকুরী করেন। বুড়ীর কুঁড়ের দশ হাত দূরে বালিকার পিতৃগৃহ।

মাতাকৌশল্যা অতি করুণস্বরে বলিলেন, “না, না,—আমার তুলায় আর কাজ নাই, তোমরা জন্ম-এয়িস্ত্রি হয়ে বেঁচে থাক, হাতের ন ক্ষয় যাক্; আমার মরণ হ’লেই এখন ভাল! তবে বাছাকে একবার দেখে মরবো এই বড় সাধ! বাছার মুখটী আজ

এক বছর দেখি নাই।” কৌশল্যার চোখ দিয়া টস্ টস্ জল পড়িতে লাগিল।

বালিকা। দেখ্, পাগ্‌লী বুড়ী, তুই যদি কাঁদ্‌বি, তা হ'লে তোকে এখনি মার্‌বো” এই বলিয়া বালিকা নিজ অঞ্চল দিয়া কৌশল্যার মুখ, চোখ মুছাইয়া দিল।

বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসিল,—“একি বুড়ি? —তোর গায়ে এত কাদা কেন? ঘরময় এত তুলা ছড়ান কেন? আজ কি তুই তাঁতিদিগে তুলা বেচিস্ নাই? বুড়ী, তুই আজ কি খেয়েছিস্ বল? মুখ তোর শুক্‌নো উনন ভাঙ্গা কেন?—আজ বুঝি এখনও কিছু খাস নাই!”—

কৌশল্যা নীরব, কোন কথার উত্তর দিলেন না,—কেবল তাঁহার গণ্ডস্থল দিয়া বারিধারা বহিতে লাগিল।

বালিকা উত্তর না পাইয়া বুঝিল, বৃদ্ধার প্রকৃতই আহার হয় নাই। বলিল, “দেখ্,

বুড়ী! আজ তোকে আমাদের বাড়ী কাঁধে ক'রে নিয়ে যেয়ে এখনি ভাত খাওয়াব।"—

কৌশল্যা সস্নেহে বালিকার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন,—"দিদিমণি! তুমি ত জান, আমি কারু ভাত খাই না।"

বালিকা। আমি আজ তোর কোন কথা শুন্‌বো না—ভাত আজ খাওয়াবই—তুই মরে গেলে সন্ধ্যাবেলা আমাদের শোলক বল্‌বে কে?—

কৌশল্যা। দিদিমণিটে পাগল! তোমাদের ঘরে একটু গুড় থাকেত নিয়ে এস—তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাবো—

সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা বৃদ্ধার পরিতৃপ্তির নিমিত্ত আপন গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল।

চিনিবাস-জননীর দুঃখের সীমা নাই। আজ তিন দিন তাঁহার অন্নাহার হয় নাই;

স্ত্রীলোকের বড় কঠিন প্রাণ, তাই তিনি আজও বাঁচিয়া আছেন। কাল তিনি চাল ভিজাইয়াছিলেন,—কিন্তু তিন চারিবার মুখে দিয়া, আর খান নাই। গত পরশ্ব, শাক ও ভাত একত্র রন্ধনের চেষ্টা করেন, কিন্তু উনান কিছুতেই ভাল ধরিল না। আধফুটন্ত হওয়ার পর, একটা বেশী দমকে বৃষ্টি আসিল,—এবং ছেঁদা চাল দিয়া জল পড়িয়া, একেবারে উনান নিবিয়া গেল। বৃদ্ধা আধ-ফুটন্ত ভাত একগ্রাস মুখে দিলেন, আর ভাতে হাত দিলেন না।

অদ্য তৃতীয় দিনে কিছুরই সংস্থান নাই,—একটু ন্যাকড়াতে কেবল এক পোয়া আন্দাজ খেঁসারির ডাল বাঁধা ছিল। আজ তাই তিনি ভোরে উঠিয়া চরকায় সুতা কাটিতেছিলেন! তুলা ফুরাইয়া গেল, অথচ এক পয়সার বৈ সূতা হইল না। সুতরাং আবার তুলা পিঁজিতে আরম্ভ করেন। বৃদ্ধার

ইচ্ছা ছিল,—তিন পয়সার আন্দাজ সূতা কাটিয়া, পাড়ার তাঁতিদিগে বেচিয়া, মুদীর দোকান হইতে চাল্ নুন কিনিবেন। কিন্তু দুর্দ্দান্ত পবন, তাঁহার এ সাধেও বাদ সাধিল।

পিতার মৃত্যুর পর, চিনিবাস যে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, তাহার আজ কিছুই নাই। অসার সংসারে বিষয় বিভবকে অধিকতর অসার বোধে, তিনি তালুক, লাখরাজ-জমী, বাড়ীঘর, পুকুর, বাগান, যা কিছু ছিল সমস্তই বিক্রয় করিয়া ফেলেন। গ্রামে একঘর তাঁতি বড়মানুষ আছে, ঘরভীটা তাহারাই খরিদ করে। চিনিবাসের মা কৌশল্যাকে তাঁতিরা ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয়। বৃদ্ধা-ব্রাহ্মণ-কন্যার কান্না দেখিয়া, ব্রাহ্মণীকে তাঁতিরা ঐ ছিটেবেড়ার গোয়াল ঘরটী প্রদান করে। কৌশল্যা ঐ কুটীরেই দুঃখে সুখ করিয়া,—কেবল চিনিবাসের মঙ্গল কামনায় বাস

করিতেছিলেন! নিজের যা কিছু "ধূলা গুঁড়া" ছিল, তাহাই ভাঙ্গাইয়া চুরাইয়া দিন কাটাইতেছিলেন। হঠাৎ একদিন বিধু-ভূষণ বাঁড়ুয্যে গ্রামে আসিয়া কৌশল্যাকে বলিল,—"চিনিবাস বড় বিপদে পড়িয়াছেন; অন্তত নগদ হাজার টাকা না দিলে উদ্ধার নাই; ধনঞ্জয় বাচস্পতি তাঁহার বাটীতে ডাকাতি করায় তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন; ডাকাতির মোকদ্দমা উত্তমরূপ প্রমাণ না হ'লে, চিনিবাসকে জেলে যেতে হবে,—এখন হাজার টাকা না দিলে চিনিবাস বাঁচে না,—এই তাঁর পত্র দেখ।"

এ কথা শুনিয়া কৌশল্যা কত কাঁদিলেন, কাটিলেন; বলিলেন, "হাজার টাকা আমি কোথা পাব?"

বিধু বাবু বলিলেন, "তবে চিনিবাস জেলে যাক্।"

পুত্রের অশুভ সংবাদ পাইলে মায়ের

মনের বেগ কি কখন থামে? বৃদ্ধার যা কিঞ্চিৎ সংস্থান ছিল, সমস্তই বিধুর হাতে দিলেন,—মোট হইল ১২৩৷৶০ টাকা মাত্র। এক ছড়া দু-নর সোণার মালা সাড়ে ছয় ভরির ছিল,—তাহাই ১০০৲ টাকায় বিক্রীত হইল। নগদ, ১৪৲ টাকা বৈ ছিল না; একখানি তক্তাপোষ, একটী ঘড়া, দুখানি থালা, এবং একটী সেকেলে বাক্স বেচিয়া ৯৷৶০ হইল;—সুতরাং একুনে ১২৩৷৶০ লইয়া বিধু বাবু, চিনিবাসের নিকট যাত্রা করেন।

হাজার টাকার পরিবর্ত্তে ১২৩৷৶০ টাকা পাইয়া চিনিবাস একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধ-কম্পিতস্বরে তিনি বিধু বাবুকে বলিলেন, "তোমার মত সংসারানভিজ্ঞ ব্যক্তি ত আমি ইহজীবনে কখন দেখি নাই? তুমি ঐ অকিঞ্চিৎকর অর্থ গ্রহণ করিলে কেন? ঐ টাকা সেই বৃদ্ধা স্ত্রী-

লোকের গায়ে ছড়াইয়া দিয়া "আমি তোমাকে ইহা দান করিলাম" বলিয়া চলিয়া আসিলে না কেন? তাহা হইলেও, আমার সম্মান, গৌরব কতকটা বজায় থাকিত। সেই মায়াবিনী, বৃদ্ধা পাকা-ডাইনীর হস্তে যদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলে আজও তার হাতে অন্তত আট হাজার টাকা আছে। সেই পাপীয়সীর একটা ভিক্ষাপুত্র আছে; মরণকালে বৃদ্ধা তাহাকেই ঐ টাকাটা দিয়া যাইবে—ইহা আমি কোন্ প্রাণে সহ্য করিব? বুড়ীর নামে প্রবঞ্চনার অভিযোগ আনিয়া ফৌজদারীতে নালিস করিলে হয় না কি?"

ক্রমে চিনিবাস বাবু সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। প্রলয়কালীন রুদ্রমূর্ত্তিবৎ তাঁহার অঙ্গ দিয়া মহা-অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল; তখন চিনিবাস-মহাদেবের,—

ঊর্দ্ধে ছুটে চেরাসিতি ঘটা জর জর।
উছলিয়া ঘাম-জল ঝরে ঝর ঝর॥

গর গর গর্জ্জে নাক জিহ্বি লক্ লক্।
কোটি সূর্য্য অঙ্গে অগ্নি করে ধক্ ধক্॥
হল্ হল্ জ্বলে কণ্ঠে কাল হলাহল।
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট হাসে খল্ খল্॥
মহাক্রোধে চিনিবাস কলম ধরিয়া।
কাগজ কৈ, কাগজ কৈ কহিছে হাঁকিয়া॥
দোয়াত দে, দোয়াত দে, দেখিব কেমন।
ডাইনী লুকায়ে রাখে জনকের ধন।

প্রলয়-কালের সেই বিভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া চিনিবাসের নিকট আর কেহই স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না। রামকানাই, রামধন, ননীগোপাল ভয়ে চক্ষু মুদিলেন। তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড লোপ হয়-হয় দেখিয়া, সেই শক্তিরূপিণী, পবিত্র-প্রণয়ের মহাখনি, মহাদেবী রামমণি ধনী ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া, চিনিবাসের মাথায় হাত দিয়া সংস্কৃতে বলিলেন—"শান্তং, শান্তং, শান্তং—ক্রোধং সংহরং প্রভোং।" অমনি পৃথিবী ঠাণ্ডা হইল।

সমস্তই জলবৎ তরলং হইয়া গেল। তখন ঈশ্বর উপাসনার পর, রামমণির সুপরামর্শে মহাত্মা চিনিবাস কৌশল্যা-ডাইনীকে এইরূপ পত্র লিখিয়া ডাকে পাঠাইলেন;—"অয়ি! মায়াবিনি! দুষ্টচরিত্রে! কুলকলঙ্ক-কারিণি! কুলস্বাস্থ্যবিনাশিনি! তোর মুখ দেখিলেও পাপ হয়! তোকে জননী সম্বোধন করিতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়। আমি এক হাজার টাকা মাত্র দাবী করিয়াছিলাম,—কিন্তু কি জন্য সে টাকার আট ভাগের এক ভাগও দিলি না? অদ্যই ইহার সমুচিত প্রতিফল দিতাম, কিন্তু কোন গরীয়সী মহিলার অনুরোধে তাহা ঘটিল না। তোর বড়ই অদৃষ্ট-জোর। অদ্য হইতে আমার প্রতিজ্ঞা, তোর মুখও দেখিব না, আর তুই যে গ্রামে থাকিবি, সে গ্রামেও পদার্পণ করিব না।"—

তোমারই একান্ত অনুগত

শ্রীচিনিবাস।

এই পত্র যথাসময়ে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। বৃদ্ধার যদি কখন কালেভদ্রে চিঠি আসিত, তাহা হইলে, সেই বালিকা পত্র পড়াইয়া শুনাইত। বালিকা চিনিবাসকে চিনিত; সুতরাং ঐ পত্রের কথা গোপন রাখিয়া বালিকা বলিল, "ও বুড়ী! তোর ছেলে আছে ভাল; শীঘ্র বাড়ী আস্‌বে লিখেচে; এইবার তোকে কলিকাতায় নিয়ে যেয়ে, প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করাবে বলেছে।"

কৌশল্যা। হায়, আমার অদৃষ্টে কি সে সুখ আছে? আমার চিনিবাস বেঁচে থাক; তাকে রেখে মরিতে পারিলেই আমার সুখ।

বালিকা। দূর বুড়ী! তবে তুই কি বৌ নিয়ে ঘর করবি না? ছেলের বিয়ে দিয়ে, বৌ এনে ঘর করে, নাতির মুখ দেখে, আমাদিগে শোলক বল্‌তে বল্‌তে তবে তুই মরবি—

কৌশল্যা। দিদিমণি, তেমন অদেষ্ট আমি করে আসিনি!

বৃদ্ধার চোখে জল আসিল।

এইরূপে চোখের জলে আষাঢ় গেল, শ্রাবণ গেল, ভাদ্র আসিল; চিনিবাস তথাচ বাটী আগমন করিলেন না। কৌশল্যা কেবল বালিকাকে জিজ্ঞাসেন,—“চিনিবাস আমার, কবে ঘরে আসবে, দিদি?” বালিকা উত্তর দেয়, “দূর বুড়ী, তুই ভাবচিস্ কেন? তোর ছেলে এলো বলে?”

ওদিকে চিনিবাসের মাতা পুত্রকে ১২৩॥৵০ টাকা পাঠানর পর, একরকম সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। ভাত খাবার একটী খোরা ছিল, ক্রমে সেটীও তিনি বাঁধা দিলেন। শেষ সম্বল রহিল—একটী পিতলের ঘটী। এত দুঃখেও, বৃদ্ধা কাহারও প্রদত্ত অন্ন খান নাই।

বালিকার মায়ের নাম জগৎতারিণী। তিনি কতদিন বৃদ্ধাকে আহারের জন্য কত সাধ্যসাধনা করিয়াছিলেন, তথাচ তিনি একদিনও তাঁহার গৃহে খাইতে স্বীকৃত হন নাই। তবে বালিকা

মধ্যে মধ্যে মায়ের নিকট হইতে সাময়িক ফল মূল লইয়া আসিলে, বৃদ্ধা তাহা গ্রহণ করিতেন। শ্রাবণ মাসে বড় কষ্ট হইল। দিন আর যায় না। বৃদ্ধা সেই পিতলের ঘটীটী বাঁধা দিলেন। তুলা কিনিলেন। তুলা কাটিয়া গ্রামের তাঁতিবাড়ী বেচিয়া প্রত্যহ যে, দু তিনটী পয়সা পাইতেন, তাহাতেই কোন রকমে তাঁহার দিনপাত হইত! কিন্তু ভাদ্র মাসের সপ্তাহ-কালব্যাপী-অতি-বৃষ্টিতে চিনিবাস-জননী ত্রিভুবন আঁধার দেখিলেন। এইত ব্যাপার। পূর্ব্ব ঘটনা ঐরূপ।

দেখিতে দেখিতে বালিকা এবং জগৎ-তারিণী, বৃদ্ধার জন্য জলখাবার বহিয়া লইয়া উপস্থিত হইলেন। জগৎতারিণীর দক্ষিণ হস্তে বৃহৎ থালা, তদুপরি গুড়, সন্দেস, মুগেরডাল ভিজান, দোফলা-গাছের দুইটী পাকা আম, সাজান রহিয়াছে। বালিকার হাতে এক ঘটি জল। কুটীর মধ্যে থালা যে

কোথায় নামাইয়া রাখেন, জগৎতারিণী তাহার স্থান খুঁজিয়া পাইলেন না। কৌশল্যা, তাঁহাকে দেখিয়া, "এস মা, এস" বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "মা আমার জন্য এত খাবার এনেচ কেন?"

বালিকা। বুড়ী, তোকে আজ সব খেতে হবে; একটু যদি ফেলিস্, তা'হলে পিটে এই গুম্ করে কীল মার্‌বো—

জগৎতারিণী। এমনত কিছু বেশী জিনিস নেই—আস্তে আস্তে বসে বসে খাও, খেতে পার্‌বে এখন!

বৃদ্ধা, উহারই মধ্যে, একটু পরিষ্কার স্থানে থালা খানি রাখিয়া দিলেন।

বালিকা। বুড়ী, বাবা কল্‌কাতা থেকে ভাল আম পাঠিয়ে দিয়েছেন, খেয়ে দেখ দেখিন্, কেমন মিষ্টি—

জগৎ। আগে আম খেয়ে, তার পর সন্দেস্ খেও—

কৌশল্যা। না, মা,—আম্ কি আমি মুখে দিতে পারি মা! আমার চিনিবাস ঘরে নেই;—বাছা আমার, এ বছর ভাল আম্ খেতে পেয়েছে কি না জানিনা! চিনিবাস যদি ঘরে থাক্‌তো, তাকে এই সব আম্ খাইয়ে, তবে আমি তার একটু চেয়ে খেতাম। আম্ তুই নিয়ে যেয়ে ঘরে রেখে দে মা! বাছা শীগ্‌গির ঘরে আস্‌বে—তখন আম্ দুটী চেয়ে আন্‌বো—

জগৎ। তুমি, মা, ছেলে ছেলে করেই পাগল হলে! ছেলে এ দিকে, ভুলেও একখান্ চিঠি লেখে না, বুড়ী মলো কি রইলো, একবার চেয়েও দেখে না।

কৌশল্যা একটু ফ্যাল্ ফ্যাল্ নেত্রে চাহিয়া জগৎতারিণীকে জিজ্ঞাসিলেন, "তবে কি মা, চিনিবাস আমার, ঘরে আস্‌বে না?

বালিকা। বুড়ী, তুই খা খা; তোর ছেলে এই মাসেই ঘরে আস্‌বে—

বৃদ্ধা তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, অন্তরে চিনিবাসকে ডাকিয়া, ছল ছল চোখে খাইতে বসিলেন। গুড় আর মুগের ডাল ভিজান খাইলেন, অন্য কিছু গ্রহণ করিলেন না,—বালিকা সন্দেসটী খাইবার জন্য অনেক জেদ করিল; বৃদ্ধা উত্তর দিলেন, "সন্দেস কি আমরা খেতে পারি? চিনিবাস ঘরে আসুক, তাকে সন্দেস দিব, তোকে আঁচল ভরে সন্দেস দিব—তা হ'লেই আমাদের খাওয়া হ'লো।

বালিকা। বুড়ীকে যমে ধর্‌বে কবে গা?

কৌশল্যা। মরণ কি আমাদের অদেষ্টে আছে,—তা হলে অনেক দিন আগে মর্ত্তাম। তুমি আর একখানি চিনিবাসকে চিঠি লিখে দাও' না?—বাছাকে না দেখে আমার প্রাণের ভিতর কেমন হু হু কচ্চে—

ক্রমে বৃদ্ধা, সমগ্র পৃথিবী, যেন চিনিবাস-ময় দেখিতে লাগিলেন। একটু বেগে বাতাস

বহিল, বৃদ্ধা ভাবিলেন, বুঝি আমার চিনিবাস আসিতেছে। তালপাতার আগড় খড়্ খড়্ করিতে লাগিল, বৃদ্ধা স্থির করিলেন, চিনিবাস বুঝি দাঁড়াইয়া আগড়ে ধাক্কা মারিতেছে। আকাশ হইতে বৃষ্টির জল টপ্ টপ্ পড়িল, বৃদ্ধার ধারণা, বৃষ্টিসঙ্গে আকাশপথ হইতে চিনিবাস নীচে নামিল। কাক, কা কা ডাকে; বৃদ্ধা ভাবেন, সে বুঝি চিনিবাসের সংবাদ আনিয়াছে। বৃদ্ধার বুলি হইল, "চিনিবাস, চিনিবাস, চিনিবাস।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে কলিকাতায় কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। পথে পথে বিবিধ রঙের—ময়ূরপুচ্ছবৎ প্লাকার্ড। তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—

টাউনহলে

মহাসভা,—বিরাট বক্তৃতা।

নিষ্কাম ধর্ম্ম

শ্রীচিনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শনিবার সন্ধ্যার পর

অতি সুললিত স্বরে

সুমধুর বক্তৃতা

করিবেন।

অদ্ভুত দৃশ্য! অদ্ভুত দৃশ্য!! অদ্ভুত দৃশ্য!!!

শিক্ষিতা মহিলাগণের সঙ্গীত!

এ সুবিধা কখন ছাড়িবেন না।

আসুন, আসুন, আসুন।

বিষয়।

"সমাজ সংস্কার।"

লবঙ্গলতা পত্রিকায় ঐ ভাবেরই একটী "বিশেষ দ্রষ্টব্য" প্রকাশিত হইল। তবে ইহাতে বেশীর ভাগ এই লেখা ছিল,—"চারিটার মধ্যেই নরনারী সমাগমে টাউনহল পূর্ণ হইয়া যাইবে; যাঁহারা বিফল-মনোরথ না হইতে চান, তাঁহারা যেন চারিটার পূর্ব্বেই আসিয়া স্থান অধিকার করিয়া লয়েন।" কতকগুলি বালক, ইস্তিরি-করা সাদা ধপ্‌ধপে পিরাণ গায়ে দিয়া, পায়ে এক্টাকিন আঁটিয়া, একটা লাল ফিতা বুকে বাঁধিয়া,—পথে পথে, মোড়ে মোড়ে, গলিতে গলিতে, আফিসে আফিসে, স্কুলে স্কুলে, গির্জ্জায় গির্জ্জায়, নৌকায় নৌকায়, রেলে রেলে—লাল কাগজ বণ্টন করিতে লাগিল। তাহাতেও ঐ কথা লেখা।

তখন ৺ কেশবচন্দ্র সেন জীবিত ছিলেন। চিনিবাসের দলস্থ কয়েকটী বিজ্ঞ লোক তাঁহার নিকট গিয়া ধরিয়া বসিলেন,—

মহাগ

ার বিরাট বক্তৃতা।

"অদ্যকার মহাসভায় আপনাকে উপস্থিত থাকিতেই হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া গমন না করিলে, সমস্তই বৃথা।" কেশব বাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সামাজিক কার্য্যের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে; কিন্তু আমার শরীর অসুস্থ; সুতরাং যাইতে অক্ষম।"

বিজ্ঞলোকগণ তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধরিলেন। তিনি বলিলেন, "বাপু এ বয়সে আর আমাকে টানাটানি কর কেন? আমি ওসব কাজ অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছি। আমাকে মাপ কর—দেশে অনেক বড় বড় লোক আছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া যাও।"

ক্রমশ তাঁহারা শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ীর ঘাড়ে গিয়া পড়িলেন। সেই সুধীর [illegible] প্রকৃতিক রামতনু বাবু তাঁহাদের [illegible] শুনিয়া বিব্রত হইলেন। বাস্তবিক, ডাক্তারগণ কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র পরিশ্রম করিতে

তাঁহাকে তখন নিষেধ করিয়াছেন। তিনি অতি কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "আমার ত কোথাও যাবার যো নাই; ডাক্তার পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" সেই দলস্থ প্রধান বিজ্ঞ ব্যক্তি উত্তর করিলেন,—"আপনার কোনও কষ্ট হইবে না। পাল্কী করে ধীরে ধীরে আপনাকে নিয়ে যাব; বেশ একটী নিরিবিল জায়গায় বসিয়ে রাখ্‌বো—একটুও পরিশ্রম হবে না।"

রামতনু বাবু। আপনাদের কথায় আমার যাবার বড় ইচ্ছা হচ্চে। আমি গেলে যদি আপনাদের অভিলাষ পূর্ণ হয়, তাহা হইলে আমি অবশ্যই যাইতে রাজী আছি। কিন্তু [illegible] আমি একবার ডাক্তার বাবুকে [illegible] করিব, তিনি যদি বলেন, তবে [illegible]ই যাব।"

এখানে অর্দ্ধ-আশা পাইয়া, তাঁহারা কৃষ্ণদাস পালের নিকট গেলেন। তাঁহার নিকট নিম-

লাহিড়ীর তরে সভা নহে লালায়িত,—
শোন-ফুলবনময় চুল যার শিরে।
আষাঢ়ের মেঘ মত গম্ভীর গর্জ্জনে,
উচ্চকণ্ঠে ডাকি আমি বলি শতবার,—
“কাহারে না ডরি আমি ; ডমরুর রবে
ভীত নয় কাল ফণি,—দীপ্ত দিনমণি
এবে ; সভ্যতা আলোকে, আলোকিত মহী !
বেঁচে থাক্ ছাত্রবৃন্দ চিরজীবী হয়ে।
সভার গৌরব তারা ; ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল ;
বক্তা-কমলিনী-ভৃঙ্গ ; বসন্ত-কোকিল ;
বৈশাখের পাকা আম্ ; নিদাঘের জল ;
বক্তৃতা-অমৃত পানে অব্যয়, অক্ষয় ;
—বেঁচে থাক্ ছাত্রবৃন্দ চিরজীবী হয়ে।
নবীন নধর কিবা বালক-গঠন !
কচি কচি মুখে কিবা হাসি হাসি কথা !
বক্তৃতার তালে তালে কিবা হাত তালি !
সুরপুরে যেন শুনি পাখোয়াজ ধ্বনি।
বেঁচে থাক্ ছাত্রবৃন্দ চিরজীবী হয়ে”

আবার ডাগর ডাকে উচ্চে ডেকে বলি,—
"কার্ শক্তি রোধে মোর গতি ? বেগবতী
স্রোতস্বতী ভীমগিরি ভাঙ্গি পাড়ি যবে
ভবে বেগে ধায় ; পারে কি রে তৃণগুচ্ছ
—তুচ্ছ অতি যাহা—নিবারিতে সে বিক্রম ?
সিংহ সনে বাদ কভু করে কি শশকে ?
জোনাকি চায় কি কভু চাঁদেরে ঢাকিতে ?
তরবারি সহ কবে যুঝেছে প্যাঁকাটি ?
বেঁচে থাক্ ছাত্রবৃন্দ চিরজীবী হয়ে !
জীবন-ভরসা তোরা—কাঙ্গালের ধন !

সেনাপতির উৎসাহ-বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সকলে কোমর বাঁধিলেন। পঞ্চকন্যা যথাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিতা হইয়া ঝলবতীবৎ ঝল্ ঝল্ করিতে লাগিলেন। তীর, তারা, উল্কা, বায়ুর মত চিনিবাস বেগে, সদলে, টাউনহলে আসিয়া পৌঁছিয়াই, আগমন বার্ত্তা ঘোষণার জন্য স্বয়ং ভেঁপু বাজাইয়া দিলেন। দূরস্থিত বালকবৃন্দের কর্ণে তাহা যেন সুধাবৎ

লাগিল। বালকের মন-পাখী উধাও হইয়া উড়িল। শ্রীকৃষ্ণের মোহন বংশীধ্বনিতে যেন গোপিনীকুলের মন মজিল। কোন বালক স্কুলের ছুটীর পর, এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিয়া, জলযোগ করিতে বসিয়া, সবেমাত্র মেঠায়ের গুটীকত দানা ভাঙ্গিয়াছে,—অমনি সেই সুধাময় সুললিত স্বর তাঁহার কাণে পশিল। আর মিঠাই খাওয়া হইল না,—তিনি অমনি ছুটিলেন। আর একটী বালক সেই ঘরেই ঘুমাইতেছিল। প্রথম বালকের দৌড়াদৌড়িতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। সে যাইয়া, তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "ভাই! এত বিব্রত হইয়া তুমি কোথা যাইতেছ? আমায় শীঘ্র বল। এত ব্যাকুল কেন?" প্রথম বালক গদগদ-স্বরে বলিল,—

ভাই! ভেঁপুরব কিবা শুনিলাম!
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ!

না জানি কতেক মধু,
ভেঁপুরবে আছে গো,
পরাণ ছাড়িতে নাহি পারে।

কোন বালক, গৃহ-শিক্ষকের নিকট পাঠ লইতেছিল; ভেঁপুরব শুনিবামাত্র, সে পেট-কামড়ানির ভাণ করিয়া, বাহিরে গেল;—আর ফিরিল না। কোন বালক উল্টা পিরিহাণ গায়ে দিয়াই বেগে ধাইল। দুই পাটী জুতা পায়ে দিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া, কেহ বা এক পাটী জুতা অর্দ্ধ-মাত্রায় পায়ে দিয়াই ছুটিল। কোন বালকের গায়ে পিরিহাণ নাই, কাঁধে চাদর নাই, একছুটেই চলিয়াছে। কোন বালকের পিতা, ছেলেটাকে ধরিয়া রাখিয়াছে; বালক, পিতার বাহুদ্বয়ে বেষ্টিত হইয়া, পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রশিশুর ন্যায় কেবল ছট্‌ফট্‌ করিতেছে,—আর মুখে বলিতেছে, "আমাকে ছেড়ে না দিলে, আমি মরিব,—আমি আফিঙ খাইব।" চারি পাঁচ

বৎসরের কতকগুলি বালক উলঙ্গ হইয়া, কয়েকটী বয়োবৃদ্ধ বালকের পিছু পিছু ছুটিয়াছে। তন্মধ্যে একটী বৃদ্ধ-বালক উলঙ্গদের উদ্দেশে বলিল, "ওরে, ছেলেগুলো, তোরা ঘরে ফিরে যা—আমাদের সঙ্গে কোথা যাবি? তাহারা কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল, "না, না, না,—আমরা যাঁবো।" এইরূপে নানা রঙের, নানা ঢঙের বালক,—একে একে, দুয়ে দুয়ে, দশে দশে, দলে দলে দেখা দিল। সহরের সমগ্র বালক সভাস্থলে উপস্থিত। যে সকল বালক রোগ, গুরুজন-ভয়, অথবা উত্থান-শক্তি রহিত হেতু, সভাস্থলে শরীর-ধারণ পূর্ব্বক আসিতে অক্ষম হইল, তাহারা ঘরে থাকিয়াও সভায় মন, প্রাণ আত্মা পাঠাইয়া দিল। ব্যাপার অদ্ভুত হইয়া দাঁড়াইল। একজন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ তাঁহার বন্ধুকে জিজ্ঞাসিলেন, "এ সময় যদি টাউন হলটা ভাঙ্গিয়া পড়ে তা'হলে কলিকাতার সমস্ত লোকই কি

নির্ব্বংশ হয়?” তিনি বলিলেন, “ভাঙ্গিয়া পড়িলে দু চারিটা ছেলে বাঁচিতে পারে; কিন্তু সমভাবে সভায় থাকিলে, নিশ্চয়ই পিণ্ডলোপ; ভিটায় কাহারও সন্ধ্যা পাইবে না—পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ ত হইবেই।”

ষোলকলা পূর্ণ হইল। চিনিবাস অঙ্গঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ক্ষুধিতা বাঘিনী যেন সম্মুখে শীকার পাইয়া, লোভ-লোলুপ-নেত্রে চারিদিক দেখিয়া, দন্ত বিকাশ পূর্ব্বক বদন ব্যাদন করিল; অথবা কালনাগিনী যেন, ল্যাজে লগুড় প্রহারিত হইয়া, ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া উঠিল। চিনিবাস চীৎকার-রাগিণীতে আরম্ভিলেন;—“ভদ্রমহিলাগণ! এবং মহোদয়গণ! ভারতে নাই কি?—ঐ দেখ, উত্তরপ্রান্তে সুউচ্চ, সদুচ্চ, অত্যুচ্চ হিমালয়-নাম্নী মহতী গিরি মাথা খাড়া করিয়া দণ্ডায়মান,—এমন পর্ব্বত কোথাও দেখিয়াছ কি? ইউরোপ খুঁজিয়া আইস, আমেরিকা, আফরিকা, ভর

তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর—অষ্ট্রেলিয়ায় যাও,—এমন উচ্চ পর্ব্বত কোথাও দেখিবে না। তাই বলি, ভারতে নাই কি? আবার নদীর দিকে দৃষ্টিপাত কর,—গঙ্গা, গোদাবরী, গোমতীর সহিত পৃথিবীর কোন্ নদী তুলনীয়া?—ভারতীয় স্রোতস্বিনী যেরূপ সুলম্বা, সুন্দরী, সেরূপ আর কোথায়? (করতালি) মহাসাগরের কথা কাহারও মনে পড়ে কি? বঙ্গোপসাগরের মত এমন তরঙ্গমালাসঙ্কুল, সুপ্রশস্ত মহাসাগর আর কোথায় আছে কি? আর ওদিকে, উচ্চে গগনগর্ভে চন্দ্রের প্রখর উজ্জ্বল জ্যোতি তাকাইয়া দেখ।—বুঝিবে, এমন সুধাময়ী চাঁদ ভারত ব্যতীত আর কোথাও নাই। তাই বলি ভারতে নাই কি?

"যদি সবই আছে, তবে এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ কেন? (শোন, শোন) উদরান্নের জন্য আমরা পরের দ্বারস্থ কেন? ইহার একমাত্র মুখ্যতম কারণ—নারীজাতির অবনতি।

(ঘন করতালি)। আবার বলি, নারীর অবনতি (করতালি)। চির-কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া আমরা মারা যাইতেছি। স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-ব্যায়াম, এবং বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ,—এ সব সুপ্রথা আমাদের দেশে আছে কি? ইউরোপে ইহা আছে বলিয়া ইউরোপ রাজা; ভারতে নাই বলিয়াই ভারত প্রজা। (ঘন করতালি)। আজই এসব প্রথা ভারতে সুপ্রচলিত হউক,—কালই দেখিবে, যাদুমন্ত্র-বলে ভারত সজীব হইয়া উঠিয়াছে। একটা বিষয় আপনারা প্রণিধান করিয়া ভাবুন,—স্বাধীনতা ব্যতীত, স্বাধীন-ভাবে যথা তথা বিচরণ ব্যতীত,—রমণীকুলের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। একজন প্রসিদ্ধ মার্কিণ ডাক্তারের ইহাই মত। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দি। একটী পিঞ্জরাবদ্ধ হিন্দুমহিলার পেটের অসুখ ছিল, কিছুতেই আরাম হয় না। এমন সময় একজন বিজ্ঞ ফরাসি-ডাক্তার

এ দেশে আসিলেন; তিনি ব্যবস্থা দিলেন, রমণীকে স্বাধীনভাবে রাজপথে বিচরণ করিতে দাও, রোগ আরাম হইবে। স্বাধীনতা পাইয়া এক সপ্তাহ মধ্যে রমণী নীরোগ হইলেন, শেষে চায়েন্ হইয়া উঠিয়া বংশের নাম উজ্জ্বল করিলেন। (ঘন ঘন করতালি)। অসুস্থ রমণীর ছেলেও অসুস্থ হইবে, সুতরাং ভারতের আর আশা কোথায়? আর দেখুন,—ভারতের অনেক জমী এখনও পতিত আছে, গরু-আবাদী নিবন্ধন শস্য কম হয় বলিয়াই ভারতবাসীর অন্নকষ্ট। বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অনেক অতিরিক্ত সন্তান অবশ্যই জন্মিতে পারে। তাহারা তখন জঙ্গল-ভূমি আবাদ করিয়া ভারতের দুঃখ বিমোচন করিবে। (করতালি) কোন কোন অল্পবুদ্ধি, অদূরদর্শী মানব বলিয়া থাকেন, "ভারতে পুরুষের সংখ্যা কম, স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক; বিধবার

বিবাহ হইলে, অনেক স্ত্রীলোককে পুরুষ অভাবে চির-কুমারী থাকিতে হইবে।” এ সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য, ভারতে স্ত্রী, পুরুষের সংখ্যা সমান, বরং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিয়া দেখিলে, পুরুষের সংখ্যাই অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। চীন পরিব্রাজক হোয়েন্থশাং এ বিষয় বিশেষ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। আর ভট্ট, মোক্ষমূলর, মিল, মেকলে, আর ও-বাড়ীর সেজ বাবু—এ সম্বন্ধে সকলেই একমত। সুতরাং প্রমাণ অকাট্য, শিরোধার্য্য। আর যদি মনে করেন, পুরুষের সংখ্যা কম—অতএব বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে, অবিবাহিতা বালিকারা চির-কুমারীই থাকিবে,—তাহা হইলেও এক্ষণে আপাতত বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত। যখন পুরুষ অভাবে কতকগুলি স্ত্রীলোক নিশ্চয়ই অবিবাহিত থাকিবে,—তর্কের খাতিরে ইহা ধরিয়া লওয়া হইল,—

তখন কেবল বিধবারা ইহার ফলভোগী হইবে কেন? সাম্য ও ন্যায়ের বিচারে, কুমারীগণও ফলভোগ করিতে বাধ্য। নচেৎ পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হইতে হয়। পালা প্রথার সৃষ্টি হউক। একশত বৎসর বিধবার বিবাহ হউক! আর তৎপর একশত বৎসর কেবল কুমারীদের বিবাহ হউক। এই সৎসামঞ্জস্যে অধিক সুফল প্রসব করিবে। (করতালি)

জাতিভেদই যত অনর্থের মূল। আমি ব্রাহ্মণ বটি, কিন্তু আমার মন এমনই ভাবে গঠিত হইয়াছে যে, আমি চণ্ডাল বা তাঁতির উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে ঘৃণা করি না। সমাদরে, সসম্মানে, তাহাদের সহিত কোলাকুলি করি। ইহা সৎশিক্ষার একমাত্র ফল। তাঁতিজাতিকে অস্পৃশ্য বিবেচনায়, আমি যদি তাহার ছায়া না মাড়াই, তাহার সঙ্গে হাত-ধরাধরি করিয়া না বেড়াই, তাহা হইলে কি উভয়ের মধ্যে কখন ভ্রাতৃভাব জন্মে?

আর ভ্রাতৃভাব ব্যতীত উদ্ধারের কখনও আশা নাই। দুর্য্যোধনের সহিত যুধিষ্ঠিরের যদি ভ্রাতৃভাব থাকিত, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটিত না। রাম যদি রাবণকে বাহু-বেষ্টন করিয়া ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতেন, তাহা হইলে সীতা লইয়া আর এত গোল-যোগ ঘটিত না। আবার এ দিকে দেখ, পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে খুব নিগূঢ় ভ্রাতৃভাব ছিল বলিয়াই, এক-স্ত্রী দ্রৌপদীতেই পাঁচ জনেই উপগত হয়েন। অর্থাৎ ভ্রাতৃভাব থাকিলে, কিছুতেই আটক হয় না,—কিছুতেই দ্বিধা বোধ হয় না। (ঘন ঘন করতালি।) ভারতে সেই ভ্রাতৃভাবের অভাব—সেই ভাব—সেই মহাভাব, ভারতীয় নরনারী মধ্যে এখনি প্রচলিত হউক—এখনি প্রচলিত হউক—আর, বিলম্ব সহে না—সহে না,—সহে না। (ঘন ঘন করতালি) অথবা বোধ হয়, পাশ্চাত্য শিক্ষিত, সভ্য যুবক এবং যুবতী নির্ব্বিকার-

চিত্তে এ প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। (সভা হইতে, হাঁ, হাঁ করিয়াছি) (ঘন ঘন করতালি)।

অদ্য আমি মুক্তকণ্ঠে, উচ্চরবে, হুহুঙ্কার করিয়া ঘোষণা করিতেছি, নির্ব্বিকার ভ্রাতৃ-ভাবের এই মহাপ্রথা যেন, আগামী কল্য হইতে ঘরে ঘরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়;—নচেৎ রক্ষা নাই, রক্ষা নাই, রক্ষা নাই—দেশ গেল, দেশ গেল, দেশ গেল। (ঘন ঘন করতালি)

ভারতীয় নরনারীর দুর্দ্দশা দেখিয়া সতত আমার প্রাণ কাঁদে বলিয়াই, এরূপ গলা চিরা-ইয়া, মুখে রক্ত উঠাইয়া, অতি-চীৎকারে [illegible] ঘোষণা করিলাম। ইহাতে যদি [illegible] কাণে তালা ধরিয়া থাকে, [illegible] নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা [illegible] সেই ছিন্নভিন্নকেশা, [illegible]

কাণে বলিল। বক্তার মুখ অমনি বিষম বিষণ্ণ হইল। গলার স্বর ভাঙ্গিয়া গেল। বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। সেই চরকে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "সেই বৃদ্ধা পাপিয়সী যেন কদাচিৎ উপরে উঠিতে না পায়, তাহার বন্দোবস্ত কর—এবং সেই দুষ্কর্ম্মের সহায়কারী অঘোর বাবুকে চোর অপরাধে পুলিযের হাতে গ্রেফতার করাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।" চর তথাস্তু বলিয়া চলিয়া গেল।

চিনিবাস তখন ঝিম্ আওয়াজে বক্তৃতার উপসংহার আরম্ভ করিলেন ;—"শ্রোতৃবৃন্দ! তালভঙ্গ হেতু অদ্য আমায় ক্ষমা করিবেন। মনের আবেগে, শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিরোধ বশত, উচ্চকণ্ঠে চীৎকার হেতু, বক্তৃতার তেজে আমার হঠাৎ দম আটকাইয়া গিয়াছিল। তাহাতেই বিলম্ব ঘটিল। আপনাদের যদি বিশ্বাস না হয়, তবে ডাক্তার ডাকিয়া

আমার কণ্ঠনালী পরীক্ষা করিতে পারেন। (করতালি)। বিশেষত, রাজনৈতিক বক্তৃতাই আমার কেল্লা। হঠাৎ সামাজিক ব্যাপারে হাত দিয়া, শরীরের কল বিকল হইয়া গিয়াছে। (করতালি)। তাই, আরও অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও, শিরঃপীড়া বশত অদ্য উপবেশন করিতে বাধ্য হইলাম। (ঘন ঘন করতালি)।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অনেক কথা বলা হইল না। যে গ্রামে চিনিবাসের বাস, সে গ্রামের নাম বলিব না; সেই বালিকার নাম বলিব না; আর বলিব না,—সেই কলিকাতা-প্রবাসী বালিকার স্বামী-অঘোর বাবু, কোন্ স্থানে কি চাকুরি করেন। এ সব কথা, অনেকের জিজ্ঞাস্য হইলেও, কোন নিগূঢ় কারণ বশত তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

চিনিবাস, অঘোর বাবুর চক্ষে ধূলা দিয়া, ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া, টাউনহল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অঘোরনাথ, অনেকক্ষণ চিনিবাসের অপেক্ষা করিয়া, শেষে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া, বৃদ্ধাকে লইয়া, ভগ্নমনে ঘরে ফিরিলেন। বৃদ্ধা কেবল কাঁদিলেন।

"বাবা! চিনিবাস, তুই কোথায় গেলি" বলিয়া শেষে তিনি আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিলেন।

সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা, ধীরে ধীরে, চুপে চুপে, মরালগমনে আসিয়া, বৃদ্ধার চোখ টিপিয়া ধরিল। বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"দিদিমণি! কল্‌কাতা এনেও তুমি বাছাকে আমার দেখাতে পারিলে না,—তোমার দোষ কি?—এ সবই আমার অদৃষ্টের লিখন!"

বালিকা একখানা গামছা আনিয়া বলিল, "এইবার বুড়ীর মুখ বাঁধিব। অমন ক'রে কাঁদ্‌লে হাত পা বেঁধে গঙ্গার জলে ফেলে দিব।"—

বৃদ্ধার মুখে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। অতি দুঃখে মানুষ হাসে। তখন চিনিবাস-জননী কৌশল্যা উত্তর দিলেন—"গঙ্গায় এখন হাড় পড়িলেত আমি বাচি। এ পোড়া কপালে কি সে সুখ আছে? দিদিমণি!

রাত হলো ; তুমি খাওয়া দাওয়া করে শোওগে ; বুড়ী মর্‌বে না !”

এইরূপে রাত্রি গেল, দিন আসিল। বালিকা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া, বৃদ্ধার ঘরে দ্রুতপদে হাজির হইল। দেখিল, বৃদ্ধা জাগিয়াছেন, তথাচ শুইয়া আছেন ; আর বালিসের দিকে মুখ করিয়া কেবল চোখের জল ফেলিতেছেন। কৌশল্যা, বালিকার সাড়া পাইয়া আস্তেব্যস্তে উঠিয়া বলিলেন, “তুমি দিদি, এত ভোরে উঠেছ কেন ? শেষ-রাত্রে পালিয়ে এলে, নাতজামাই ভালবা-স্‌বে কেন ?”

বালিকা। আমার হাত সুড় সুড় কচ্চে, তোকে দুটা কিল মা’রব ব’লে এসেছি ;—আর, আজ কাঁদলেই, নাক কেটে দিব।

কৌশল্যা। না,—দিদিমণি, আমি কাঁদি নাই ; এখনও কাক ডাকে নাই, তুমি ঘরে যেয়ে শোওগে—

বালিকা। গঙ্গা নাইবি না?

কৌশল্যা। তুমি শোওগে—আমি ঝি-কে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গায় যাবো এখন!

বালিকা তখন বৃদ্ধার হাত ধরিয়া বলিল, "দুর! বুড়ী পাগলি!—দোয়ার গোড়ায় গাড়ী দাঁড়িয়ে,—আমি যাব, ঝি যাবে, তুই যাবি, আর রামা চাকর যাবে,—শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গির আয়।"

গঙ্গাস্নান হইল। একটী ডাবের মুখ কাটিয়া বালিকা বৃদ্ধাকে বলিল, "বুড়ী, তুই শীগ্‌গির এই ডাবটা খা,—এতে বিষ আছে, তুই খেলেই মরবি।—তুইযে বলিস্, আমার মরণ নেই,—একবার ডাবটা খেয়ে দেখ, এখনি কেমন না মরিস্? আর, তুই যদি ডাবটা না খাস, তা হলে আমি এখনি ডাবটা খেয়ে মরবো।

বৃদ্ধা, একটু হাসিয়া অগত্যা ডাবজল পান করিলেন। বালিকা বলিল, "বুড়ী তুই

একটা ভাল শোলক মনে কর্, আমি ও-ঘর থেকে এসে শুন্‌বো।”

ও-ঘর অর্থে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শয়ন-ঘর। অঘোর বাবু সাদাসিধে লোক। ঘরে আস্‌বাব অনেক, কিন্তু সাজান নাই। গৃহিনীটীত বালিকা,—আজ সাত দিন মাত্র কলিকাতায় স্বামীগৃহে আসিয়াছেন। ঘরে পুস্তক অনেক। কতকগুলা বই কেদারার উপর, কতকগুলা বিছানার উপর, কতকগুলা টেবিলের উপর। বালিকা, প্রথম আসিয়াই দেখিল, স্বামী নাই; তখন আপন মনে পুস্তকগুলি গুছাইয়া, টেবিলের উপর রাখিতে লাগিল। টেবিলের এক অংশে বাঙ্গালা বই, অন্যাংশে ইংরেজী বই, সাজান হইল। দোয়াত, কলম, ডাকের কাগজ মধ্যস্থলে রাখিয়া, নিজ অঞ্চল দিয়া, বালিকা টেবিল ঝাড়িল। শেষে কপাট ঠেশাইয়া, দর্পণে আপন মুখটী যেন

ভয়ে ভয়ে একবার দেখিয়া লইয়া, তাড়াতাড়ি দর্পণ, রাখিয়া দিল। এত কাজ সমাপ্ত হইল, তথাচ বৈঠকখানা হইতে অঘোর বাবু অন্দরে আসিলেন না। লজ্জাশীলা বালিকার আজও এমন সাহস জন্মে নাই যে, স্বামীকে বাহির হইতে ডাকিয়া পাঠান; স্বামীর কাছে আজও বালিকা ঈষৎ ঘোমটা দেয়; চারি চক্ষু চাওয়াচায়ি করিয়া, নয়নবাণ হানাহানি করিয়া আজও সে কথা কহিতে শিখে নাই। বালিকা তখনও মাথাটী হেঁট করিয়া বিনম্রভাবে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে স্বামীর সহিত কথা কহিত। সেই স্ত্রী কেমন করিয়া স্বামীকে ডাকিতে হুকুম করিবে? বালিকা কেদারায় বসিয়া মনে মনে রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করিল। বেলা ৯টা বাজে, তথাচ অঘোর বাবু ঘরে আসিলেন না! দেখিতে দেখিতে ১০টা বাজিল—স্নানাহার হইল না,—স্বামী কোথায়

গেলেন?—এই চিন্তা বালিকার মনোমধ্যে উদয় হইল।—বালিকা তখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া কৌশল্যার নিকট আসিল। বৃদ্ধার নয়ন-আকাশে সর্ব্বদাই শ্রাবণের বারিধারা—মেঘপূর্ণ, বজ্রাগ্নিপূর্ণ, জল-তরঙ্গপূর্ণ! বালিকা বৃদ্ধার হবিষ্যান্নের উদ্যোগ করিয়া বৃদ্ধার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল,—"বুড়ী, আজ তোকে আমারও ভাত রাঁধ্তে হবে, আমার হবিষ্যির ভাত খেতে সাধ হয়েছে।"

কৌশল্যা। বালাই! ষেঠের বাছা, ষষ্ঠির দাসী,—তোমাকে কি হবিষ্যি কত্তে আছে?

এমন সময় অঘোর বাবুর দ্রুতপাদবিক্ষেপ-শব্দ শ্রুত হইল। বালিকা তৎক্ষণাৎ অমনি শয়ন-গৃহে ধাবিত হইল। অঘোর বাবু ঘরে পৌঁছিলে, বালিকা ধীরভাবে জিজ্ঞাসিল,—"এত দেরী কেন?"

অঘোর। এই, তোমার জন্যই ঘুরে ঘুরে এত বেলা হলো। তোমার শ্রীমান চিনিবাস,

ভবানীপুরের বাসা উঠাইয়া কলিকাতায় এসে বাসা ভাড়া নিয়েছেন। খুঁজে খুঁজে,—শেষে বৌবাজারে তাঁর বাসার সন্ধান পেয়েছি।

বালিকা। তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি?

অঘোর। দেখা করি নাই; আজ তার বাড়ীতে ভারি ধুম। বাবু নাকি মিউনিসি-পাল কমিশনার হয়েছেন; রাজা হবেন, তাই আজ মহা উৎসব চলিয়াছে।

বালিকা। বড়-ঠাকুরমাকে তবে কখন সঙ্গে করে নিয়ে তার কাছে যাবে?

অঘোর। তার কাছে সহজে যাওয়া যাইবে না,—সিপাহীর পাহারা—আমার একটী বন্ধুর মুখে শুনিলাম, সে শীঘ্রই রাজা-বাহা-দুর উপাধি পাইবে। ছোটলাটের সঙ্গে সে প্রতিসপ্তাহে একবার দেখা করিতেছে। তোমার চিনিবাস খুড়ো জানিয়াছেন যে, তাহার মা আমারই ঘরে আছে। খুড়ো আমাকে জব্দ করিবে বলিয়াছেন।

বালিকা নীরব।

অঘোর বাবু বালিকার পৃষ্ঠদেশে হাত দিয়া বলিলেন, "তোমার ভয় নাই; একটী কার্য্যদক্ষ লোকের সহিত আমি চিনিবাসের মাতাকে লইয়া আগামী রবিবার দিন যাইব।"

বালিকা বলিলেন, "তবে তাহাই হইবে; তোমার কোন বিভ্রাট ঘটিবে না ত?"

অঘোরবাবু, স্ত্রীকে "কোন ভয় নাই" বলিয়া স্নানার্থ গেলেন।

ওদিকে চিনিবাসের বাসায় প্রকৃতই মহা ধূম। লোকজন চাকর বাকর, দ্বারবান পাক,—যেন লোকের হাট বসিয়াছে। চারি-দিকে রব উঠিয়াছে, চিনিবাস রাজা হইবেন। লবঙ্গলতা পত্রিকায় প্রবন্ধ বাহির হইল, "নিষ্কামধর্ম্ম শ্রীযুক্ত চিনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজা উপাধি লইবার ইচ্ছা ছিল না। তবে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া, রাজা

উপাধি চিনিবাসেই ন্যস্ত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছেন। আর, এ বিষয়ে জনসাধারণেরও বিশেষ অনুরোধ আছে। আমরা অদ্য আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, চিনিবাস বাবু নিষ্কামভাবে রাজা উপাধি গ্রহণ করিতে স্বীকার হইয়াছেন। কলিকাতার সমগ্র অধিবাসী তাঁহাকে মিউনিসিপাল-কমিশনার হইতে অনুরোধ করায়, তাঁহাকে এ গুরুভারও বহন করিতে হইতেছে।"

প্রতিবেশী দুই একজন সন্দেহ করিল, চিনিবাস এত টাকা পায় কোথা? যাঁহারা নিগূঢ়তত্ত্ব জানিতেন, তাঁহারা বলিলেন, রাজনীতির সহিত সমাজনীতির যোগ হইলে টাকার ভাবনা কি?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অঘোর বাবু ইতিমধ্যে তাঁহার কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর দ্বারা চিনিবাসকে বলিয়া পাঠান যে, কলিকাতায় তাঁহার মা আসিয়াছেন। চিনিবাস এই দুঃসংবাদ পাইয়া চকিত হইয়া বলেন, "আমার আবার মা—কে? কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুদের যখন সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখনই আমার মাতা, পিতার সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন।"

বন্ধুর নাম গোপালদাস মিত্র। তিনি উত্তর দেন, "সে কি? তোমার মাকে দুবেলা দেখ্‌চি; প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করেন, আর কাঁদেন—

চিনিবাস। ওঃ হোঃ—বুঝিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট আমাকে শীঘ্রই (আমার অনিচ্ছা সত্বেও) বলপূর্ব্বক রাজা উপাধিতে ভূষিত

করিবেন,—আজ বাদে কাল আমি রাজা হইব, তাই বুঝি কোন বৃদ্ধা রমণীর আমার মা হইতে—রাজ-জননী হইতে সাধ গিয়াছে! (হাসিয়া) সেই বঙ্গমহিলা যদি অর্থের ভিখারিণী হয়, তাহা হইলে যত্ন, অধ্যবসায় এবং শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক "পুয়োর-ফণ্ডে" তাহার নাম লেখাইয়া দিতে পারি। আমার চেষ্টায় কি না সম্ভবে?

গোপাল। বলেন কি, মহাশয়! আপনার মা, "চিনিবাস চিনিবাস" করিয়া অজ্ঞান! —আপনি এক বৎসর তাঁকে দেখা দেন নাই,—আপনাকে দেখ্‌বার জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে; কেঁদে কেঁদে চোখে আর তিনি ভাল দেখিতে পান না। আপনার মায়ের দুঃখ দেখে পাড়ার সমস্ত লোকই কাতর!

চিনিবাস। উঃ—ঘোরতর ষড়যন্ত্র! আমি দেখিতেছি, আপনি মহামায়ার মুগ্ধ হইয়া-

ছেন। রজ্জুকে সর্পভ্রম করিয়াছেন; কৃমি-কীটকে পনিরকীট ভাবিয়াছেন; বিড়ালকে ব্যাঘ্র ঠিক করিয়াছেন। আমার জননী থাকিলে কি, এতদিন তাহাকে অন্তঃপুরবাসিনী থাকিতে দিতাম? তাহাকে অবশ্যই এতদিন ইংরেজী পড়াইয়া, শিক্ষিতা করিয়া, স্ত্রী-স্বাধীনতার ধ্বজা ধরাইয়া, ভারতীয়া ললনাকুলের অগ্রগামিনী করিতাম।”

কথা শুনিয়া, গোপাল বাবুত অবাক্! কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, কেবল চিনিবাসের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

চিনিবাস বক্তৃতার সুরে বলিলেন,—“আপনি কি জানেন না, দেশমধ্যে আমার অনেক শত্রু আছে? আমি উন্নতিরূপ হিমালয় পর্ব্বতের ধবলাগিরিরূপ উন্নততম শৃঙ্গে উঠিয়া ভারতকে অত্যুন্নত-মার্গে উঠাইতেছি;—কিন্তু দুরাচার দৈত্যকুল, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, মধুমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, আমরা

এই গুরুগম্ভীর গতির প্রতিরোধার্থ সতত ফিরিতেছে! কার্ষ্টনগরীয় দানবর্বৃন্দ, একবার একটা কাষ্ঠকুড়ানী কুড়াইয়া, আমার স্কন্ধদেশে এইরূপ একটা "মাতা" ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমি তখন স্বর্গীয়ভাবে উদ্দীপিত হইলাম। মুখমণ্ডল, দ্বাদশসূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। এক ভৈরব হুঙ্কার ছাড়িলাম,—আর ফুৎকারে সমস্তই উড়িয়া গেল। ষড়যন্ত্রকারিগণ প্রবল ঝড়ে উড্ডীয়মান তুলার ন্যায় দিগদিগন্তে সরিয়া পড়িল। অতএব সাবধান! আপনি যদি অভিনিবেশচিত্তে ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন,—আমার ইহজীবনে,—এই লোকহিতার্থ উন্নততম প্রাণে, আর অন্য মাতা,—পার্থিব মাতা সম্ভবে না;—এখন ভারতমাতাই আমার মাতা—আমি তাঁহারই প্রেমে মগ্ন!

গোপাল বাবু কোন কথারই উত্তর দিতে

পারিলেন না—অনিমিষলোচনে কেবল চিনি-সের নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত হেরিতে লাগিলেন।

চিনিবাস পুনরায় আরম্ভ করিলেন,—"দেখিতেছি, আপনি বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তি,—আপনার সহিত একটু সদালাপ করা যাউক। আপনি বোধ হয় অবশ্যই অবগত আছেন, রাজনীতির তরঙ্গতুফানে দেশ আজকাল প্লাবিত। ইহার আমিই বীজ। আমি বক্তৃতায় প্রমাণ করিয়াছি, ইংরেজরাজ, ৫৮ খৃষ্টাব্দের ঘোষণা অনুসারে, সিবিল-সার্বিসের পরীক্ষার বয়স বত্রিশ বৎসর ধার্য্য করিতে বাধ্য। আমারই আন্দোলনে গবর্ণমেণ্ট ভীত, ত্রস্ত, কম্পিতকলেবর হইয়াছেন। আর কি চাই? স্থানে স্থানে, সভাসমিতি, ঘোষণা আন্দোলন বক্তৃতা—আর চাই কি?—ঘরে ঘরে, আবেদন অনুমোদন, প্রবন্ধ, প্রস্তাব, পদ্য, গদ্য, আর চাই কি?"

গোপাল বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার মাতার আকৃতি স্মরণ আছে কি?"

চিনিবাস। ছি ছি ছি!—ওসব অসার পাপ কথা ছাড়িয়া দাও—আমি সময় নষ্ট করিতে সক্ষম নহি। আমেরিকা হইতে আমার যে টাইটেল আসিয়াছে, তাহা আপনি দেখিতে চান কি?—দেখিলে আপনার দিব্যজ্ঞান জন্মিবে।

তৎক্ষণাৎ বাক্স খুলিয়া কাগজ বাহির করিয়া চিনিবাসের টাইটেল পাঠ;—"Z. Q. T. P. N. S. O. D. C. R. B. X. Y. &c &c

গোপাল। মহাশয়, ওসবে আমার কিছুই আবশ্যক নাই। আপনার মাতা একরকম মৃত্যুশয্যায় শায়িত,—এ অন্তিমকালে, তিনি দিনরাত কেবল আপনার নাম উচ্চারণ করিতেছেন। আচ্ছা, আপনার মায়ের নামটী কি বলুন দেখি?—

চিনিবাস ক্রোধকষায়িত লোচনে উত্তর দিলেন,—"আমি আপনার নিকট চৌদ্দপুরুষের

হিসাব দিতে প্রস্তুত নহি, আইনমতে বাধ্যও নহি। আপনি আমাকে আর বিরক্ত করিবেন না,—মূল্যবানীয় সময় বৃথা অপব্যয়িত হইতে দেখিলে, আমার প্রাণ কেবল কাঁদে।—”

গোপাল। আমি নিজের জন্য আসি নাই; আপনার মায়ের কষ্ট দেখিয়া আসিয়াছি—আপনি সন্তান হইয়া মাতাকে বিসর্জ্জন দিতেছেন,—হা চন্দ্রসূর্য্য! তোমরা কি আর উদয় হইবে?

চিনিবাস। (ক্রোধভরে) আপনি দুর্বৃত্ত, এখনি চলিয়া যান,—আপনি তিলার্দ্ধ এখানে থাকিলে, আপনার নামে অনধিকার-প্রবেশের দাবী দিয়া নালিস করিব।—

গোপাল বাবু “ঈশ্বর তোমার একমাত্র শাসনকর্ত্তা,”—বলিয়া উঠিয়া আসিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অঘোর বাবুর বৈঠকখানা সুদীর্ঘ এবং সুপ্রশস্ত। উত্তম ঢালা বিছানা। কয়েকটী উকীল, একটী ডাক্তার, এবং আরও তিন চারিজন লোক—সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় আটদশ জন ব্যক্তি, একত্র বসিয়া গল্প করিতেছেন। তামাক পান চলিতেছে। হাসির শব্দ হো হো উঠিতেছে। ডাক্তার বাবুর হাসির রবটা কিছু উচ্চ অঙ্গের,—পূর্ণমাত্রায় উন্নত। অঘোর বাবু, ডাক্তার বাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তুমি হাসির স্বরটা একটু নরম করিয়া বাঁধ। তোমার একলার জন্য আমাদের সকলের মাতাল অপবাদ হইবে কেন?

ডাক্তার। সে কি কথা? মাতাল কি?

অঘোর। এই যে প্রত্যহ এখানে আমরা

হাসি,—অতএব মদ খাই—সুতরাং রমণীকুলের উপর অত্যাচার করি,—

উকীল বাবু বলিলেন, [illegible] শীঘ্র তামাক দে, গল্প ভারি জমিয়াছে।”

ডাক্তার। (মনে মনে হাসিয়া) আমার এক অনুরোধ আছে; যদি না রাখ, তা হলে, তোমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত বিচ্ছেদ! দুটা মদের বোতল জল ভ’রে এই বিছানায় রাখ্‌তে হবে, আমি মাঝে মাঝে দুহাতে দুটা বোতল হাতে করিয়া হাসিব।

উকীল। (ঈষৎ হাসিয়া) ব্যাপার কি?—

ডাক্তার। ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ড—

(উচ্চহাসি)

অঘোর। (হাসিয়া) রাস্তার ও-পারে কয়েকটি শিক্ষিত ভ্রাতা এবং শিক্ষিতা ভগিনী ঘর ভাড়া লইয়াছেন। ভ্রাতারা লোকের কাছে

ব'লে বেড়ান, "অঘোর বাবুর গৃহে প্রত্যহ রাত্রে জটলা হয়, মদের স্রোত বহে। মদ ব্যতীত এরূপ উচ্চ হাসির রব উঠিতে পারে না। সেই বিকট হাসির ধ্বনি শুনিয়া লজ্জাশীলা ভগিনীগণ আতঙ্কে, অন্ধকারে আমাদের কাছে আসিয়া লুকাইতে চায়। আমরা কি করি, শরণাগতা অনাথা, বিহ্বলা রমণীকে যথাসাধ্য আশ্রয় দান করি।"

ডাক্তার। (হাসিয়া). ও-পোড়ামুখে কি মদ ব্যতীত আর হাসি আসে না? —যে হাসে, সেই অবশ্য মদ খায়—এ যুক্তি অতি উত্তম! আজ থেকে হেসে হেসে আমি দেশ ফাটাবো।

অঘোর। তুমি কি জাননা, হাসিটা একটা কুরুচি?—হাসি, রঙ-তামাসা, রসিকতা,—এ সমস্তই কুরুচিভাব-প্রণোদিত? গম্ভীর গোঁজমোহন গোবদামুখে বসিয়া না

থাকিলে সুরুচি হয় না। এ[illegible] নিগূঢ় তত্ত্ব তোমার বুঝা উচিত।

ডাক্তার। কেবল ছাঁচি বেত!!—পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত একৃসা সপাৎ সপাৎ বসাও, তবে সোজা হয়!

(সকলের হাস্য।)

এমন সময় চিনিবাসের বাসা হইতে গোপাল বাবু আসিয়া উপস্থিত। তিঁনিও ডাক্তার। গোপাল বাবু আসিবামাত্র, অঘোরনাথ অতি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সংবাদ কি?"

গোপাল বাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সংবাদ বড়ই বিষম। আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমার মনে বড়ই সন্দেহ জন্মিয়াছে—"

অঘোর। গতিক কি? ব্যাপার কি?

গোপাল। আমি নিবিষ্টচিত্তে প্রায় আধ ঘণ্টা কাল তাঁহার চেহারা দেখিলাম। চোখের

চাহনির কেমন স্থিরতা নাই। অন্তরটা যেন তার সদাই গুর্ গুর্ কর্‌চে। সদাই ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চায়—যেন কে তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে। আর মাঝে মাঝে কি যে আঁবল-তাবল বকে, তার বিন্দুবিসর্গ আমি অর্থ করিতে পারি না।

অঘোর। এ যে উন্মাদের লক্ষণ দেখিতেছি!

গোপাল। আমিও তাই ভাব্‌চি—তার মতিস্থির নাই—

ডাক্তার। তোমারাও ত কম পাগল নও—চিনেটাকে আমি ছেলে বেলা থেকে জানি। বদমাইসের চূড়ান্ত! সে আবার পাগল কোথা?—ভারি বদমাইস্! সেই সেয়ান-খেপাটাকে তোমরা আজও চিনিতে পারিলে না?

অঘোর। না না,—টাউনহলে এক দিন বক্তৃতার ঝোঁকে সে যেরূপ রঙ্গ ভঙ্গ বিকট

চীৎকার করিল, তাহাতে তাকে বদ্ধ পাগল ব'লেই মনে হইল।

ডাক্তর। তাকে পাগ্‌লা-গারদে দিতে হয় দাও, তাতে আপত্তি নাই। ফল কথা, সে পাগল নয়—ঐ একরকম ধরণ।

অঘোর। ডাক্তার স্মিথকে লইয়া তার কাছে গেলে হয় না?—

ডাক্তার। স্মিথকে নিয়ে যাবার দরকার নাই, পাগ্‌লা-গারদে রাখিবার জন্য আমিই সার্টিফিকেট দিতে পারি!

অঘোর। মহামুস্কিলের কথা হইল। তার মা কেঁদে কেঁদে সারা হলো—এখন উপায় কি? গোপাল বাবু! তার মায়ের কথা বলাতে সে কি উত্তর দিল?

গোপাল। সে কথা আর শুনিয়া কাজ নাই! অতি পাপিষ্ঠ নরাধম। অথবা উন্মাদ!

অঘোর। চিনিবাস মায়ের কথা কি বলিল,—বল, বল!

গোপাল। পাপিষ্ঠ বলিল, আমার মা নাই,—মা, বহুকাল সহমৃতা হইয়াছে। তারপর সে, বক্তার হইয়া, সাপের মন্ত্রবৎ কি যে বক্ বক্ বকিল, আমি তাহার কিছুই বুঝিলাম না।

প্রবল ভূমিকম্পে দেশ বসিয়া যায়, প্রবল ঝড়ে বড় বড় গাছ উড়িয়া যায়, প্রবল তরঙ্গে জাহাজ হাবুডাবু খায়,—আর প্রবল পাপপূর্ণ বীভৎসকথায় হৃদয় স্তব্ধ হয়, চক্ষু স্থির হয়, চৈতন্য লোপ হয়। বাজ পড়িলে, বিদ্যুতাগ্নির তেজে মানুষ যেমন হঠাৎ একেবারে অবশাঙ্গ নিশ্চল নিস্পন্দ হয়,—গোপাল বাবুর কথা শুনিয়া, সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর ঠিক সেইরূপ দশা ঘটিল। বৃদ্ধা জননী জীবিত,—চিনিবাস বলেন, জননী মৃত! উঃ! প্রায় পাঁচ মিনিট-কাল সভাস্থ কেহই আর ঘাড় তুলিয়া বাক্য নিঃসরণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

অবশেষে অঘোর বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "এ কথা লইয়া এখানে আর অধিক আন্দোলন করিয়া কাজ নাই ;—চিনিবাসের মা যদি এ কথা শোনেন, তাহা হইলে বুড়ী আজই মোর্‌বে—অনেক যত্নে আমি তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছি—"

ডাক্তার। গোপাল বাবু, আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি কি খালি পায়ে চিনিবাসের বাড়ী গেছ্‌লেন ?

গোপাল। এ কথা কেন ?

ডাক্তার। জুতা কাছে থাকিলে কি আপনি চিনের মাথায় পঁচিশ পয়জার মারিতেন না ? তোমরা না পার,—এস আমার সঙ্গে,—বাহিরে থেকে জুতার শব্দ শুনিবে।—আসুন "গোপাল বাবু"—এই বলিয়া ডাক্তার বাবু গোপাল বাবুর হাত ধরিয়া উঠিলেন।

অঘোর বাবু বলিলেন, "থাক্ থাক্,—এসময় আর যেয়ে কাজ নাই—বাগেশ্বর

পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ ক’রে, যা হয় ঠিক করা যাবে। তিনি প্রবীণ ব্যক্তি, এসকল ব্যাপারে তাঁর মত লইয়াই কার্য্য করা ভাল।”

কথান্তে অঘোর বাবু, ডাক্তার বাবুর হাত ধরিয়া বসাইলেন।

পরদিন প্রাতে তাঁহারা সকলে বাণেশ্বর পণ্ডিতের বাটীতে গেলেন। বাণেশ্বর সহুরে মোড়ল। তাঁর ধন আছে, দান আছে, পাণ্ডিত্য আছে, প্রতিপত্তি আছে, এবং বহুদর্শিতাও আছে, এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন; লোককে কেবল সলা, পরামর্শ, উপদেশ দেন। তিনি বলিলেন, “চিনিবাসের মাকে দিয়া চিনিবাসের নামে একটী নালিষ রুজু করাইতে হইবে। আমি শুনিয়াছি, খিড়কীর পুকুর, আমবাগান এবং ১২ বিঘা নাখরাজ জমী চিনিবাসের পিতা, স্ত্রীর নামে কেনেন। চিনিবাসের বাপ অতি সৎ লোক ছিলেন;—

আমার স্মরণ হইতেছে, ঐ দলিলটা তিনি কৃষ্ণনগরে একবার আমাকে দেখান। যা'হোক ঐ তিনটা সম্পত্তি স্ত্রীধন। চিনিবাস সমস্তই বিক্রয় করে ফেলেছে,—শুনিলাম সিকি দামে ওগুলো বেচিয়াছে;—স্ত্রীধন উদ্ধারের জন্য উহার মা নালিষ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।"

অঘোর। চিনিবাসের মা নালিস করিতে কোন মতেই স্বীকার হইবেন না। বিশেষ, তিনি এসব কথা শুন্‌লে আর বাঁচ্‌বেন না। আমি বড় বিষম সঙ্কটে পড়েছি—

বাণেশ্বর। যে কোন উপায়ে হোক, নালিষটা একবার দায়ের করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত—

অঘোর। নালিষ করিতেত দেরী আছে। অভাবপক্ষে একমাস সময়ের কম কিছু একাজ সমাধা হবে না। দেখিতে দেখিতে পূজার ছুটীও আসিয়া পড়িল। নালিষই যদি করিতে হয়,—তা'হলে, যেরূপ

পণ্ডিত, পূজার পর না হ'লে আর যাওয়া হবে না। কিন্তু বৃদ্ধাকে যে, আমি আর রাখিতে পারিব না;—আজ নয়, কাল নয়, পরশু নয়, চিনিবাসের বাড়ী নিয়ে যাব,—এই বলিয়া বুড়ীকে প্রত্যহ সান্ত্বনা করিতেছি। বৃদ্ধার মনে যেন একটা সন্দেহ জন্মেছে, "আমার ছেলের বুঝি কোন অমঙ্গল ঘটেছে,—তাই বুঝি আমাকে ভাঁড়াচ্চে।" মহামুস্কিল কাণ্ড! এক্ষণে বৃদ্ধার কাছে প্রতিশ্রুত আছি যে, আগামী রবিবার দিন নিশ্চয়ই আপনাকে চিনিবাসের বাড়ী লইয়া যাইব। বৃদ্ধা কেবল দিন গণিতেছে, বার গণিতেছে,—কবে রবিবার আইসে।"

বাণেশ্বর পণ্ডিত অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "কোন ভয় নাই। রবিবার দিন আমি নিজে চিনিবাসের মাকে লইয়া চিনিবাসের বাসায় যাইব। অঘোর বাবু, কেবল আমার

সঙ্গে যাইবেন। চিনিবাস ইতিপূর্ব্বে আমার সহিত দুই তিন দিন সাক্ষাৎ করিতে এসেছিল,—কেবল ভ্যান্ ভ্যান্ করে বাজে কথা বকে বলিয়া আমি তার সঙ্গে দেখা করি নাই। একটা কাজ করিতে হইবে। রবিবার প্রাতে আপনি তাহার সহিত দেখা করিয়া, একথা ওকথা কহিয়া, তামাসা-ছলে বলিবেন, বাণেশ্বর পণ্ডিত সেদিন আপনার খুব প্রশংসা করিতেছিলেন। বৈকালে আমি যাইব।”

এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া অঘোর বাবু প্রভৃতি স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

যথানিয়মে, রবিবার প্রাতঃকালে অঘোর বাবু স্বয়ং চনিবাসের বৌবাজারস্থ বাসায় গেলেন! দেখিলেন, দ্বারে দ্বারবান্। প্রশ্নোত্তরে বুঝিলেন, চিনিবাস বাবু রাজনৈতিক আন্দোলনার্থ মফস্বল গিয়াছেন। তিন চারি দিন আসিবেন না। অঘোর বাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার চক্ষে পৃথিবী যেন শূন্য বোধ হইল। বিশেষ-সংবাদ জানিবার জন্য তিনি এদিক, ওদিক চাহিতে লাগিলেন। গৃহের অভ্যন্তর প্রদেশে একবার উঁকি মারিলেন। দ্বারবানটা গাঁজা টিপিতেছিল। সে, অঘোর বাবুর দ্বারদেশে বৃথা অবস্থিতি দেখিয়া একটু বিরক্ত হইল। সে বলিল, "বাবু! আপনি কাল আসবেন—ঠিক্

খবর বলিব—কাল প্রাতে বড়বাবুর ডাকের চিঠি পাইব। আজ ঘরে কেহই নাই।”

দ্বারবান বলে, ঘরে কেহ নাই; কিন্তু অঘোর বাবু শুনিলেন,—ছাদে, উঠানে, দ্বিতলে, দুপদাপ, হুটহাট শব্দ। চৌবাচ্ছায় কৈ, মাগুর, খল্‌সে মাছ জীওয়াইয়া রাখিলে, যেমন মধ্যে মধ্যে হুটুস্‌ হুটুস্‌ শব্দ হয়,—ইহা সেই রকম শব্দ। কেহ সিঁড়ি দিয়া তরতর বেগে নামিতেছে, কেহ হরহর শব্দে উপরে উঠিতেছে, কেহ ছাদে ঝম্‌ ঝম্‌ রবে ছুটাছুটী করিতেছে, কেহবা মধুর-ধ্বনিতে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতেছে!

দ্বারবানের কথাই সত্য। বাস্তবিক ঘরে পুরুষ কেহই ছিলেন না। চিনিবাস-প্রতি-পালিতা কয়েকটী মহিলা আজ গৃহের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতা। মহিলাগুলী এখন প্রাতঃ-কালিক উৎসবে মনোযোগ দিয়াছেন। তাই ঐ শব্দ।

দ্বারবানের সহিত অঘোর বাবুর এক আধটী কথা চলিতেছে, এমন সময় একটী রমণীমুখের সিকিখানি উঁকি মারিয়া অঘোর বাবুকে দেখিল। দেখিয়াই সেই সিকিখানি মুখ,—সেই টুক্‌রো চাঁদখানি লুকাইল। আবার তৎক্ষণাৎ দশমীর চন্দ্রের দশ আনা মুখ দেখা গেল। আবার সে টুকুও লুকাইল। আবার বর্দ্ধিতায়তনে দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে ষোলকলা পূর্ণ হইল। তখন কি দেখিলাম? দেখিলাম, সেই কোকিলকণ্ঠী কুমারী কুঞ্জ-মালার টুক্‌টুকে মুখখানি, সেই কুরঙ্গনয়নীর অপাঙ্গ দৃষ্টিখানি, সেই মরালগামিনীর মৃদুমন্দ গমনখানি—ধীরে ধীরে, তালে তালে, কাছে আসিতেছে। যেন অপূর্ব্ব সুন্দরী উর্ব্বশী ইন্দ্রালয়ে অর্জ্জুন-সম্ভাষণে চলিয়াছেন। কুঞ্জ-মালা নিকটবর্ত্তিনী হইয়া অঘোর বাবুকে বীণা-নিন্দিত স্বরে জিজ্ঞাসিলেন "মহাশয়! প্রভো! কিমর্থং আপনার এখানে আগমন?

আমাকে বলিলে যদি কার্য্যোদ্ধার হয়, তবে তাহাতে আমি প্রস্তুত আছি। অদ্য এই গৃহ পুরুষ-শূন্য। নিষ্কামধর্ম্ম চিনিবাস বাবু, বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে, রাজনীতির নিমিত্ত, দূরদেশে গমন করিয়াছেন।”

অঘোর বাবু একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “আমি চিনিবাস বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। কল্য আসিব। দ্বারবান বলিতেছে, কাল তাঁর সংবাদ পাওয়া যাইবে।”

কুঞ্জমালা। হাঁ, ঠিক কথা! কল্য বৈকালেই আপনি আসিবেন, আমরা আপনার জন্য জলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব। আপাতত আমরা গৃহে থাকিয়া, সমাজনীতিতে মনপ্রাণ সঁপিয়াছি। কল্য অতিঅবশ্য বৈকালে আসিয়া আমাদের সমাজনীতিতে যোগদান করিলে, পরম উপকৃত হইব। নিষ্কামধর্ম্ম চিনিবাস বাবু, সম্ভবত এখন একসপ্তাহকাল আসিবেন না।

অঘোর বাবু "তবে আমি চলিলাম" বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন। কুঞ্জমালা হাসিয়া বলিলেন, "আমি কি এতই অপরাধিনী যে, আপনার নামটী পর্য্যন্ত শুনিতে পাইব না? একবার গৃহে প্রবেশ করিয়া মহাদেবী রাম-মণির সহিত শাস্ত্রালাপ করুন না কেন?"

অঘোর বাবু কোন কথার উত্তর না দিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন।

পর দিন প্রভাতে ইংরেজী-দৈনিক সংবাদ-পত্রে চিনিবাসের রাজনৈতিক-আন্দোলনের সংবাদ ঘোষিত হইল। তারের সংবাদ এই-রূপ;—বিরাট সভা। ৪৯ হাজার ৯৯৯ জন চাষা উপস্থিত। নদীয়া জেলার অন্তর্গত ধুলুগ্রামের ময়দানে সভার কার্য্য হয়। দ্বাদশটী প্রস্তাব অনুমোদিত এবং সমর্থিত হইয়াছিল। মহা উৎসাহ, মহা আন্দোলন, মহা বক্তৃতা। চিনিবাস বাবুর বক্তৃতায় সভাস্থ সকলেই কাঁদিয়াছিল।" পর দিন

প্রাতকালের সংবাদপত্রে আবার এইরূপ তারের সংবাদ ঘোষিত হইল ;—"২৪ পরগণার অন্তর্গত নুলুগ্রামে মহতী সভা। সভার মাঠে স্থান সংকুলান না হওয়াতে, অনেক কৃষক চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিল। লোকসংখ্যা ৬২ হাজার ৩১৭। চিনিবাস বাবুর উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া লোক সকল উৎসাহে নাচিয়াছিল।"

দুইদিন পরে সংবাদপত্রে আবার তারের সংবাদ ;—"হুগলী জেলার অন্তর্গত কুলুগ্রামে ভয়ঙ্কর সভায় মেদিনী বিকম্পিত হইয়াছিল। লোক-পদ-উৎক্ষিপ্ত ধূলিপটলে সমগ্র বঙ্গভূমি ধূসরিত হইয়াছিল। এক লক্ষ এক শত এগার জন লোকের সমাগম। সিবিলসার্বিস পরীক্ষার বয়স বত্রিশ বৎসর অনুমোদিত হইয়াছে।"

এদিকে রাষ্ট্র হইল, চিনিবাস শীঘ্রই লাট সভার সভ্য হইবেন। কেহ বলিল,

"বঙ্গীয় মহিলাকুলের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া চিনিবাস লাট সভায় বসিবেন।" কেহ বলিল, "তিনি কৃষক এবং তাঁতিকুলের প্রতি-নিধি হইবেন।" দেশে দেশে রাজনীতির জয়ডঙ্কা পিটিয়া, কোথাও বা সমাজনীতির ফ্লুট বাজাইয়া, কোথাও বা প্রেম-নীতির সিস্ দিয়া,—চিনিবাস তিন সপ্তাহের পরে কলি-কাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

দুর্গোৎসব নিকটপ্রায় হইল। মহাদেবী রামমণির বেদপাঠার্থ, কাশী গমনেরও সময় নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইল। যেদিন চিনিবাস বহুবাজারের বাসায় আসিলেন, তার পরদিন রাত্রের ডাকগাড়ীতে, তিনি রামমণিকে লইয়া, সংস্কৃত জ্ঞানের জন্য, কাশীধাম-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে, কুমারী কুঞ্জমালা, চিনিবাসের চরণতলে কাঁদিয়া পড়িয়া বলিল, "বেদপাঠের সময় উপস্থিত না হউক, আমার দর্শনপাঠের কাল নিতান্ত নিকটে

আসিয়াছে। আমাকে যদি একান্তই কাশীতে লইয়া না যান, তবে বৈদ্যনাথে রাখিয়া যাউন,—সেখানে পাতগুলি পাঠটা সমাপ্ত হইতে পারে।”

চিনিবাস বলিলেন, তাহাই হইবে। কুঞ্জ-মালার অভিভাবক স্বরূপ রামকানাইও সঙ্গে চলিল। হাবড়ার ষ্টেসনে ডাকগাড়ী শিক্ষিত নরনারীর প্রভায় দীপ্তি পাইতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আশা পূর্ণ হইল না। কৌশল্যার সহিত চিনিবাসের সাক্ষাৎ ঘটিল না। দিন যায়, রাত আসে, আবার সূর্য্য উঠে,—বালিকা প্রত্যহ স্বামীকে বলেন, "চিনিবাস আসিয়াছে কি না আজ সংবাদ লইও।" স্বামী প্রতিদিন অনুসন্ধানে জানেন, চিনিবাস এখনও ফেরেন নাই। তখন বালিকার মুখ-কমল শুখাইতে লাগিল। অঘোর বাবুরও মুখ ম্লান হইয়া আসিল। আর, বৃদ্ধা কৌশল্যার আহার একরকম বন্ধ হইল। প্রথম কলিকাতা আসিয়া বৃদ্ধার মনে একটু স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল,—কিন্তু সে সুখ, নির্ব্বানোন্মুখ দীপের ন্যায়, একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া, শীঘ্রই নিবিয়া গেল। শেষে অঘোর বাবু সংবাদ

পাইলেন, চিনিবাস বঙ্গীয় রাজনৈতিক আন্দোলন শেষ করিয়া যেদিন কলিকাতায় প্রত্যাগত হন, তার পরদিনই ভারতভ্রমণের জন্য, সমগ্র ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আগুন জ্বালিবার জন্য, তিনি উত্তরপশ্চিম, পঞ্জাব, বোম্বাই-অঞ্চল উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। তিন মাস কাল তিনি ফিরিবেন না।

এখন সব আসাই ফুরাই[illegible] কৌশল্যা চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন, কুলকিনারা কোথাও পাইলেন না। সূর্য্য অন্ধকার, চন্দ্র অন্ধকার, নক্ষত্র অন্ধকার—ঘর, [illegible] মেঘও অন্ধকার! সব সমান [illegible] জল, গঙ্গাজল সমান। [illegible] কৌতুক করিয়া বৃদ্ধাকে পাছাপেড়ে কাপড় পরিতে দিয়াছিলেন; বৃদ্ধা তাহাই পরিয়া রহিলেন। বালিকা একদিন স্বামীকে বলিলেন, "রাত্রে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কাহার সহিত বৃদ্ধা যেন কথা কন,—বকেন, হাসেন,

রাগেন, কাঁদেন, আপনিই উত্তর প্রত্যুত্তর দেন।”

একদিন রাত্রিকালে প্রায় সাড়ে তিন-টার সময়, অঘোর বাবু এবং বালিকা উভয়েই বৃদ্ধার গৃহপার্শ্বে অলক্ষ্যে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিলেন,—বৃদ্ধা ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা। অথচ কথা কহিতেছেন। নিদ্রিত কৌশল্যা বলিতেছেন “বাবা চিনিবাস! এ বৎসর দোলে আমি শ্রীক্ষেত্র যাবো, আমাকে একশত টাকা দিতে হবে।”

কৌশল্যা নিজেই চিনিবাস [illegible] দিতেছেন,—“না, না,—[illegible] আমি কোথা পাব?—না, [illegible] শ্রীক্ষেত্র যেয়ো না?

মা। না, বাছা,—দোলেই যেতে হবে। আমি মানসিক করেছিলাম, তোর ছেলে হ’লে বাবা জগন্নাথের সোণায় চোখ গড়িয়ে দিব—বাছা, খোঁকা এক বছরের হলো,

আর কি আমার শ্রীক্ষেত্র না যাওয়া ভাল দেখায় ?

পুত্র। আচ্ছা, মা, তাই হবে—

মা। তবে বৌকে এই মাসেই বাপের বাড়ী হ'তে নিয়ে আয়—আজ একমাস খোঁকার মুখটী দেখি নাই—

পুত্র। মা, তুমি জগদ্ধাত্রী পূজা কর্‌বে না?—সেদিন তুমি বল্লে, তাই আমি পুরুত-ঠাকুরকে চিঠি লিখে পাঠালাম—

মা। না বাছা,—এ বছর আর কর্‌বো না—তুমি একবারে এত টাকা কোথা পাবে?—বাছা, বৌকে একখানি ভাল বারাণসী কাপড় দিবার জন্য তোমাকে সেদিন—এতকরে ব'ল্লাম—তবু তুমি তাকে কাপড় কিনে দিলে না। মায়ের কথা শুন্‌তে একেবারেই নাই, এমন ত কিছু শাস্ত্রের লেখা নাই।

চিনিবাস হাসিলেন। অর্থাৎ কৌশল্যা স্বয়ং চিনিবাসের হইয়া হাসিলেন।

অঘোর বাবু দেখিলেন, বালিকা তাঁহার বাহুমূলে ঠেশ দিয়া কাঁদিতেছেন। স্বামী স্ত্রীর পৃষ্ঠে হাত দিয়া, সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন,—"তুমি কাঁদ কেন?"

বালিকা (কাঁদ কাঁদ স্বরে)। বুড়ী আর বাঁচবে না—এই সময়, এক দিনের জন্যও যদি ওর ছেলের সঙ্গে দেখা হতো—

এই বলিয়া বালিকা উচ্চরবে রোদন করিয়া উঠিলেন। স্বামী, "চুপ্ কর, চুপ্ কর"—বলিয়া অঞ্চলের দ্বারা বালিকার চোখের জল মুছাইলেন। বালিকা বহুকষ্টে রোদন সম্বরণ করিলেন। অঘোর বাবু বলিলেন, "চিনিবাসকে পাইবার এখনত কোনও উপায় দেখি না—পূজার পর নিশ্চয়ই কার্য্য উদ্ধার করিব।" এই বলিয়া অঘোরনাথ স্ত্রীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে নিজ কক্ষে গমন করিলেন। কৌশল্যা কখন নীরব রহিলেন, কখন কথা কহিলেন। দিবসে কখন বা চিনিবাসের

জন্য কাঁদেন, কখন হাসেন, কখন বা কোন খাবার জিনিষ চিনিবাসের জন্য আঁচলে বাঁধিয়া রাখেন। একদিন একরাশ খৈ বৃদ্ধা আঁচলে বাঁধিয়াছেন। খৈ-রাশির জন্য বৃদ্ধার কষ্ট হইতেছে, দেখিয়া, বালিকা তাহা আঁচল হইতে খুলিতে গেলেন। অমনি কৌশল্যা কাঁদিয়া আকুল—"আমার ছেলের উপর এত অযত্ন করিলে, আমি আর এ ঘরে থাকিব না।" বালিকা তখন আঁচলের খৈ আবার আঁচলেই রাখিয়া দিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আশ্বিন মাস। দুর্গোৎসব। পূজার অবকাশে অঘোরনাথ সপরিবারে ঘরে গেলেন। কৌশল্যা সঙ্গে রহিলেন। অঘোর বাবুর বাটী, হুগলী জেলার অন্তর্গত ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে।

এক বৎসর পরে অঘোর বাবু বাটীতে আসিয়া দেখিলেন, গ্রাম জঙ্গলপূর্ণ। পথ গতায়াতবিহীন। গুরুতর বর্ষার প্রভাবে চারিদিকে ঝুপিবনের রাজত্ব হইয়া উঠিয়াছে। বসুন্ধরা সমভাবে তৃণলতায় আচ্ছন্ন। স্পষ্টরূপে পথ চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। যেন ব্রাহ্মণগণের অনভ্যাস হেতু শ্রুতি-পথ সকল লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে—চারিদিকে ম্লেচ্ছের রাজত্ব। বর্ষাকালে কাহারও মাটীর পাঁচীর

খানিক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মাঠে একহাঁটু জল। খালে বিলে স্রোত বহিতেছে। দেখিতে দেখিতে শরতঋতুর সমাগমে আকাশ নির্ম্মল হইল। মেঘ আর দেখা গেল না। চন্দ্র, কমনীয় কান্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া, বিমল সুধা বিতরণে প্রবৃত্ত হইল। বায়ু ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিল। পঙ্কিল জল নির্ম্মল হইতে আরম্ভ হইল। স্বল্পজলবিহারী সদাক্রীড়নশীল মৎস্যসকল, শরৎসূর্য্যের তাপে জল যে মরিয়া আসিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিল না;—মূঢ় সংসারী ব্যক্তি, পরমায়ু যে প্রত্যহ ক্ষয় পাইতেছে, তাহা কবে বুঝিয়া থাকে? ক্রমশ, শরৎ ঋতু, সূর্য্য-কিরণের উত্তাপ হরণ করিল,—দিব্যজ্ঞানের অভ্যুদয়ে, সততই দেহাভিমানের তাপ বিনষ্ট হয়। রাজার শুভসমাগমে, এক দস্যু ব্যতীত, যাবতীয় লোক উৎফুল্লিত হয়,—মিঠেকড়া সূর্য্যসমাগমে, কুমদ্বতী ভিন্ন, যাব-

তীয় জলজপুষ্প প্রফুল্লিত হইল। উৎসব আনন্দের দিন উপস্থিত—আনন্দময়ী, ঘরে আসিবেন! ঘরে ঘরে, নূতন বস্ত্র, নূতন অলঙ্কার, নূতন আহারীয় সামগ্রী। পুত্র, মায়ের নিকট নববসন-ভূষণে ভূষিত হইয়া, পথে পথে, ঠাকুর-বাড়ীতে খেলাইয়া বেড়াইতেছে। বৃদ্ধা বালিকাকে বলিলেন, "আমার চিনিবাসের কাপড় কৈ?" বালিকা একখানি ভাল কালাপেড়ে ধুতি আনিয়া দিলেন। ধুতি পাইয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "আমার ছেলের জামা কৈ, জুতা কৈ?" বালিকা অমনি স্বামীর নূতন জুতা, নূতন জামা আনিয়া হাজির করিলেন। তখন বৃদ্ধা ধূতিখানি খুলিয়া, সম্মুখে পুত্রবোধে, তাহা পরাইতে গেলেন। শেষে, পুত্রকে খুঁজিয়া না পাইয়া, "আমার ছেলে কৈ?" বলিয়া, গভীর আর্ত্তনাদে বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। কৌশল্যা মূর্চ্ছিত হইয়া

ভূতলে পড়িয়া গেলেন। বহুক্ষণ পরে আবার তিনি চেতন লাভ করিলেন। পূজার বাজনা বাজে, বৃদ্ধা বালিকাকে বলেন, "দেখ দিদিমণি, চিনিবাস আমার, বিয়ে করে, বৌ নিয়ে, বাজনা বাজায়ে ঘরে আস্‌চে,—তুমি দিদি, বৌকে কোলে ক'রবে, আমি ছেলেকে কোলে ক'রে আন্‌বো।"

বালিকা। তা আন্‌বো বৈকি?

বৃদ্ধা। কাল, ঐ বড় ঘরে ফুলশয্যা হবে; তুমি এখন থেকে ফুলশয্যার যোগাড় কর।

আরতির শাঁক বাজিল, কৌশল্যা বলিল, "ঐ বর এসেছে।"

এইরূপে আশ্বিন গেল, কার্ত্তিক আসিল। বৃদ্ধার দেহ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। কোন দিন ভাত খান, কোন দিন খান না,—কোন দিন বা বালিকা খাওয়াইয়া দেন। কোন দিন ভাত খাইতে বসিয়া

বৃদ্ধা বলেন, “আমি এতগুলো ভাত খেলে, আমার চিনিবাস খাবে কি? আমি দুমুঠোর বেশী ভাত খাবোনা—” গ্রাস দুই মুখে-দিয়া সেদিন, সমস্ত ভাত ফেলিা রাখেন।

কার্ত্তিকমাসের শেষে অঘোর বাবু আবার সপরিবারে কলিকাতা আসিলেন। তাঁহার কাজকর্ম্ম দূরে গেল, কেবল চিনিবাসের অনুসন্ধানই তাঁহার একমাত্র ব্রত হইল। কার্ত্তিক অতীত হইল, অগ্রহায়ণ আসিল,— কিন্তু চিনিবাস আসিলেন না। অবশেষে পৌষ মাসের প্রথমে, চিনিবাস, রামমণি সমভিব্যাহারে, কলিকাতায় শুভ পদার্পণ করিলেন। বন্ধুবান্ধবকে বলিলেন, “এবার উত্তরপশ্চিম, পাঞ্জাব সম্পূর্ণরূপ দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছি। কাশী, এলাহাবাদ, কাণপুর, লক্ষ্নৌ, দিল্লী, লাহোরে বক্তৃতা-অগ্নি ধূ ধূ জ্বালাইয়া আসিয়াছি, ভারতউদ্ধারের জন্য বহু সহস্র টাকা চাঁদাও আদায় হইয়াছে।”

বন্ধুবান্ধবগণ চিনিবাসকে সাধু, সাধু, করিতে লাগিল। লবঙ্গলতা পত্রিকায় এই দিগ্বিজয়বার্ত্তা স্বর্ণ অক্ষরে প্রকাশিত হইল। 'জনসাধারণ' বলিল, "চিনিবাস ক্ষণজন্মা পুরুষ।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

ধুধুধুধু নৈবত বাজেরে।

বরপুত্র সভ্যতার, চিনিবাস অবতার,

রাজা হৈল কলিকাতা মাঝেরে।

ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গ বাজে, ধাঁ ধাঁ ধামসা গাজে,

ঝাঁঝাঁ ঝম্ ঝম্ ঝাঁজেরে॥

ঘড়ি বাজে ঠন্‌ঠন্, ঘণ্টা বাজে রণ্‌রণ্

গন্ গন্ গজঘণ্টা গাজেরে।

সিপাহী সহায় হাঁকে, নকীব সেলাম ডাকে

দেওয়ান বসিল কাজেরে॥

নবগুণে নবরসে, ভুবন ভরিল যশে,

চাঁদের কলঙ্ক হৈল লাজেরে॥

নগরে আনন্দলহরী। নিষ্কামধর্ম্ম চিনিবাস রাজা হইবেন। পাছে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া মর্ম্মে ব্যথা পান, বড়লাট দুঃখিত হন,

ছোটলাট কাঁদেন;—এই ভয়ে শ্রীযুক্ত চিনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, (নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও) জনক ঋষির ন্যায়, নিষ্কামভাবে রাজা-উপাধি গ্রহণ করিবে বলিয়াছেন।

আজ ঘোষণার দিন। চিনিবাস যে রাজা হইবেন, অদ্য তাহাই কলিকাতাবাসীর নিকট তিনি নিষ্কামভাবে ঘোষণা করিবেন। তাই তাঁহার গৃহে আজ মহামহোৎসব। পত পত শব্দে পতাকা উড়িতেছে, তাহাতে লেখা আছে; "নিষ্কামধর্ম্ম চিনিবাস রাজা।" অত্যুচ্চ তোরণে নহবৎ বাজিতেছে; কোথাও বা রোসন-চৌকির মধুর আলাপে মন মাতাইয়া তুলিয়াছে; কোথাও বা গড়ের বাদ্য বিজয়-ঘোষণা করিতেছে। গৃহদ্বারে কদলী বৃক্ষ, মঙ্গলঘট, বসান হইয়াছে; আমের শাখা টাঙ্গান হইয়াছে; দ্বারদেশ হইতে গৃহাভ্যন্তর পর্য্যন্ত, চলন-পথটা লাল কারর্পেটে মোড়া হইয়াছে।

গৃহমধ্যে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে এক বিচিত্র চন্দ্রতাপ খাটান হইয়াছে। সাদা, লাল, নীল রঙের ঝাড় লণ্ঠন জ্বলিতেছে। সেই চন্দ্রতাপে এই কয়টী কথা খুব বড় বড় অক্ষরে লিখিত আছে।—

"যতোধর্ম্মস্ততোজয়।"

"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।"

"কন্যাপেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।"

"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।"

উঠান টা প্রথমত লাল কার্পেট মোড়া। তার উপর, কোথাও চেয়ার-টেবিল, কোথাও সোফা, খাট;—কোথাও বা যাজিম-পাতা ঢালা বিছানা। উঠানের এক কোণে কতকগুলি বিলাতী বাদ্যযন্ত্র—পিয়ানো, হারমোনিয়ম, ফ্লুট, জয়ঢাক ইত্যাদি।

আজ হবে কি? চিনিবাস-রাজের গৃহে আজ কলিকাতার 'জনসাধারণ' নিমন্ত্রিত।

তদুপলক্ষে সৎসঙ্গীত, সৎনাচ, সৎআমোদ প্রমোদ হইবে। দেশীয়দের সম্মান বজায় রাখিবার জন্য, চিনিবাসরাজ, অদ্য কতকটা দেশীয় ভাব বজায় রাখিয়াছেন। কতকগুলি বিলাতীয় বন্ধুও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন; তাঁহাদের জন্য সমস্তই বিলাতীভাবে প্রস্তুত আছে। ফল কথা, বৌবাজারের শ্রীযুক্ত ভীম বাবু এবং উইলনেন্ সাহেব, আজ একই গৃহে অবস্থিত।

কিরূপ আমোদ হইবে, তাহা লইয়া ভারি বাদানুবাদ হয়। বাইনাচ, খেমটানাচ—কুরুচি। থিয়েটার কুরুচি—কারণ তাহাতেও বেশ্যা-স্ত্রীলোক থাকে। যাত্রার দল—অসভ্যতা পূর্ণ,—এবং উহাতে মিথ্যা কথার প্রশ্রয় দেওয়া হয়,—কারণ তথায় পুরুষ স্ত্রীবৎ পোষাক পরিয়া আপনাকে স্ত্রীলোক বলিয়া পরিচয় দেয়;—জাল করা, পিনালকোড অনুসারে দণ্ডনীয়। শেষে ঠিক হইল, কেবল

শিক্ষিতা-মহিলাগণের পবিত্র সঙ্গীত হইবে। একজন এ প্রস্তাবটী অর্দ্ধপ্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "সঙ্গীত হউক ক্ষতি নাই,—কিন্তু ইহাতে আর নূতনত্ব নাই।" একজন বিলাত প্রত্যাগত সুসভ্য যুবক এইরূপ প্রস্তাব করিলেন;—"এরূপ সমারোহ কাণ্ডে বিলাতে রাজগণ "বল" দিয়া থাকেন। অতি পবিত্র নৃত্য। শিক্ষিতা সভ্যা যুবতী কুলবধূগণ শিক্ষিত সভ্য কুলতিলকগণের হাত ধরিয়া, স্কন্ধ ধরিয়া, পায়ে পা দিয়া, অতীব পবিত্র মনে নৃত্য করিতে থাকেন। অদ্য এই মহোৎসবে বল-নাচাই হউক।" একজন দেশী-শিক্ষিত বলিলেন, "ইহাতে কুরুচির ঈষৎ আমেজ আসিতেছে নয়?" সেই বিলাত প্রত্যাগত সভ্য, হো হো হাসিয়া উঠিলেন, এবং সেই হাসিতে অনেকেই যোগ দিলেন। বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তি বলিলেন, "যাহা সভ্য দেশে সম্মানিত, তাহা সর্ব্বথা

পূজনীয়। উহাতে কোনরূপ দোষের আশঙ্কা থাকিলে কথনই ১৯টী সভ্যদেশে উহা প্রচলিত হইত না। কেবল মনটীকে পবিত্র করিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, কোন দোষ নাই। আমাদের মধ্যে কোন্ নরনারীর মন অপবিত্র?—কাহারো নহে। কোন্ নরনারীর মনে দ্বিভাব আছে?—কাহারোও নহে। কোন্ নরনারীর হৃদয়ে বিশ্বজননীর প্রেম অঙ্কিত হয় নাই?—সকলেরই।" সভাস্থ, সকলেই বলিলেন,—"সকলেরই।" যিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তিনিও বলিলেন, "সকলেরই। বিলাতে যখন "বল-নাচ" আছে, তখন আমারও ইহাতে মত আছে। সভ্য দেশের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। কোন্ শুভদিনে বঙ্গের পাড়ায় পাড়ায় এই নাচ আরম্ভ হইবে, আমি এখন কেবল তাহাই ভাবিতেছি।"

প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে, রাজভবনে বল-নাচেরই আয়োজন হইতে লাগিল। নর-

নারীকুল নাচের পোষাক পরিতে আরম্ভ করিলেন। তবকে তবকে ফুলের রাশি চারি দিকে পড়িতে লাগিল। গোলাপজল লাভেণ্ডার, অডিকলোন প্রভৃতি জলীয় পদার্থের বর্ষণ সুরু হইল। মহোৎসব-উন্মত্তা মহিলাকুলের মধুমুখের মধু-মাখা, কথায়, আসর মাৎ হইয়া উঠিল; পরেশ-পাথর পুরুষকুলও প্রকৃতির সেবার কার্য্যতৎপরতা দেখাইতে লাগিলেন। কোন কামিনী কৌতুক করিয়া কোন পুরুষের গাত্রে গোলাপফুল ছুড়িয়া মারিলেন। পুরুষপ্রবর সেই কোমল-কামিনী হস্ত-প্রক্ষিপ্ত নিজ-অঙ্গ-ঘর্ষিত, ভূপতিত, গোলাপ-পুষ্পটীকে কুড়াইয়া লইয়া একবার চুম্বন করিয়া, আপন বক্ষে তাহা ধারণ করিলেন। কোন মধুরহাসিনী, ঈষৎ কর্ণাভরণ দুলাইয়া, আড়্-ঘোমটায় তালে তালে পা ফেলিয়া, নীরবে প্রচ্ছন্নভাবে, কোন পুরুষের পশ্চাৎ-প্রদেশে উপস্থিত হইয়া

অলক্ষ্যে তাঁহার গলদেশে বেলফুলের মালা পরাইয়া দিলেন। পুরুষ-প্রাণ চমকিল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, যেন ফুলময়ী বাসন্তীলতা গৌরবে স্ফীত হইয়া, মলয়ানিলের মন্দ মন্দ হিল্লোলে, মৃদুমৃদু দুলিতেছে। তখন পুরুষ, নয়নদ্বয় অর্দ্ধ-মুদ্রিত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব আরম্ভ করিলেন,—"হে দেবি! হে সুরসুন্দরি! হে বিলোল-লোচনি! তুমি কে, আমায় পরিচয় দাও। ভাগিরথী দেবীকে ভাদ্রমাসে ভরা দেখিয়াছি, নন্দনকাননে অমৃতময়ী অপ্সরার মনোমোহিনী-মূর্ত্তি দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ অনন্ত রূপের মহাসাগর কখন নিরীক্ষণ করি নাই। রূপ-সাগরের তরঙ্গ যেন, বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া, আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। দেবী! দয়া করিয়া বল, আমাকে কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে? বিশালাক্ষি! আর নীরব থাকিও না; শীঘ্র বল,

তোমার কোন্ প্রিয়কর্ম্ম আরম্ভ করিব? যদি কোন অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিতে হয়, অথবা যদি কোন বধ্য ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে হয়, তাহাও তোমার সন্তোষের নিমিত্ত করিতে প্রস্তুত আছি। সুন্দরি! আমার যাহা কিছু ধন সম্পত্তি আছে, তুমি তৎসমুদায়েরই অধীশ্বরী—আমি ও আমার অনুচরবর্গ সকলেই তোমার বশবর্ত্তী। অবনীমণ্ডলের মধ্যে যত যত উত্তম উত্তম রত্ন আছে, তন্মধ্যে তুমি যাহা প্রার্থনা কর, বল, তাহাই প্রদান করিতেছি। দেবী! একটী মাত্র কথায় মনের ভাব প্রকাশ কর। বরং জলবর্ষণ না হইলেও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, দিবাকর উদিত না হইলেও বরং ব্যবসা বাণিজ্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, জগৎপ্রাণ অনিল ব্যতীত বরং লোকপাল জীবিত থাকিতে পারে; পরন্তু তোমার অধর-পদ্ম-প্রস্ফুটিত সুধামাখা একটী কথা

ব্যতীত কোন ব্যক্তিই জীবিত থাকিবে না।” কিন্তু রমণী কোন কথাই কহিলেন না— কেবল একটী ফুলের তোড়া লুফিতে লুফিতে অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। পুরুষ, নিকটস্থ সোফায় পড়িয়া গিয়া, বোধ হয় চৈতন্য হারাইলেন। আবার ওদিকে দেখ, কোন তৃষাতুরা কামিনীর জন্য, কোন পুরুষ গোলাপী সরবত লইয়া ধাবিত হইয়াছেন; কোন হিমাঙ্গিনীর চা খাইতে সাধ হওয়ায়, পুরুষ গরম গরম চা, চামচে করিয়া তুলিয়া, কামিনীর অধরে ঢালিয়া দিবার সুখানুভব করিতেছেন। কোন পদ্মিনী সভামধ্যে বিষম সর্দি রোগে আক্রান্ত হওয়ায়,—সুচিকিৎসক লালবর্ণ দ্রবময় মহামধুর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বিজয় ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। নরনারীর নাচ আরম্ভ হইল। দিক্ সুপ্রসন্ন হইল। আকাশের কালো মেঘ কাটিয়া গেল। চন্দ্র হাসিল। জয়-জয় রবে ভুবন ভরিল।

এ সময় রাজা-চিনিবাস কোথায়? গুরুতর কর্ত্তব্য অনুরোধে তিনি আজ নাচে যোগ দিতে পারেন নাই। অদ্য তিনি স্বয়ং গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া, নিমন্ত্রিত, আগন্তুক, অতিথিগণকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিতেছেন। পাছে কাহারও অমর্য্যাদা হয়, এই ভয়ে তিনি নিজে দ্বারে থাকিয়া সম্ভাষণ-কার্য্যের ভার লইয়াছেন। নিষ্কাম-ধর্ম্মের কি *অনির্ব্বচনীয়* প্রভাব! রাজগৃহে আজ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়;—কিন্তু স্বয়ং চিনিবাস-রাজ আজ নিষ্কাম,—আটআনা মূল্যের ঠেঁটি থান ধুতি পরিয়াছেন,—হাঁটুর উপর সে কাপড় উঠিয়াছে,—পায়ে তালতলার চটী,—কাঁধে মুড়ি-শেলাই চাদর, হাতে একগাছি কঞ্চির ছড়ি। চিনিবাস-রাজের পার্শ্বদেশে কয়েকটী অনুচর ছিল,—তাহারা সকলে উজ্জ্বল বসন ভূষণে বিভূষিত। সমগ্র রাজপুতানা উজাড় করিয়া সে পোষাকের সৃষ্টি হইয়াছে। কাহারও

পোষাকে স্বর্ণ হীরক ঝকিতেছে। কাহারও পাগড়ীতে সোণার প্রজাপতি বসান আছে। সাল, কিংথাপ, সাটীনের শ্রাদ্ধ হইয়াছে। তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যেন, পোষাক পরিবার জন্যই তাঁহারা ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ নব ভূপতির উদ্দেশে বলিতেছেন, "মহারাজ! অদ্য আপনার এ সামান্য বস্ত্র পরিধান করা উচিত নহে। আপনি একবার রাজবেশ পরুন, আমরা একবার নয়ন সার্থক করি।"

নবভূপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আমি নিষ্কামধর্ম্মী পুরুষ,—আমি কামনাশূন্য হইয়া সমস্ত কাজই করিয়া থাকি। সুতরাং আমার আড়ম্বরময় পোষাকে কাজ কি? আমার পক্ষে সব সমান।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ধন্য, ধন্য! এ মায়াময় মহীতলে একমাত্র আপনিই ধন্য!—কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র মন বুঝেনা,

তাই বলিতেছি,—একবার, দশ মিনিটের জন্য, সেই বিলাতী কারিকর-বিনির্ম্মিত রাজবেশটী পরিধান করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের আনন্দ বর্দ্ধন করুন।—মহারাজ! সূর্য্যোদয়ে কমলের ন্যায়, আমাদের হৃদয়কমলকে প্রস্ফুটিত করুন।”

মহারাজ আবার হাসিয়া বসিলেন, “হে অনুচরবর্গ! লোক-আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্তই আমার রাজ-ব্রত গ্রহণ—আমার নিজের কিছু-তেই স্পৃহা নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীমতী সংস্কৃত-ভাষিণী, মহাদেবী ভগিনী রামমণির এবিষয়ে অনুমতি নাই।”

অনুচরবর্গ যোড় হাতে আবার বলিলেন,—“মহারাজ! এ দাসগণের এক শেষ অনু-রোধ আছে। আপনি রাজ-চিহ্নস্বরূপ সেই মুকুটটী মাথায় পরুন;—আমাদের কষ্টের বহুপরিমাণে লাঘব হইতে পারে।” চিনিবাস-রাজ বলিলেন, “তোমাদের মনে আমি আর কষ্ট দিতে চাহিনা—তাহাই হউক।”

তখন অনুচরবর্গ আনন্দমনে বহুমূল্য রাজমুকুট আনিয়া, সেই চটীজুতা-ঠেঁটিধান-মুড়িশেলাই-চাদর-বিশিষ্ট চিনিবাস রাজের মস্তকে তাহা পরাইয়া দিল। একখানি পাতি মোর মাথায় দিয়া-আসিয়া, রেলিভ্রাতা-ভষনের থানধূতি-পরিধানা নিরাভরণা ভগিনী রামমণি চিনিবাস-রাজের বামে আসিয়া দাঁড়াইলেন! অনুচরবর্গও "কিষ্কাম-ধর্ম্ম" অঙ্কিত একখানি লাল কাপড় ধরিয়া রহিল।

এদিকে অঘোর বাবু কেবল সুবিধা সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। অদ্য চিনিবাসের রাজ-উৎসব বুঝিতে পারিয়া, স্থির করিলেন— সাক্ষাতের অদ্যই শুভ দিন। কৌশল্যাকে গিয়া বলিলেন, "আজ তোমার ছেলের সঙ্গে দেখা হবে;—আমার সঙ্গে চল।" বৃদ্ধা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। মুখ দিয়া কথা সরিল না—ভাবাগ্নিতে কথা, দ্রব হইয়া, জল-ছলে, চোখ দিয়া বাহির হইল।

অঘোর বাবু নিজগৃহ হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলে পর, নিয়মিত গঙ্গাস্নান এবং সুনিয়মে আহারাদি করিয়া একটু যেন সুস্থ হইয়া উঠিলে, বৃদ্ধা তত আর প্রলাপ বকিতেন না।

শুভ-সংবাদ পাইয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বৃদ্ধা পুত্র দর্শনে গমনোদ্যতা হইয়া সজ্জা করিতে লাগিলেন। ছেলের জন্য সেই পূজার সময়ের কালাপেড়ে কাপড়, জামা এবং জুতা—একখানি রুমালে স্বহস্তে বাঁধিতে লাগিলেন। বাঁধা ভাল হইতেছে না দেখিয়া বালিকা তাহা বাঁধিয়া দিতে গেলেন। বৃদ্ধা বালিকাকে ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া হাসিকান্না-মিশ্রিত সুরে বলিলেন, "দিদিমণি আজ আমি ছেলের জিনিস কাহা-কেও বাঁধিতে দিব না।" চিনিবাস বাল্যকালে খৈচুর ভাল বাসিত। কৌশল্যা এক হাঁড়ি খৈচুর লইলেন। বাছা এবছর ভাল আম্র

খাইতে পায় নাই বলিয়া বৃদ্ধা মিষ্ট আমের চারিখানি আমসত্ব সংগ্রহ করিলেন। একটী ক্ষুদ্র পাতলা কাঁসার বাটী ছিল; সেই বাটীতে চিনিবাস দুধ খাইতে ভাল বাসিত;—অন্য বাটীতে দুধ দিলে চিনিবাস রাগ করিত। সেই বাটীটীও বৃদ্ধা সঙ্গে লই-লেন।

ঘোড়গাড়ী আসিয়া দ্বারে লাগিল। অঘোর বাবু কৌশল্যাকে বলিলেন, "শীঘ্র এস, গাড়ী আসিয়াছে।" খৈচুরের হাড়ী, কাপড়ের বস্তাপ্রভৃতি সমস্তই গাড়ীতে তোলা হইল। তখন বৃদ্ধা বালিকার বদন চুম্বন করিয়া বলিলেন, "দিদিমণি, তুমি জন্ম এয়োস্ত্রী হও,—এক বছরের মধ্যে একটী ছেলে হো'ক। পাঁচ সাত দিন অন্তর তুমি আমার খবর নিও—তোমাকে না দেখ্‌লে আমি বাঁচবো না।—"

বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধাকে প্রণাম

করিলেন।—বৃদ্ধা আশীর্ব্বাদ করিলেন "তোমার স্বামী চিরজীবী হউন; তুমি সৎসন্তানের মা হও। দিদিমণি, ছেলে না হওয়ার এক দোষ—লোকে বাঁজা বলে। কিন্তু কু-সন্তান হ'লে প্রত্যহ সহস্র বিছার দংশন-জ্বালা ভোগ কর্‌তে হয়।—সে যা'হোক, আমার চিনিবাসের বিয়ের সময়, এক মাস পূর্ব্বে যেয়ে তোমাকে কাজকর্ম্ম করিতে হইবে!"

অঘোর বাবু পুনরায় শীঘ্র আসিবার জন্য ত্বরা দিলেন। কৌশল্যা, বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত বালিকার হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। শেষে, কাঁদিতে কাঁদিতে, বালিকার হাত ছাড়িয়া গাড়ীতে উঠিলেন। অন্য সময়ে, কৌশল্যাকে ধরিয়া গাড়ীতে তুলিতে হইত; অদ্য স্বয়ং সজোরে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন। অঘোর বাবু এবং ডাক্তার বাবু উভয়েই তখন গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। কোচ্‌ম্যান গাড়ী হাঁকাইল। অর্দ্ধ-

ঘণ্টার মধ্যে চিনিবাসের রাজভবনের সম্মুখে গাড়ী উপস্থিত হইল।

চিনিবাস-রাজ সেইরূপই ঠেঁটি [illegible] কাপড় পরিয়া, মাথায় নিকামভাবে মুকুট আঁটিয়া, লোকসম্ভাষণার্থ, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

কৌশল্যা, বহুদিন পরে দূর হইতে সন্তানের মুখাবলোকন করিয়া, দ্রুতপদে গাড়ী হইতে নামিয়া, নক্ষত্র-বেগে চিনিবাস-অভিমুখে ছুটিলেন। চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে বুড়া "বাবা চিনিবাস" বলিয়া মহা আর্ত্তনাদে পুত্রের গলা জড়াইয়া ধরিলেন। চিনিবাস ভীত, চমকিত, শশব্যস্ত, বিব্রত। মুখ দিয়া আর ভাল কথা বাহির হয় না; তিনি "কে তুমি, কে তুমি" বলিয়া কৌশল্যাকে ছাড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন। অঘোর বাবু বলিলেন, "চিনিবাস বাবু, আপনার মা এসেছেন"—

কৌশল্যা চিনিবাসের গলা ধরিয়া বলিতে

লাগিলেন, "বাবা চিনিবাস, এত দিন কি মাকে ভুলে থাকিতে হয় বাছা?—"

পার্শ্ববর্ত্তী অনুচরগণ বিস্ময়ান্বিত হইল। তখন মহাদেবী রামমণি ক্রোধে দন্ত কিটিমিটি করিয়া, রক্তচক্ষু ঘুরাইয়া চিনিবাসকে বলিলেন "রাজন্! কিং করিতেছং—ইয়াং বৃদ্ধাং দুঃখাং পাপিনিং ভিখারিনীং পদাঘাতং কৃত্বাং—দূরং কুরু, দূরং কুরু—

চন্দ্র, সূর্য্য, বৈশ্বানর, গ্রহ, নক্ষত্র—সকলে সাক্ষী হও। কলিকালে, কলিকাতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। মহাগুরু প্রধানা ভগিনী রামমণির কথা শুনিয়া চিনিবাস, কৌশলে কৌশল্যার হস্ত নিজ গলদেশ হইতে ছাড়াইয়া বলিলেন, "দ্বারোয়ান্‌জী, এই পাগ্‌লীকে হিয়াঁসে জল্‌দি নিকালো—"

কৌশল্যা কিছুই বুঝেন নাই, "বলিলেন বাছা চিনিবাস! তোর মুখ এত শুক্‌নো কেন?—"

চিনিবাস তখন রামমণির হাত ধরিয়া দ্বারদেশ ছাড়িয়া, অন্দরাভিমুখে পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। বৃদ্ধা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, "বাবা চিনিবাস, তুই বুড়ীকে ফেলিয়া আবার কোথা যাস্?"—এমন সময় দ্বারবান আসিয়া বৃদ্ধার সজোরে বিষম গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "ভাগো—হিঁয়াসে।"

জরাজীর্ণা, ক্ষীণা, দীনা বৃদ্ধা গলায় দারুণ আঘাত পাইয়া, মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতল-শায়িনী হইলেন। মুখ দিয়া ফেন উদ্গত হইতে লাগিল। চক্ষু কপালে উঠিল। অঙ্গ স্থির হইল। এক মিনিটের মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত—এই সমস্ত ঘটনা ঘটিল।

অঘোর বাবু এবং ডাক্তার বাবু ধরাধরি করিয়া সেই পুত্রময়-প্রাণা কৌশল্যাকে নিম-তলার ঘাটে লইয়া গেলেন। তথায় স্তূপী-কৃত চন্দনকাষ্ঠের মধ্যে বৃদ্ধার জ্বালাময় দেহ ভস্মীভূত হইল। সেই বালিকা ঈশ্বরের

নিকট প্রার্থনা করিলেন, "আমার যেন কখন পুত্র সন্তান না হয়।"

চিনিবাসের রাজত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সত্যধর্ম্মের ফুল ফুটিল। সমগ্র ভারতবাসীর প্রেমে চিনিবাসের মন মজিল।

আদিলীলা সমাপ্ত।